শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন-কথা

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলগুরু
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিত্যসিদ্ধ-ধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর
পরমহংসকুল-চূড়ামণি
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

শ্রীসমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

পাদত্রাণবাহী ও দাসদাসানুদাস
শ্রীপ্রেমপ্রদীপ দাস ব্রহ্মচারী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয় সেবাশ্রমের পক্ষে
শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাস-ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
রাধাবল্লভ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, টি/২ এ/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন,
কলকাতা-৬৭ হইতে মুদ্রিত

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ—
শ্রীনৃসিংহদেবের প্রকট বাসর
শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী
২৮ মধুসূদন, ৫৩০ শ্রীগৌরাব্দ
৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
(ইং ২০।৫।২০১৬)

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয় সেবাশ্রম
শ্রীনৃসিংহপল্লী,
পোঃ—নদীয়া-বিষ্ণুপুর (নদীয়া)
পশ্চিমবঙ্গ।

ভূমিকা

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম শ্রীকেশবপ্রেষ্ঠ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত এই 'দেবপল্লী' শ্রীনৃসিংহ-ক্ষেত্রে '**শ্রীনৃসিংহপল্লী গৌড়ীয় সেবাশ্রম**' নামে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীপ্রহ্লাদ-মাধ্যমে জগতে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রহ্লাদ-চরিত্র শুদ্ধভক্তির সাধকগণের জন্য পরমোজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা-স্বরূপ—তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কত আসুরিক দুরাশয় পর্য্যন্ত হরিভজনে ব্রতী হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থানকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর নিকট স্বয়ং বারম্বার প্রহ্লাদ-কথা শ্রবণ করিতেন—"**গদাধর পড়ে সম্মুখে ভাগবত। শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত॥ প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র। শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥**" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৩৩, ৩৪)। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনৃসিংহদেব ও তৎপার্ষদ শ্রীপ্রহ্লাদ সম্বন্ধে যে কথা আছে, তাহা শ্রদ্ধা-সহকারে আলোচনা করিলে জীবমাত্রই শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপাভাজন হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কৃপায় সর্ব্ববিঘ্ন-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি লাভ করেন। তজ্জন্য উক্ত ভাগবতীয় কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় "**সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন-কথা**" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রযত্ন লওয়া হইয়াছে।

শ্রীনৃসিংহদেবের অপর এক নাম—"সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন"; তাঁহার কথাই—সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন কথা! জগতে সকলেই প্রায় সর্ব্বদাই বিপদাক্রান্ত হইয়া আছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা বিপদ্‌মুক্ত হইতে কতপ্রকার চেষ্টাই না করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব এক্ষেত্রে প্রহ্লাদ-মহারাজের দ্বারা এক পরমসত্য জগদ্বাসীকে জানাইয়াছেন,—"হে শ্রীনৃসিংহ! আপনি যাহাকে উপেক্ষা করেন, তাহার জন্য মাতাপিতাও রক্ষক হইতে পারেন না, ঔষধেও রোগীর রোগ উপশম হয় না, নৌকা থাকিলেও ডুবন্ত ব্যক্তির রক্ষা নাই, অথবা যে প্রতিকারই লওয়া হউক্ না কেন, তাহাতে খুব বেশী ক্ষণিক উপকার মাত্র লাভ হইয়া থাকে।" সুতরাং ইহাতেই বুঝা যায়, বাস্তবে কি উপায়ে বিঘ্নবিনাশ সম্ভব। অতএব যাঁহারা কেবল বিঘ্ন-বিনাশ বিষয়েই বিশেষ উদ্বিগ্ন, অথবা যাঁহারা বিঘ্ন-বিনাশ অপেক্ষাও শুদ্ধভক্তি-লাভ বিষয়েই বিশেষ অনুসন্ধানশীল, তাঁহাদের উভয়ের পক্ষেই এই গ্রন্থ বিশেষ উপকারী হইবে বলিয়া দৃঢ় আশা পোষণ করি।

এই গ্রন্থে পরমহংসকুলগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কথিত 'শ্রীনৃসিংহ-তত্ত্ব', পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ আচার্য্যগণের দ্বারা শ্রীনৃসিংহপূজার প্রাচীন গাঁথা, প্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ-ক্ষেত্র-সমূহের বিবরণ প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে

অসংখ্য নৃসিংহক্ষেত্র থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রমুখ চরিত্র-গ্রন্থ অনুসারে যে-সকল নৃসিংহক্ষেত্রে তাঁহার গমনাগমন ঘটিয়াছে, এইগ্রন্থে কেবল সে-সকল ক্ষেত্রই মাত্রই উল্লিখিত হইয়াছে।

পরিশেষে শ্রীনৃসিংহদেব-সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তব-স্তুতি, যথা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিত শ্রীনৃসিংহ-নখস্তুতি, শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ী শ্রীমদ্বাদিরাজ তীর্থ-বিরচিত 'শ্রীনরহরি-অষ্টক', শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীনৃসিংহ-স্তব (ইহা মূলতঃ তাঁহার ভাগবতীয় টীকা 'ভাবার্থ-দীপিকা' হইতে সংগ্রহীত হইয়াছে), শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ-সঙ্কটনাশন স্তোত্র', 'শ্রীনৃসিংহ-অষ্টোত্তরশতনাম' এবং 'শ্রীনৃসিংহ-কবচম্' প্রভৃতি সংযুক্ত হইয়াছে। অবশেষে গৌড়ীয় মহাজন-পদাবলীতে বিশেষভাবে শ্রীনৃসিংহদেব সম্বন্ধে কোন কীর্ত্তন না থাকায়, তাঁহার সম্বন্ধে একটী স্তুতিমূলক কীর্ত্তন ও আরতি-কীর্ত্তন প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের করকমল-মঞ্জুলে সমর্পিত হইল। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁহার প্রীতিবিধানে ও অভীষ্ট-পূরণে কতটুকু সমর্থা হইবে, তাহা বৈষ্ণবগণই বলিতে পারিবেন। পরিশেষে শিক্ষাগুরুবর্গের শ্রীচরণে নিবেদন—এই প্রয়াসে কোনরূপ ধৃষ্টতার গন্ধও থাকিলে তাহা তাঁহারা নিজ স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখিয়া ও গ্রন্থের যেকোন দোষত্রুটী থাকিলে তাহা ধরিয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিবেন। ইতি—

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী
২২ মধুসূদন, ৫৩০ শ্রীগৌরাব্দ,
৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ,
(ইং ২০।৫।২০১৬)

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীপ্রেমপ্রদীপ দাস ব্রহ্মচারী

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক ঃ সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন-কথা	১-৪৯
১। মঙ্গলাচরণ	১
২। শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্ব ইতিহাস	৩
৩। প্রহ্লাদের দৈত্যকুলে আবির্ভাব	৪
৪। হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুদ্বেষ	৫
৫। গর্ভবাস-কালেই প্রহ্লাদের শ্রীনারদ হইতে শিক্ষালাভ	৬
৬। হিরণ্যকশিপুর তপস্যা, সিদ্ধিলাভ ও ভীষণ বিক্রম	৮
৭। দেবতাগণের নিকট ভগবানের আকাশবাণী	১০
৮। প্রহ্লাদের মাতৃকুক্ষি হইতে জন্মগ্রহণ ও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী	১১
৯। গুরুগৃহে প্রহ্লাদ ও তৎপ্রতি অত্যাচার	১২
১০। প্রহ্লাদের দৈত্যবালকগণকে শিক্ষাদান	২০
১১। প্রহ্লাদ প্রতি হিরণ্যকশিপুর আক্রমণ	২৮
১২। ভগবান্ শ্রীনরহরির আবির্ভাব	৩০
১৩। হিরণ্যকশিপু-বধ	৩২
১৪। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহকে প্রহ্লাদের স্তবস্তুতি	৩৪
১৫। প্রহ্লাদকে বরগ্রহণের আদেশদ্বারা ভগবানের পরীক্ষা	৪১
১৬। প্রহ্লাদের পরীক্ষায় উত্তরণ ও শুদ্ধভক্তির স্বরূপ প্রকাশ	৪৩
১৭। প্রহ্লাদের দৈত্যরাজ-উদ্ধার প্রার্থনা	৪৫
১৮। ভগবানের অন্তর্দ্ধান ও প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক	৪৭
১৯। প্রহ্লাদের প্রতি ভগবৎকৃপার অপর দৃষ্টান্ত	৪৭
২০। প্রহ্লাদের নিত্য নৃসিংহ-পূজা	৪৮
খ ঃ শ্রীনৃসিংহ-তত্ত্ব	৫০
গ ঃ প্রাচীন আচার্য্যগণের শ্রীনৃসিংহ-পূজা	৫৩
ঘঃ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত	৫৭

ঘ ঃ প্রসিদ্ধ কতিপয় নৃসিংহক্ষেত্র ৬০-৭৬

১। দেবপল্লী ৬০
২। সিংহাচলম্ ৬৪
৩। মঙ্গলগিরি ৬৮
৪। অহোবল ৭১

ঙ ঃ শ্রীনৃসিংহ-স্তুতি ৭৭-৯৫

১। শ্রীনৃসিংহ-স্তুতি ৭৭
২। শ্রীনৃসিংহ-নখস্তুতিঃ (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-রচিত) ৭৮
৩। শ্রীনরহর্য্যষ্টকম্ (শ্রীবাদিরাজ-তীর্থ রচিত) ৭৯
৪। শ্রীনৃসিংহ-স্তবঃ (শ্রীশ্রীধর-স্বামি-রচিত) ৮১
৫। সংকট-নাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্ (শ্রীমৎশংকরাচার্য্য-রচিত) ৮৪
৬। শ্রীনৃসিংহাষ্টত্তোরশত-নামস্তোত্রম্ ৮৮
৭। শ্রীনৃসিংহ-কবচম্ ৯২
৮। শ্রীনৃসিংহ-বন্দনা ৯৪

চ ঃ শ্রীনৃসিংহ-আরতি ৯৬

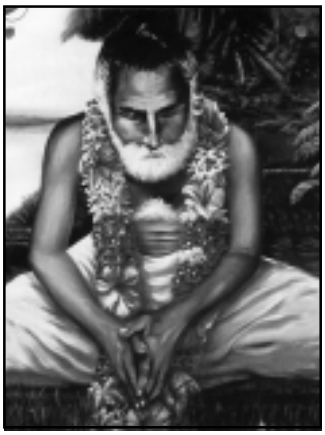

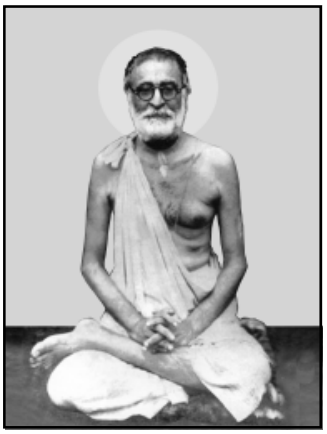

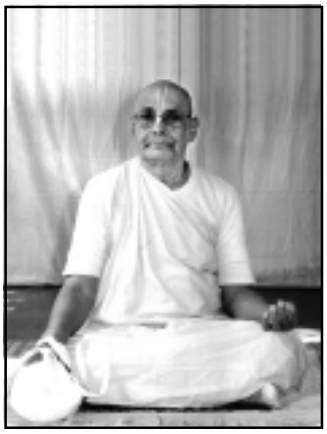

[জ]

শ্রীনৃসিংহ-ধ্যান—

প্রতপ্ত-চামীকর-চণ্ডলোচনং,
স্ফুরৎ-সটাকেশর-জৃম্ভিতাননম্।
করাল-দংষ্ট্রং করবাল-চঞ্চল-
ক্ষুরান্ত-জিহ্বং ভ্রুকুটী-মুখোল্বণম্॥

স্তব্ধোর্দ্ধ-কর্ণং গিরি-কন্দরাদ্ভুত-
ব্যাত্তাস্য-নাসং হনুভেদ-ভীষণম্।
দিবিস্পৃশৎ-কায়মদীর্ঘ-পীবর-
গ্রীবোরু-বক্ষস্থলমল্প-মধ্যমম্॥

চন্দ্রাংশু-গৌরৈচ্ছুরিতং তনূরুহৈ-
র্বিষ্বগ্-ভুজানীক-শতং নখায়ুধম্।
দুরাসদং সর্ব্ব-নিজেতরায়ুধ-
প্রবেক-বিদ্রাবিত-দৈত্যদানবম্॥

(ভাঃ ৭।৮।২০-২২)

তপত-কাঞ্চন জিনি' নয়নযুগল। ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, অতি ভয়ঙ্কর॥
করাল কেশরজাল, জ্বলন্ত অনল। সটাচ্ছটা-বিলুলিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল॥
বিকট দশন, জিহ্বা—ক্ষুরধার-তুল। পর্ব্বত-কন্দর—কর্ণ, গর্জ্জন, নিষ্ঠুর॥
খরতর ভয়ঙ্কর কর-নখ-জাল। গিরিগুহা-সম নাসা, বদন বিশাল॥
আকাশমণ্ডল জিনি' শরীর বিস্তার। তনুরুহ বিললিত, জলদ-সঞ্চার॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন কথা

মঙ্গলাচরণ

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥
প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যা-বিদারণম্।
শরদিন্দু-রুচিং বন্দে পারীন্দ্র-বদনং হরিম্॥"

যাঁহার বদনে বাগ্‌দেবী শ্রীসরস্বতী, বক্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং হৃদয়ে সম্বিৎ বিরাজমান, সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে ভজনা করি। যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়ের আহ্লাদ-স্বরূপ, ভক্তগণের অবিদ্যা-বিদারণকারী, সেই শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় অঙ্গশোভাযুক্ত সিংহবদন শ্রীহরিকে বন্দনা করি।

শ্রীহরি-ই একমাত্র বিঘ্ন-বিনাশন। কথায়ই আছে—"রাখে হরি, মারে কে?" সুতরাং বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—শ্রীহরির আশ্রয়। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা জগতে অনেকের অনেক অভাব পূরণ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও আবার ঘোর বিপদাপন্ন হইলে "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িয়া সংকট-নাশন শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেস্থলে মানুষের কি কথা?

'বিঘ্ন-বিনাশন'-রূপে শ্রীহরির এক বিশেষ মূর্ত্তি হইলেন—ভগবান্ শ্রীনরহরি। "**কেশব-ধৃত নরহরি-রূপ জয় জগদীশ হরে।**" এই শ্রীনরহরিকে স্মরণ করিলে যে কোন বিঘ্ন হউক না কেন, পালাইবার রাস্তা না খুঁজিয়া কুল পায় না। তাঁহার নাম-উচ্চারণে যমদূতগণ পর্য্যন্ত নিজেদেরই মহাবিপদ গণিয়া থাকেন—অন্যের কথা আর কি বলিব?

ভগবান্ শ্রীনরহরি—পরব্যোমে অবস্থিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠের মধ্যে এক বৈকুণ্ঠলোকের অধীশ্বর; তিনি তথায় সরস্বতী ও লক্ষ্মীপতি-রূপে প্রহ্লাদ প্রভৃতি পার্ষদগণের সহিত নিত্য বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি; তাঁহার দক্ষিণ ভাগের নিম্ন হস্তে—চক্র, তাঁহার উপর হস্তে—পদ্ম এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে—গদা ও নিম্ন হস্তে—শঙ্খ সুশোভিত। চন্দ্রের কিরণ তুল্য পরমস্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল তাঁহার অঙ্গশোভা। তাঁহার শ্রীমুখ—সিংহের মুখাকৃতি এবং অবশিষ্ট শ্রীঅঙ্গ—নরাকৃতি। এইজন্যই তিনি 'নরহরি' অর্থাৎ 'নর' ও 'হরি'—'নরহরি'। 'হরি' বলিতে এস্থলে 'সিংহ' বুঝায়। এই কারণে তাঁহার অপর নাম—নরসিংহ, নৃসিংহ, নৃহরি, নৃপঞ্চাস্য ইত্যাদি।

'সিংহ' বলিতেই এক ভয়ংকর প্রাণীর চিত্র মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। স্বভাবেও সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং হিংস্র-স্বভাব হইলেও অন্যান্য সমস্ত পশু অপেক্ষা তাহার বৈশিষ্ট্য অধিক, এইজন্য 'পশুরাজ' বলিয়া তাহার সম্মান। সিংহ অন্য সব প্রাণীর প্রতি উগ্রমূর্ত্তি, কিন্তু নিজ সন্তানদের নিকট তাহার সে উগ্রতা কিছুমাত্র থাকে না—তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব; তিনি অভক্তের কাছে ভয়ঙ্কর মহাকাল-স্বরূপ, সাক্ষাৎ 'মৃত্যু', কিন্তু ভক্তগণের নিকট তাঁহার অত্যন্ত বাৎসল্য-স্বভাব। এইজন্যই তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয়—

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিগ্রহঃ॥"

এখন বিচার করা যাউক্, বিঘ্ন কোথা হইতে আসে, কি প্রকারে আসে? তাহা হইলেই বিঘ্ন কিরূপে দূর হয়, তাহা বুঝা যাইবে। এককথায়—হরিভক্তির অভাব হইতেই যাবতীয় বিঘ্নের উৎপত্তি। কেন? তাহা বলিতেছি—যেমন, আলোর উৎস হইতে দূরে সরিয়া আসিলেই অন্ধকার জাপটাইয়া ধরে, তেমনই শ্রীহরিই মাত্র 'অভয়-অশোক-অমৃত-আধার'—তাহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিতে চাহিলেই বিঘ্ন আসিয়া ঘিরিয়া ফেলে। এইভাবে 'বিঘ্ন'—নিজ অভক্তিপর নানা কর্ম্মের ফলরূপে আসে। আবার কখনও অভক্ত কাহারও দ্বারা ঈর্ষা-হিংসা বশে সৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রেই বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনরসিংহই জীবের একমাত্র সহায়। আলোর নিকট আসিলে অন্ধকার যেমন আপনিই সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই তাঁহার স্মরণে, তাঁহার কৃপায় অভক্তিপর কর্ম্মের ফল সব ক্ষীণ হইয়া যায় এবং অন্যদিকে অভক্তও কেহ নিকটে তিষ্ঠিতে পারে না—সুতরাং 'নির্ব্বিঘ্ন' তাঁহার সর্ব্বক্ষণের সাথী হইয়া উঠে। হইবেই বা না কেন? **"যদ্‌বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্"** (ভাঃ ১।১।১৪)—ভয় স্বয়ং যাঁহা হইতে ভয় পায়, তাঁহার আশ্রয়ে কোন্ বিঘ্নের ভয়? এইজন্যই তাঁহাকে সর্ব্বদা এইরূপেই প্রণাম করা হইয়া থাকে,—

"উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুর্মৃত্যুং নমাম্যহম্॥"

সেই শ্রীনৃসিংহদেব কিপ্রকার? তিনি উগ্র, বীর, মহাবিষ্ণু, জ্বলন্ত (অগ্নিশিখা-যুক্ত), সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট, ভীষণ, পুনরায় ভদ্র এবং মৃত্যুরও মৃত্যু-স্বরূপ সেই তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।' আসলে তিনি ভক্তগণের বিঘ্ন সহ্য করিতে পারেন না—তাই তাঁহার এইপ্রকার ভীষণ উগ্র মূর্ত্তি। ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্য। নতুবা তিনি কুসুম অপেক্ষাও কোমল। তিনি ভক্ত ও ভক্তির মর্য্যাদা-রক্ষার অধিদেবতা-রূপে জগতে প্রকাশিত। যেখানে যেখানে ভক্ত ও ভক্তির উপর বিদ্বেষ বা প্রতিকূল-চেষ্টা, সেই সেই স্থানে শ্রীনৃসিংহদেবের অবতার। জয় ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব কি, জয়!

আমরা সত্যযুগে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ-মহারাজের চরিত্রে ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেখিতে পাই। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীপ্রহ্লাদের দ্বারা জগতে দেখাইয়াছেন,—'শুদ্ধভক্তি' বলিতে আসলে কি বুঝায়, সেই ভক্তির কিপ্রকার মহিমা এবং তিনি তাঁহার শুদ্ধভক্তগণকে প্রতিমূহুর্ত্তে কিভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাতেই তিনি সমস্ত শুদ্ধভক্তগণের নিকট ও শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের নিকট 'সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন'রূপে পরম আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহার এই পরমপাবনী কথা শ্রবণ করিলে, কীর্ত্তন করিলে বা স্মরণ করিলে, এমনকি অনুমোদন করিলেও জীব সহসা বিঘ্নমুক্ত হন; কারণ শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীনৃসিংহ-কথা—একই বস্তু।

শ্রীনৃসিংহদেব—বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ এবং শ্রীপ্রহ্লাদ—আশ্রয়বিগ্রহ ভগবৎস্বরূপ। উভয়ে উভয়ের মহিমা প্রকাশ করিয়া উভয়েই শুদ্ধভক্তগণের উপাস্যস্বরূপ হইয়াছেন। এইজন্য শ্রীনৃসিংহ-পূজার পূর্ব্বেই শ্রীপ্রহ্লাদের পূজা—শাস্ত্রবিধি।

"প্রহ্লাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পূণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েৎ তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত আগমবাক্য)

অর্থাৎ, প্রহ্লাদের ক্লেশনাশের জন্য শ্রীহরি যে বৈশাখী শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই পবিত্র তিথিতে শ্রীহরির অগ্রে যত্নসহকারে প্রহ্লাদের পূজা করিবে। এখানে 'হরির অগ্রে' বলিতে প্রথমতঃ শ্রীহরির পূজার অগ্রে অর্থাৎ পূর্ব্বে এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রীহরির অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের পূজা করিতে হইবে। উভয়ই বুঝাইতেছে। ইহাতেই ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্ব ইতিহাস

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীনন্দ-যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে 'দ্রোণ' ও 'ধরা'-রূপে যেমন তাঁহাদের এক সাধক-ভূমিকাও দেখা যায়, তদ্রূপ বৃহন্নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদের পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। নিজ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ স্বয়ং প্রহ্লাদের নিকট তাহা বলিতে থাকেন,—

বহু পূর্ব্বে অবন্তী নগরে 'বসুশর্ম্মা'-নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতেন। কোনরূপ দুষ্কার্য্য

তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইত না। সে-কারণে দেবতাগণেরও তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁহার পত্নী 'সুশীলা'ও সেইপ্রকার অত্যন্ত সদাচার-পরায়ণা ছিলেন। পতিব্রতা-রমণী বলিয়া তাঁহার এক বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে চারিটী পুত্র হইল। তাঁহারা প্রত্যেকেই পিতৃমাতৃ-ভক্ত ছিলেন। ফলে তাঁহারাও অত্যন্ত সদাচারী ও বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন।

কেবল ব্যতিক্রম-ধর্ম্মী হইল তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ও পঞ্চম পুত্র—বসুদেব। সে এক বেশ্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল। তাহার ফলে নিজ অধ্যয়ন বিষয়ে সে অত্যন্ত উদাসীন হইয়া পড়িল। এমনকি ক্রমে ক্রমে সে মদ্যপায়ী হইয়া নিসঙ্কোচে বিভিন্ন সব পাপকার্য্য করিতে লাগিল এবং ঐ বিলাসিনীর গৃহেই দিবা-রাত্রি পড়িয়া থাকিত। একদিন দৈবাৎ তাহাদের দুইজনের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ হয়। ফলে দুইজনেই ভীষণ ক্রোধ ও অভিমান-বশে আহার, নিদ্রা সব বিসর্জ্জন দিল। ঘটনাক্রমে ঐদিন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের ব্রত-দিবস ছিল। সুতরাং অজ্ঞান-ক্রমেও তাহাদের সেই অনাহার ও অনিদ্রায় রাত্রিজাগরণ-সহ ব্রতোপবাস অনুষ্ঠিত হইল। তাহারা কিন্তু উহা জানিতে পারিল না।

তথাপি ব্রতোপবাসের ফল কখনও নষ্ট হইবার নহে। তাই সেই ব্রতের প্রভাবে ঐ রমণী পবিত্র হইয়া ত্রিলোকের সুখলাভের অধিকারী হইলেন। স্বর্গে তিনি অপ্সরা জন্ম পাইয়া বহুপ্রকার সুখভোগের পর অন্তে শ্রীনৃসিংহলোকে প্রবেশ করিলেন। অপরদিকে সেই 'বসুদেব' ভগবান্ শ্রীনৃসিংহের প্রতি পরমবিশুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া 'প্রহ্লাদ'-নামে বিখ্যাত হইলেন। শ্রীনৃসিংহ এইরূপে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়া শেষে বলিলেন,—"প্রহ্লাদ, জগতে ভক্তিপ্রবর্ত্তন করিতেই তোমার অবতার। কার্য্যশেষে তুমি পুনরায় আমার লোকে প্রবেশ করিবে।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ভগবৎপার্ষদগণ কোন কর্ম্মফলে নহে, ভগবৎইচ্ছায় বিশেষ কোন কার্য্য সাধন করিতেই মাত্র জগতে আগমন করেন। যদিও তাঁহাদিগকে তখন আপাতদৃষ্টিতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায়, তথাপি সেইসকল দুঃখ কিছু কর্ম্মফল-বশতঃ নয়, বরং সে-সব দুর্ভোগের দ্বারা জগতে হরিভক্তি ও হরিভক্তের অশেষ মহিমা প্রকাশিত হয় মাত্র। নতুবা অজ্ঞজীব তাহা কি প্রকারেই বা জানিতে পারিবে? তাঁহারা সেই কার্য্যশেষে পুনরায় পরমসুখে ভগবৎধামে ফিরিয়া যান, আর রাখিয়া যান—তাঁহাদের পরমপবিত্রা পরম-পাবনী কীর্ত্তি, যাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াই জগতের লোক সব উদ্ধার লাভ করে।

প্রহ্লাদের দৈত্যকুলে আবির্ভাব

বৈষ্ণব-মহাজন সেই মহাভাগবত প্রহ্লাদ ভগবৎইচ্ছায় দৈত্যকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পিতা—হিরণ্যকশিপু এবং মাতা—কয়াধু। হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতার নাম—

হিরণ্যাক্ষ। উভয়েই জগৎত্রাস মহাদৈত্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই জন হইলেন—বৈকুণ্ঠে ভগবানের দুই দ্বারপাল, 'জয়' ও 'বিজয়'। কিন্তু 'চতুঃসন'-নামে চারিঋষি ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন—'তোমরা অসুরকুলে জন্মগ্রহণ কর'। তাহাতেই সেই 'জয়'-'বিজয়' ভূলোকে কশ্যপ-ঋষি ও মাতা 'দিতি' হইতে মহাতেজস্বী দুই দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইতেই দেবতাগণের তেজে ভাটা পড়িল। এমনিই ছিল তাঁহাদের অমিত প্রভাব। সুতরাং বড় হইতেই যে তাঁহারা দেবতাগণকে স্বর্গছাড়া করিয়া ত্রিভুবন করায়ত্ত করিয়া লইবেন—ইহাতে আর কি আশ্চর্য্য?

হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণু-দ্বেষ

ভগবান্ শ্রীবরাহদেব একসময় পৃথিবীকে রসাতল হইতে উত্তোলন করিতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ সেকালে তাহার সমকক্ষ কাহাকেও না পাইয়া বীররসে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুকের ছাতি পিটাইতে পিটাইতে যুদ্ধ করিবার জন্য জলদেবতা বরুণের কাছে গেলে বরুণ তাহাকে বলিয়াছিলেন,—"তোমার এত যুদ্ধের সখ! বিষ্ণুই একমাত্র পারেন তোমার এই সখ চিরকালের জন্য মিটাইতে।" তাহাতেই অসুররাজ বিষ্ণুর দর্শনে লালায়িত হইয়া উঠিলেন। সংবাদ লইতে লইতে অবশেষে তিনি তখন বরাহদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শুরু হইল 'মার্ মার্ কাট্ কাট্' প্রবল যুদ্ধ। অবশেষে ভগবানের পদাঘাতে হিরণ্যাক্ষ তাহার সমস্ত শৌর্য্য-বীর্য্য লইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

এদিকে ভ্রাতার নিধন-সংবাদ কর্ণগোচর হইতেই হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন,—'কি এত বড় কথা! কে বলে—বিষ্ণু সমদর্শী? তাহা হইলে কিভাবে সে দেবতাদের পক্ষ লইয়া আমার ভ্রাতাকে হত্যা করে? হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা বলিয়া তাহার কি ভয় নাই? ঠিক আছে, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি বিষ্ণুর রক্তেই ঐ ভ্রাতার তর্পণ করিব।' এই স্থির করিয়া হিরণ্যকশিপু তাহার অনুচরদের ডাকিয়া আদেশজারি করিলেন,—'শুন, বিষ্ণুই আমাদের মূল শত্রু। তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া যত দেবতা, ঋষি, জীব আর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের ঘি খাইয়াই বিষ্ণুর প্রাণধারণ। সুতরাং ঐ ব্রাহ্মণদের নাশ করিতে পারিলে একদিকে যজ্ঞের অভাবে ঘি না পাইয়া, এবং অন্যদিকে ঐ দেবতা-ঋষিদের বধ করিলে ঐ শোকেই বিষ্ণু মরিয়া যাইবে। অতএব যেখানে যেখানে যত গোধন দেখিবে ও ব্রাহ্মণদের দেখা মিলিবে, বা বৈদিক কোন ক্রিয়াকাণ্ডের শব্দ শুনিবে, কিংবা যজ্ঞকাষ্ঠের গাছপালা দেখা যাইবে, সেই সেই স্থানে গিয়া উহাদের নাশ করিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া সব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। আজ হইতে ধর্ম্ম বন্ধ্। আমরা বিষ্ণুকে ভাতে মারিব, প্রাণে মারিব। যাও যাও, তোমরা আর দেরী করিও না, শীঘ্রই

আমার আদেশ পালন কর।' সেই অনুসারে অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইল। দেবতাগণ অতিষ্ঠ হইয়া মনুষ্যবেশে এদিক ওদিক লুকাইয়া রহিতে লাগিলেন।

ইহার পর দৈত্যরাজ ভাই হিরণ্যাক্ষের স্ত্রী-পুত্রদের বহু সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, —'শোক করিও না। কে বলে হিরণ্যাক্ষ মরিয়াছে? আত্মা অমর, অজর—তাহার কি কোনদিন নাশ আছে? যে-দেহের এককালে জন্ম হইয়াছিল, তাহারই মাত্র নাশ হইয়াছে। আবার বীরের মত লড়াই করিতে করিতে দেহপাত হওয়া—অহো, এর মত সৌভাগ্য আর কি আছে? দেহে আত্ম-বুদ্ধি হইতেই যত শোক, ইহার মত অবিদ্যা আর কিছু নাই।'—ইত্যাদি কত আত্মতত্ত্বের কথা! কথায় আছে,—"শয়তানও শাস্ত্রকথা বলিতে পারে।" কিন্তু যিনি যতই আত্মতত্ত্ব জানুন বা বলুন, আত্মতত্ত্বের যিনি মূল, সেই পরতত্ত্ব বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিকে যথার্থ অবলম্বন না করিলে সব আত্মতত্ত্বের জ্ঞান বৃথা। তাতে কার্য্যতঃ কোন শোক-মোহ কিছুমাত্র দূর হয় না। এইকারণে হিরণ্যকশিপু এত আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা হইয়াও নিজেই শোকানলে ও প্রতিশোধ-স্পৃহার আগুনে প্রতিক্ষণ জ্বলিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপু শ্রীবিষ্ণুকে ভাতে মারিবার সকল ব্যবস্থা তো ইতোমধ্যেই লইয়া ফেলিয়াছেন, এখন তাঁহাকে প্রাণে মারিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি জানেন, হিরণ্যাক্ষ যে-সে বীর ছিলেন না, দেবতাগণ তো তাহার হাতের ময়লা, তাহাকেও যখন বিষ্ণু কাবু করিয়াছে, তখন তাহার সাথে এই বল লইয়া যুঝিয়া উঠা যাইবে না। দরকার ঐশ্বরিক শক্তির। সেজন্য প্রয়োজন তপস্যার। ব্রহ্মার নিকট হইতে তপস্যার দ্বারা ঐ ঐশ্বরিক শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজের মৃত্যু রোধ করিয়া লইতে হইবে। তবেই বিষ্ণুর সম্মুখীন হওয়া যাইবে। হিরণ্যাক্ষের মত ভুল—উ-হুঁ, আর নয়।

ব্যস্, হিরণ্যকশিপু ঘর হইতে বাহির হইলেন তপস্যা করিতে। উদ্দেশ্য—ঐশ্বরিক শক্তিলাভ করিয়া ঈশ্বরকেই বিনাশ করা। অর্থাৎ কিনা—"যা'র শীল, যা'র নোড়া, তা'রই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।" বৃকাসুরও শিবঠাকুরের নিকট বর পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, শেষে বর পাইয়া বরদাতাকেই বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার পিছনে ধাবমান হইয়াছিলেন। এইজন্যই বলে—"**অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।**" নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—"হরি আরাধিত হইলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর, হরির আরাধনাই যদি উদ্দেশ্য না হয়, তবেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন?" কিন্তু সেই পাঠ তো অসুরগণের জন্য নয়, কারণ—"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

গর্ভবাস-কালেই প্রহ্লাদের শ্রীনারদ হইতে শিক্ষালাভ

যাহা হউক, হিরণ্যকশিপু তপস্যায় চলিয়া যাওয়াতে দেবতাগণ পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন—পুনরায় তাঁহারা স্বর্গলোক দখল করিয়া লইলেন। ইতোমধ্যে

প্রহ্লাদ ভগবানের নির্দ্দেশে হিরণ্যকশিপুর মাধ্যমে পত্নী কয়াধুর গর্ভ আলো করিয়া বসিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভাবিলেন, 'বেটা হিরণ্যার স্ত্রী গর্ভবতী দেখিতেছি। 'বাপ্‌কা বেটা' বলিয়া কথা, সুতরাং মহা অসুরের বেটা আর কি হইবে—আর এক মহা-অসুর। তাই জন্মিবা মাত্রই ইহাকে বিনাশ করিলে বরং পৃথিবীর ভার লাঘব হইবে।' এইপ্রকার সাত-পাঁচ ভাবিয়া ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর স্ত্রীকে পাক্‌ড়াও করিয়া চলিলেন।

দেবর্ষি নারদ—সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ইন্দ্রের মনের কথা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন। তাই পথিমধ্যে উদয় হইয়া তিনি ইন্দ্রের পথ রোধ করিলেন,—"আরে কর কি, কর কি? ইন্দ্র! কাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ? জান, ইঁহার গর্ভে কে বাস করিতেছেন? শ্রীহরির পরমপ্রিয় এক মহান্ বৈষ্ণব ইঁহার গর্ভে আছেন। তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিলে কি তোমার আর রক্ষা আছে? সর্ব্বনাশ, তুমি ইঁহাকে এখনই পরিত্যাগ কর।" শুনিয়া ইন্দ্র খুব ভয় পাইয়া কয়াধুকে তখনই ছাড়িয়া দিলেন—কারণ, তিনি ভালই জানেন, বৈষ্ণবাপরাধের ফল কিপ্রকার ভয়ঙ্কর! অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া তিনি সেই বৈষ্ণব-ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ স্থানে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীনারদ কয়াধুকে বলিলেন,—"চল মা, যতদিন তোমার স্বামী ফিরিয়া না আসেন, ততদিন তুমি বরং নিরাপদে আমার আশ্রমেই অবস্থান কর।" শুনিয়া কয়াধু নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় যাহাতে ঐ সন্তানকে প্রসব করিতে পারেন, এইরূপ বরও দেবর্ষির নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া লইলেন। এইভাবে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি শ্রীনারদের আশ্রমে বাস করিয়া পরমসুখে ঋষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদের ভাগ্যের সীমা নাই—গর্ভবাস হইতেই তাঁহার শ্রীনারদের মত এক ভগবৎপার্ষদের সঙ্গলাভের অবারিত সুযোগ ঘটিল। দেবর্ষি নারদ ঐ গর্ভস্থ প্রহ্লাদকে লক্ষ্য করিয়াই মাতা কয়াধুকে অত্যন্ত গম্ভীর সব ভগবৎতত্ত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন। শুকদেব যেপ্রকার গর্ভে থাকিয়াই পিতা শ্রীব্যাসদেবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেন, তদ্রূপ প্রহ্লাদও সম্পূর্ণরূপে চিত্ত সংযোগ করিয়া শ্রীনারদের মুখনিঃসৃত মধুর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই সব কথা স্ত্রীজাতি কয়াধুর হৃদয়ক্ষেত্রে ফলবতী হইতে পারিল না, কিন্তু প্রহ্লাদের উর্ব্বর হৃদয়ভূমিতে তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরোদ্গম হইয়া তাহা পত্র-পুষ্পে পল্লবিত বিশাল কল্পতরুতে পরিণত হইল। গর্ভমধ্যে থাকিয়াই প্রহ্লাদ দীক্ষামন্ত্র লাভ করিলেন এবং তখন হইতেই তিনি হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। কয়াধু ক্ষণে ক্ষণে সেই হরিনামের ধ্বনি শুনিয়া চমকিতা হইতেন।

হিরণ্যকশিপুর তপস্যা, সিদ্ধিলাভ ও ভীষণ বিক্রম

এদিকে দৈত্যরাজ মন্দরপর্ব্বতের এক গুহা মধ্যে অমানুষী কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন—দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠ-উপর দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। প্রাণবায়ু রুদ্ধ করিয়া মন, বুদ্ধি সকল একাগ্র করিয়া আত্মাতে সন্নিবিষ্ট হইলেন। এইরূপে তাঁহার অদ্বিতীয় তপোনিষ্ঠা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তপস্যার প্রভাবে মস্তকের জটা সব প্রলয়ের সূর্য্যের মত দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। কিছুকাল গত হইলে মাথা হইতে ধূয়ার সহিত আগুন বাহির হইতে লাগিল, তাহাতে উপরে-নীচে সমস্ত লোক উত্তপ্ত হইয়া গেল, নদী-সমুদ্রে উথল-পাথল হইতে লাগিল, ধরণী টলমল করিতে লাগিল, গ্রহ-নক্ষত্র বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবতাগণ সব প্রমাদ গণিলেন,—'সর্ব্বনাশ, ইহার সাধন সিদ্ধ না হইতেই এই দশা, আর সিদ্ধ হইলে যে উৎপাতের শেষ থাকিবে না!'

অত্যন্ত উদ্বেগে দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকট আসিলেন, বলিলেন,—'বিধাতা! হিরণ্যকশিপুর তপস্যার জ্বালায় সমস্ত লোক উত্তিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, চতুর্দ্দিকে মহা উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আপনিই মাত্র তাহাকে ঐ তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আর তাহার তপস্যার উদ্দেশ্যও নিশ্চয় আপনার অজানা নাই। তাহার আসল অভিসন্ধি—আপনার পদ দখল করা। ইহাতে সে সিদ্ধ হইলে জগতের সমস্ত নিয়ম-কানুন উলট্-পালট্ করিয়া দিবে—সুখ, ঐশ্বর্য্য, মঙ্গল সব চিরকালের জন্য জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং সব কিছু বুঝিয়া-সুঝিয়া একটা প্রতিকার করুন।'

অবশেষে ব্রহ্মা—ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সাথে লইয়া হিরণ্যকশিপুর নিকট আসিলেন। প্রথমে তো তাঁহাকে চিহ্নিত করাই দুষ্কর হইয়া পড়িল। পরে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মতই তেজোময় দেখিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারা গেল। উইয়ের ঢিপিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন আচ্ছাদিত হইয়া আছে—সেই ঢিপি আবার ঘাস ও বাঁশের ঝাড়ে ভরিয়া গিয়াছে। আর ঢিপি মধ্যে অগণিত পিপীলিকা তাহার চামড়া, রক্ত, মাংস সব খাইয়া ফেলিয়াছে,—কেবল অস্থি আশ্রয় করিয়া প্রাণ টিকিয়া আছে মাত্র। তাহার এইপ্রকার সহনশীলতা দেখিয়া ব্রহ্মারও আশ্চর্য্যের সীমা থাকিল না, বলিলেন,—"উঠ উঠ কশ্যপপুত্র! তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। তোমার মত তপস্যা না পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন, না ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারিবেন। বিনা জলে দিব্য শতবৎসর প্রাণধারণ এক তুমি ভিন্ন কে করিতে পারে? আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এখন তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। বল, তুমি কি চাহ?" এই বলিয়া ব্রহ্মা নিজ কমুণ্ডল হইতে দিব্য জল হিরণ্যকশিপুর দেহ লক্ষ্য করিয়া ছিটাইয়া দিলেন। অমনি সেই ঢিপি ভেদ করিয়া দৈত্যরাজ বাহির হইয়া আসিলেন।—বজ্রতুল্য সে শরীর, আর তাহা হইতে যেন কাঁচা সোনার রং ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে।

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার দর্শনে গদ্‌গদ হইয়া পড়িলেন। বহুপ্রকারে প্রণাম ও স্তবস্তুতি করিয়া অবশেষে অমর, অজর হইবার বর কিপ্রকারে ব্রহ্মার অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতে হইবে, তাহা বিচার করিতে লাগিলেন। স্পষ্টভাবে অমর হইবার বর চাহিলে, 'আমরাই কল্পশেষে মরিয়া যাইব' বলিয়া তিনি বর নাকচ করিয়া দিতে পারেন। সেইজন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন করিয়া বর চাহিতে হইবে, যাহাতে শেষে ঐ অমরত্বই লাভ হয়।

দৈত্যরাজ বলিলেন, আপনি বরদাতাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ হেন বর নাই, যাহা আপনি দিতে পারেন না); তদুপরি আমার অভীষ্ট বর দিবেনই বলিয়া আপনি যখন মনস্থ করিয়াছেন, তখন আমার এই প্রার্থনা যে, আপনার দ্বারা সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। মানুষ বা পশুদ্বারা, ঘরে বা বাহিরে, ভূমিতে বা আকাশে, দিনে বা রাতে এবং কোন অস্ত্রের দ্বারা যেন আমার মরণ না হয়। প্রাণী বা অপ্রাণী, দেবতা বা দৈত্য, আপনি বা অন্য কাহারও সৃষ্ট কোন প্রাণী— ইত্যাদি কেহই যেন আমার মৃত্যুর কারণ না হয়। আপনার যেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই এবং আপনি যেমন সমস্ত লোকের ও লোকপালের একচ্ছত্র অধিপতি, আমাকেও সেইপ্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন করুন। তপস্যাদ্বারা যে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, যাহা কোন কালে নষ্ট হয় না, তাহা সকলই আমি চাই।'

ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর সমস্ত চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। দেবতাগণও তাঁহার সমস্ত দুরভিসন্ধি তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সহিত দ্বেষ করিতেই যে মূলতঃ এইরূপ প্রস্তুতি, তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না— তাঁহার ক্ষমতা ও চাতুর্য্যের সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন না, পারিবেনও না। এই সত্য ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার ইহাই বোধ হয় উত্তম সুযোগ। তাই শেষে ব্রহ্মা বলিলেন, —'হুঁ, তুমি যাহা যাহা চাহিয়াছ, তাহা কোন প্রাণীরই লাভ হইবার নহে। তথাপি আমি তোমাকে ঐ সব বরই দিতেছি। 'তথাস্তু'।' এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

'এই তো চাই!'—হিরণ্যকশিপু দুই হাত তুলিয়া আনন্দে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; 'হাঃ হাঃ হাঃ' করিয়া তিনি প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন, তাহাতে সমস্ত দিক্‌মণ্ডল শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সগর্ব্বে পা ফেলিতে ফেলিতে, বক্ষ বাজাইয়া আস্ফালন করিতে করিতে নিজ স্থানে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই সেই অসুররাজ ত্রিলোক জয় করিয়া লইলেন। নন্দনকানন-শোভিত স্বর্গলোক অধিকার করিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মহা-ঐশ্বর্য্যময়, মহামূল্য রত্নখচিত 'মহেন্দ্রভবনে' বাস করিতে লাগিলেন। এখন ভোগ, ভোগ আর অফুরন্ত ভোগ। তাঁহাকে আর কে দেখে?

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ব্যতীত আর যত দেবতা ও লোকপাল আছেন, তাঁহারা ভয়ে উপহার হস্তে হিরণ্যকশিপুকে পূজার জন্য প্রত্যহ অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার গর্জ্জনে,

অট্টহাস্যে ও ভ্রূভঙ্গিতে সকলের প্রাণ হিম হইয়া যাইত। ঋষিগণের তপস্যা নিষেধ হইল—যাহাতে তপস্যার দ্বারা কেহ আর তাঁহার সমকক্ষ না হইতে পারে। পিতৃগণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপিণ্ড, তিলজল তাহার ভোগ্য হইল। সিদ্ধগণের তপোযোগে প্রাপ্ত অষ্টসিদ্ধি কাড়িয়া লওয়া লইল। বিদ্যাধরগণের নিজস্ব অন্তর্দ্ধানাদি বিদ্যা মানা হইল, নাগগণের রত্ন ও স্ত্রী হরণ হইল। মনুগণের বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা সব লুপ্ত হইল, প্রজাপতিগণের সৃষ্টিকার্য্য বন্ধ করা হইল। সঙ্গীত নিপুণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ একমাত্র তাঁহারই গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন, যক্ষগণ তাঁহার শিবিকাবাহক হইলেন, কিন্নরগণ তাহার বিনামূল্যের চাকর হইলেন। পৃথিবী বিনা চাষে ফসল উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। সমস্ত বৃক্ষ-লতা বৎসরের ছয় ঋতুতেই একইভাবে ফল-পুষ্প প্রদান করিতে থাকিল। সপ্ত সমুদ্র তরঙ্গের দ্বারা রত্নের ঝারি তাহার নিকটে ঢালিয়া দিতেন।

দেবতাগণের নিকট ভগবানের আকাশবাণী

হিরণ্যকশিপুর উপর্য্যপুরি অত্যাচারে ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সাধুগণের নাভিশ্বাস উঠিবার উপক্রম হইল। শাস্ত্রের বিধি-বিধান বলিয়া কিছুই থাকিল না। বরং শাস্ত্র-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনই বিধি হইল। দেবতাগণের নিজ ক্ষমতা বলিয়া কিছু থাকিল না—অগ্নির দহন, ইন্দ্রের বর্ষণ, বায়ুর সঞ্চালন প্রভৃতি সমস্তই হিরণ্যকশিপুর অধীন হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় কাঁহাতক আর কাহার সহ্য হয়? ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে উঠিতে বসিতে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। লোকপালগণ অতিষ্ঠ হইয়া আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া একান্তে শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন মেঘগম্ভীরস্বরে দৈববাণী হইল—'মা ভৈঃ! ভয় নাই। ঐ দৈত্যাধমের দৌরাত্ম্য সব আমি জানি। তাহার জন্য ব্যবস্থাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যিনি যতই বর লাভ করুন, যতই ক্ষমতা অর্জ্জন করুন—কিন্তু দেবতাদের প্রতি, বেদ, গাভী ও ধর্ম্মের প্রতি, ব্রাহ্মণ, সাধুগণ ও আমার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। শীঘ্রই তাঁহার পুত্র-রূপে আমার এক পরমভক্ত জন্মিবে। হিরণ্যকশিপু যখন তাঁহারও প্রতি অত্যাচার করিবে, তখন সে আমার হস্তে নিধন হইবে। ততদিন তোমার শান্ত হইয়া অপেক্ষা কর।'

শুনিলেন—ভগবান্ কি বলিলেন? দেব, বেদ, গাভী, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, সাধু ও ভগবান্—তাঁহাদের প্রতি কেহ বিদ্বেষ করিলে, বাহাদুরি দেখাইতে চাহিলে তাহার বিনাশ অনিবার্য্য এবং অবিলম্বে। তবে ঐ দৈববাণীতে আরও এক বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইবা মাত্রই তিনি আর দেরী নাই—দেবতাগণ, বেদ, ধর্ম্ম, গাভী, ব্রাহ্মণ এমনকি ভগবান্‌কেও লঙ্ঘন আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বিনাশ অনিবার্য্য হইল বটে, কিন্তু নিজ ভক্তের প্রতি দ্রোহাচরণ ঘটিলেই সেই ভক্তদ্রোহীর বিনাশ ঘটনীয়। অর্থাৎ কিনা সিদ্ধান্ত এই যে, দেবতা, বেদ, গাভী, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ও সাধু এই সকলের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ

থাকিলেও ঐ সকলের মধ্যে ভক্তগণের সহিতই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতা—"**গোবিন্দ কহেন, মম বৈষ্ণব পরাণ।**" যাহা হউক, হিরণ্যকশিপু নিধন হইবে, ইহাতেই লোকপালগণ পরম স্বস্তি লাভ করিলেন।

প্রহ্লাদের মাতৃকুক্ষি হইতে জন্মগ্রহণ ও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী

হিরণ্যকশিপু দিব্য (অর্থাৎ দেবতাগণের সময়-অনুসারে) শতবৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তত বৎসর যাবৎ পত্নী 'কয়াধু' তাঁহার পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু তপস্যা হইতে ফিরিয়া আসিতেই দেবর্ষি শ্রীনারদ কয়াধুকে তাঁহার স্বামীর নিকট রাখিয়া আসিলেন। শুভক্ষণে কয়াধু প্রসব করিলেন, তখন চতুর্দ্দিক্ দিব্য জ্যোতিতে ভরিয়া গেল। বৈষ্ণবমহাজন আসিয়াছেন যে—ভগবানের হৃদয়ধন বলিয়া কথা। সকলের মনের মধ্যেই অজান্তে সেই ঘোর অরাজকতার মধ্যেও এক দিব্য উল্লাস অনুভব হইল। বল, জয় ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়!

শিশু প্রহ্লাদ সকলের যত্ন-আহ্লাদে চন্দ্রের কলার মত বড় হইতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপুর আরও তিন পুত্র ছিল—অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ এবং আহ্লাদ। সকলেই পরম প্রভাবশালী ছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে প্রহ্লাদই ছিলেন সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার গুণের শেষ নাই—তিনি পরম ব্রাহ্মণ, সৎচরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সকলের সুহৃদ্—জ্যেষ্ঠগণের নিকট তিনি ভৃত্যের মত নতমস্তক, কনিষ্ঠদের প্রতি তিনি পিতার মত দীনবৎসল, সমবয়স্কদের প্রতি ভ্রাতার মত স্নিগ্ধস্বভাব, রূপে-গুণে-বিদ্যায়-কুলে সর্ব্বোত্তম হইলেও অত্যন্ত নিরহঙ্কারী, প্রশান্তকাম, পরমধীর, নিঃস্পৃহ—ইত্যাদি কত যে তাঁহার গুণ! সত্য বলিতে কি—ভগবানের যেমন যেমন সব মহদ্গুণ, সেইপ্রকার তাঁহার মধ্যেও। একটুও অতিরঞ্জিত নয়; তাই বিদ্বান্গণ পর্য্যন্ত তাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া নিজেদেরকে পবিত্র ও ধন্য বোধ করিয়া থাকেন। 'সাধু কেমন? প্রহ্লাদ যেমন'—এই কথা বিদ্বেষীরাও পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন।

ইহা তো গেল একদিকের কথা। তাঁহার এইসকল গুণরাশি দেখিয়া কঠোর হৃদয় ব্যক্তিও দ্রবীভূত হইয়া যান। কিন্তু অপর যে বিশেষ দিক্, তাহা হইল তাঁহার অতুল হরিভক্তি। অহো, ইহার কথা আর কি বলিব! যখন তিনি সবে বালক মাত্র, যে-কালে বাল-চপলতা ও খেলামত্ততাই অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, সেইকালেও কোথায় তাঁহার সে-চপলতা, কোথায় তাহার খেলনা লইয়া মাতিয়া থাকা! বরং তিনি শ্রীহরির স্মরণেই তন্ময় হইয়া জড়বস্তুর মত নিথর হইয়া থাকিতেন। গ্রহগ্রস্ত হইবার ন্যায় কৃষ্ণচিন্তায় এমন বিভোর থাকিতেন, যে জগৎ কিপ্রকার কৃষ্ণবিমুখ, তিনি জানিতেনই না। ভগবৎচিন্তায় এমনই আবিষ্ট থাকিতেন যে, তিনি বসিয়া আছেন, কি চলিতেছেন, না কি শুইয়া আছেন, বা নিজ খান-পান—কোন বিষয়েই তাঁহার বোধ থাকিত না। প্রেমোন্মত্ত হইয়া কখনও

তিনি কাঁদিতেন, কখনও হাসিতেন, কখনও আনন্দে গান করিতেন, কখনও অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ''হে হরি, হে নাথ' বলিয়া চীৎকার করিতেন, কখনও লজ্জাহীন হইয়া নাচিতেন, কখনও বা তন্ময় হইয়া ভগবানের বিভিন্ন লীলা অনুকরণ করিতেন। কখনও ভগবানের অঙ্গস্পর্শে আনন্দে রোমাঞ্চিত-গাত্র হইতেন, কখনও তাঁহার বিরহে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন, আর তাঁহার অর্দ্ধনিমিলিত নেত্র দিয়া তখন নিরন্তর অশ্রুধারা বহিয়া যাইত। শ্রীহরির প্রতি তাঁহার প্রেম ছিল এইপ্রকার অচল, অটল।

প্রহ্লাদের এইরূপ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমার মূল্যায়ন করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া বহু আসুরিক দুরাশয় পর্য্যন্ত শ্রীহরিভক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাই মাতৃগর্ভে থাকাকালেও তাঁহার ভক্তিযাজন ছিল অব্যাহত। কথায় আছে—''**প্রহ্লাদঃ স্মরণে**'', অর্থাৎ নববিধা ভক্তির মধ্যে স্মরণাঙ্গ-ভক্তিতে প্রহ্লাদ হইলেন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। ''**কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে**''—শ্রবণ-কীর্ত্তনের মুখ্যতাৎপর্য্যই হইল ভগবৎস্মরণ, যাহাতে প্রহ্লাদ-মহারাজের অধিকার ছিল স্বাভাবিক—ইহাই ছিল তাঁহার সহজাত ধর্ম্ম।

গুরুগৃহে প্রহ্লাদ ও তৎপ্রতি অত্যাচার

ক্রমে ক্রমে প্রহ্লাদের বিদ্যারম্ভের বয়স্কাল হইলে দৈত্যরাজ যথানিয়মে তাহাকে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র 'ষণ্ড' ও 'অমর্ক' শিশুর শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে জানিবে যে, এই শিশু সাধারণ মানব নন, তাঁহার সমস্ত শিক্ষার সার ইতোমধ্যেই লাভ হইয়া গিয়াছে? হরিকথার আস্বাদন যাঁহার লাভ হইয়াছে, তাঁহার আর সাধারণ জাগতিক শিক্ষা কি ভাল লাগে? যদিও প্রহ্লাদ শিক্ষকের পিছে পিছে সব পাঠ করিতেন, তথাপি 'অমুক তোমার বন্ধু, তমুক তোমার শত্রু'—এইসব মিথ্যা অভিনিবেশের শিক্ষা তাঁহার একদম ভাল লাগিত না।

একদিন হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত স্নেহে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। 'কিসে শিশুর রুচি'—তাহা পরখ করিয়া দেখিতে তাঁহার খুব কৌতূহল হইল; জিজ্ঞাসা করিলেন, ''বাবা, তোমার নিকট সব কিছু হইতে কি ভাল বলিয়া মনে হয়?'' শিশুরা এমনিই অতি সরল—তাহারা মনের কথা গোপন করিতে জানে না। তাহার উপর প্রহ্লাদ —কৃষ্ণবিমুখতা বা কৃষ্ণবিরোধিতা বলিয়াও যে কিছু আছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না। বলিলেন,[১] 'হে অসুরশ্রেষ্ঠ, সংসারে 'আমি', 'আমার'—এই মিথ্যা অভিনিবেশে সবাই আক্রান্ত হইয়া আছে। আর ইহাতেই জীব সবসময় কেমন ভয়কাতর হইয়া থাকে। অন্ধকূপের মধ্যে পড়িয়া থাকিলে যেমন কূপের বাহিরে আর কিছু আছে বলিয়া

১। তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্ন-ধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত।। (ভাঃ ৭।৫।৫)

জানিতে পারা যায় না, তেমনই গৃহ অর্থাৎ সংসার হইল এমনই সে অন্ধকূপ—তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা জানিবার অবসর হয় না। ফলে ইহাতে আত্মার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে। সুতরাং মঙ্গললাভ করিতে হইলে এইপ্রকার অন্ধকূপ ছাড়িয়া বনে গিয়া শ্রীহরির আশ্রয় করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয়।'

শুনিয়া ত' হিরণ্যকশিপু অবাক্—'ছেলে বলে কি? কেহ নিশ্চয়ই ইহাকে এইসব কথা শিখাইয়াছে। নতুবা দুধের শিশু, নিজে হইতে কিভাবে তাহা বলিবে? কোমলমতি, যাহাই শিখানো যায়, তাহাই বলে। ইহাদেরই বা কি দোষ?' পুত্রস্নেহে শিশুর কথা গ্রাহ্য না করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—'বাচ্চা ছেলের বুদ্ধি!' ষণ্ডামর্ক নিকটেই ছিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন,—'শুনিলে কি বলিল? সুতরাং সাবধান! নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে বিষ্ণুর পক্ষের কেহ আসিয়া তাহার এমন সর্ব্বনাশ করিতেছে।' পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়া তাহাদের নিকট সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—'যাও, সাবধানে ইহার দেখ্‌ভাল্ করিবে। আর যেন এমন কথা তাহার মুখে না শুনি।'

প্রহ্লাদকে আবার গুরুগৃহে আনা হইল। ষণ্ড ও অমর্ক খুব মিষ্টি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—''প্রহ্লাদ, সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার এমন বুদ্ধি কিভাবে হইল? ইহা কি তোমার একান্ত নিজের, না অন্য কাহারও নিকট হইতে পাইয়াছ? এত সব বালকের মধ্যে তোমারই কেন এমন ভিন্ন বুদ্ধি? সত্য বল, গুরুর নিকট মিথ্যা বলিতে নাই।" প্রহ্লাদ তদুত্তরে বলিলেন,—''যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে সকলে 'আমার' 'তোমার' করিয়া ভিন্ন বুদ্ধি করেন, সেই শ্রীভগবান্‌কেই সর্ব্বপ্রথমে আমার নমস্কার। 'আমার' 'তোমার'—বলিয়া যে ভিন্ন-বুদ্ধি, তাহা আসলে পশুতুল্য বুদ্ধি। ভগবান্ অনুকূল হইলে এইসব বুদ্ধি দূর হয় এবং তখন জীবমাত্রই যে ভগবানের দাস এবং সেহেতু সকলেই এক ভগবানের, তাহা জানিতে পারেন। আর যতক্ষণ সেই বুদ্ধিভেদ থাকে, ততক্ষণ কিন্তু ভগবানের মায়ায় নিজেরই যে বুদ্ধির ভেদ বা বিপর্য্যয়, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না এবং ভগবানকেও জানিতে পারে না। যদি বলেন, 'এক অসুর-বংশের হইয়াও আমাদের হইতে তোমার বুদ্ধি কিপ্রকারে ভিন্ন হইল?' তাহারও উত্তরে বলি, সেই ভগবান্‌ই আমাকে এমন পৃথক্ বুদ্ধি দিয়াছেন, নতুবা আমিই বা তাহা কোথায় পাইব? সত্য বলিতেছি, আপনাদের হইতে ভিন্ন কিছু করিবার, বা আপনাদিগকে অমান্য করিবার কোন উদ্দেশ্যই আমার নাই। কিন্তু কি করিব, লোহা যেমন চুম্বকের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহাতে লোহার নিজস্ব কোন স্বতন্ত্রতা নাই, সেইপ্রকার চক্রপাণি-বিষ্ণুর আকর্ষণে আমার চিত্তও সর্ব্বদা তাহারই দিকে ধাবিত হইতেছে। আমি নিজ ইচ্ছায় কিছু করি না।"[২]

২। যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষ-সন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥ (ভাঃ ৭।৫।১৪)

আবার সেই বিষ্ণু! শুনিয়া ত' ষণ্ডা-অমর্কের ভীষণ গাত্রদাহ হইতে লাগিল। চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিলেন,—"ওরে কে কোথায় আছিস? বেত লইয়া আয়। আপাদমস্তক প্রহারই এখন ইহার একমাত্র ঔষধ! হায়, হায়! দৈত্যকুলে কোথা হইতে একটা কুলাঙ্গার জন্মিল! দৈত্যবংশের চন্দনবনে এমন একটা কাঁটা গাছ! এই চন্দনবন উজাড় করিতেই কি তুই বিষ্ণুরূপী 'কুঠারে'র 'দণ্ড' হওয়ার জন্য জন্মিয়াছিস্? কি সর্ব্বনাশ!" এইপ্রকারে তাঁহারা বহু তাড়ন-র্ভৎসন করিয়া প্রহ্লাদকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। আবার রাজপুত্র বলিয়া কথা, তাই নূতন উদ্যমে তাঁহাকে কড়া পাহারায় আবার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পাঠ দেওয়া হইতে লাগিল। বিষ্ণুপক্ষের যেন কেহ তাঁহাকে কোনপ্রকারে ভাঁড়াইতে না পারে, উহার প্রতিও ছিল তীব্র নজর।

প্রহ্লাদ তো স্বাভাবিক বিনীত-স্বভাব—দম্ভ-অহঙ্কার বলিয়া কিছুই তাঁহার স্বভাবে ছিল না। তাই শিক্ষকের দেওয়া সেই সব পাঠ ভাল না লাগিলেও তাহা পড়িতেন। আসলে তাঁহার হৃদয় সিংহাসনে শ্রীহরি ত' পূর্ব্বেই দৃঢ়ভাবে আসন লইয়া বসিয়া আছেন। এখন যত পাঠ তিনি লইতেন, তাহা শ্রীহরির অনুগত হইলে চিত্তমধ্যে ঠাঁই লইত, নতুবা স্মৃতি-কোঠরে মাত্র বন্দী থাকিত—বিরোধের কোন ক্ষেত্র ছিল না। আর ইহাতে ষণ্ডামর্কের মনে হইতে লাগিল, প্রহ্লাদ তাহার পাঠে বেশ মনোযোগী হইয়াছে। কিছুকাল পর যখন তাঁহাদের মনে হইল, প্রহ্লাদ লেখাপড়ায় বেশ দোরস্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার জননীর নিকট হইতে বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া ষণ্ডামর্ক তাঁহাকে দৈত্যরাজের কাছে লইয়া গেলেন।

প্রহ্লাদ পিতাকে দেখিয়াই মাত্র ভূমিতে সাষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হিরণ্যকশিপু পুত্রকে তাঁহার চরণে এইভাবে নিপতিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। ভূমি হইতে তাঁহাকে কোলে তুলিবা মাত্র পুত্রস্নেহে চক্ষু হইতে দরদর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। ললাটে চুম্বন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর বহু আদর করিয়া শেষে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রহ্লাদ, বাপ্ আমার, গুরুর নিকট হইতে তুমি যাহা শিখিয়াছ, তাহার মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার কথা বলত' শুনি।"

এখানেই বিপত্তি; যদি বলা হইত,—'এই দুই ষণ্ডামর্কের নিকট হইতে কি শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা বল', তবে তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা সব উগ্‌রাইয়া দিতে পারা যাইত। কিন্তু তিনি ত' শ্রীগুরুর নিকট পঠিত উত্তম শিক্ষার কথাই শুনিতে চাহিতেছেন। 'গুরু'-শব্দ শুনিতেই প্রহ্লাদের হৃদয়-সিংহাসনে স্থিত জগদ্‌গুরু শ্রীনারদের কথা জাগিয়া উঠিল—তাঁহার নিকট প্রাপ্ত বিদ্যা, আবার তাহার মধ্যে যাহা উত্তম! অহো, প্রহ্লাদের হৃদয় স্বতঃই যেন আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, প্রাণের সেই কথা বলিতে তিনি তৎক্ষণাৎ মুখর হইয়া উঠিলেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

'উত্তম শিক্ষার কথা শুনিবেন? তাহা হইলে শুনুন,—এই কর্ণদ্বারা শ্রীহরির কথা শ্রবণ (তাহা হইলে কর্ণ সার্থক'), জিহ্বাদ্বারা তাঁহার কথা কীর্ত্তন (তবেই জিহ্বা সফল), চিত্তদ্বারা তাঁহাকে স্মরণ (তাহাতেই চিত্ত কৃতার্থ), শ্রীহরির পাদসেবন (পরিচর্য্যা), তাঁহার অর্চ্চন (পূজা), তাঁহার বন্দন (স্তবস্তুতি), শ্রীহরিই সকলের প্রভু বলিয়া তাঁহার দাসত্ব, তিনিই সকলের নিত্য সাথী বলিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা (মিত্রতা), তিনি আত্মারও আত্মা বলিয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন—এই হইল ভক্তির নয়টী লক্ষণ। ভগবান্ শ্রীহরিতে সমর্পিত হইয়া★ এই নয়প্রকার ভক্তির যথাযথ অনুষ্ঠান করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—ইহাই শ্রীগুরু হইতে আমি শিখিয়াছি।'

'কি আবার সেই কথা!' হিরণ্যকশিপুর ক্রোধাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল, স্ফীত নেত্রে দন্ত কড়মড় করিতে করিতে কম্পিত-ওষ্ঠে ষণ্ডামর্ককে কহিলেন,—"বুঝিলাম, তোরাই হইলি বিষ্ণুপক্ষের সেই ছদ্মবেশী শত্রু! আমার পুত্রকে এইসব অসার কথা শিখাইস্, তোদের এত দুঃসাহস!"

দুই ভ্রাতা কাঁপিতে কাঁপিতে করজোড়ে বলিলেন,—"মহারাজ, আমরা নিজেরাই এই সব কথা জানি না, আর বাপের জন্মেও কোনদিন শুনি নাই, তো শিখাইব কি? অন্য কাহারও নিকট হইতে যে শিখিয়াছে, তাহাও নহে। কারণ, তাহাকে আমরা কড়া পাহারায় রাখিয়াছি। আমরা দুইজন ছাড়া অন্য কাহাকেও তাহার সহিত মিশিতে দেই নাই। ইহারই পেটে পেটে এত বুদ্ধি—নিজে নিজেই কেমন করিয়া এ-সব শিখিয়াছে। দোহাই, আমাদের প্রতি অযথা দোষারোপ করিবেন না।"

তখন দৈত্যরাজের সমস্ত ক্রোধ প্রহ্লাদের উপর একত্রিত হইল—"রে কুলাঙ্গার! তোর এমন দুর্ব্বুদ্ধি কোথা হইতে হইল? বল্! তোকে এ শিক্ষা তোর গুরু দেন নাই, তো কিরূপে পাইলি হতভাগা?"

প্রহ্লাদ অত্যন্ত শান্তভাবে করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, যাহারা উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় নরকপথের যাত্রী হইয়াছেন, যাহারা এই সংসারে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই চর্ব্বিত সুখ-দুঃখ বারংবার চর্ব্বণ করিয়া চলিয়াছেন, যাহারা 'সংসার ধর্ম্মই বড় ধর্ম্ম' করিয়া সংসার-ব্রতই সার করিয়াছেন, তাহারা যতই না কেন নিজেরা চেষ্টা করুক্, বা যতই না তাহারা কর্ম্মীগুরু, জ্ঞানীগুরু, অথবা যোগীগুরুর আশ্রয় করুক্, কিংবা

★ "সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বা পশ্চাদর্প্যেতেতি" শ্রীশ্রীধর-স্বামিচরণাঃ। অর্থাৎ ভক্তি প্রথমে হরিতে অর্পণ করিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য; অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অর্পণ নহে।

যতই না তাহারা 'সৎসঙ্গের' নামে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করুক্, তাহাদের কোনদিন কৃষ্ণে মতি হইতে পারে না।[৩] কিভাবে হইবে? শ্রীবিষ্ণুই যে জীবের পরমপুরুষার্থ (পরম প্রয়োজন)—যাঁহারা ইহা জানেন না, বরং জাগতিক অর্থকেই বড় বলিয়া মানেন, তাঁহারা যতই বেদ-পাঠী হউন, অথবা বেদান্তী, তাঁহারা অপরকে ভগবৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন না। "**গুরু যথা ভক্তিহীন, তথা শিষ্যগণ।**" যেমন, এক অন্ধ কি অপর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তথাপি যদি পথ দেখাইয়া লইতে চাহে, তবে উভয়েই কি গর্ত্তে পতিত হয় না? অর্থাৎ মুক্ত হইবে কি, গুরু শিষ্যকে লইয়াই কর্ম্মের জালে আরও আবদ্ধ হইয়া পড়েন।[৪] সুতরাং এইপ্রকারে কাহারও কোনদিন কৃষ্ণে মতি হয় না। কেবলমাত্র নিষ্কিঞ্চন সাধুগুরুর পদধূলিতে অভিষিক্ত হইলে তবেই শ্রীহরিচরণে মতি হয়, নতুবা হয় না। আর সেই মতি লাভ হওয়াই প্রকৃত পুরুষার্থ—যাহাতে জীবের সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যায়।[৫]"

আর যাইবে কোথায়! কাটা ঘায়ে যেন নূনের ছিটা পড়িয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রকে কোল হইতে সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। রক্তচক্ষু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওরে, রাক্ষসেরা, কে কোথায় আছিস্, এখনই এই দুরাত্মাকে আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে লইয়া যা। ইহাকে বধ করাই উচিত, সুতরাং অবিলম্বে ইহার প্রাণসংহার কর্। নীচ! নিজ পিতা, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া সে কিনা যে তাহারই পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছে, সেই বিষ্ণুরই পদলেহন করে! ছিঃ! বলা যায় না, এই বালকই বা আমার সেই ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণু! সুতরাং অবিলম্বে ইহাকে বধ কর্।

আর বিষ্ণুভক্তি! হুঃ, মাত্র পাঁচ বৎসর যাহার বয়স্, যে এই বয়সে পিতা-মাতার তীব্র স্নেহ-বন্ধনকেও ভুলিতে পারে, তাহার আবার বিষ্ণুভক্তি! না, না—আমি এই কুলাঙ্গারকে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারি না। বরং অনুগত হইলে অন্যের পুত্রকেও নিজ সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু ইহাকে নয়। শরীরের কোন অংশে পচন ধরিলে উহাকে বাদ দিয়াই অবশিষ্ট শরীর রক্ষা করিতে হয়। সেইপ্রকার, এই দৈত্যকুলকে বাঁচাইতে পুত্র হইলেও ইহার মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র ব্যবস্থা। যা, যা, ইহাকে লইয়া যা—যেভাবেই পারিস্, ইহার প্রাণ সংহার কর্।"

জল্লাদ রাক্ষসগণ—ভয়ঙ্কর তাহাদের সে-চেহারা, বড় বড় ধারাল দাঁত, তামাটে

৩। মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্॥

৪। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

৫। নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০,৩১,৩২)

চুল আর দাড়ি, করাল বদন—দৈত্যরাজের আদেশ পাইয়াই বিকট আওয়াজ করিতে করিতে তাহারা টানিয়া হিঁচড়িয়া প্রহ্লাদকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। শূল হাতে চারিদিক্ হইতে 'মার্ মার্' শব্দে তাঁহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু এ কি! শূল যে সব ভাঙ্গিয়া গেল! এবং প্রহ্লাদ অক্ষত! শরীর তো তাঁহার অত্যন্ত কোমল, অথচ বজ্রের মতো যেন অভেদ্য—রাক্ষসেরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। নূতন আরও ভারী ভারী শূল লইয়া আবার সকলে তাঁহার উপরে চড়াও হইল। কিন্তু একই—শূল অঙ্গে ঠেকাইবা মাত্র সব খান্‌খান্ হইয়া, বরং উলটিয়া তাহাদের উপরই তীব্রবেগে হানা দিল। রাক্ষসদের ঘাম ছুটিয়া গেল—তাহারাই রক্তাক্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ কিন্তু নির্ব্বিকার—তিনি চক্ষু বন্ধ করিয়া গভীর ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। চারিদিকে যে এত কিছু ঘটিয়া যাইতেছে, তাহা তিনি জানিতেও পারিতেছেন না।

এইবার আরও বড় বড় অভিজ্ঞ জল্লাদেরা আসিয়া একত্রিত হইল। তাহারা আরও ভয়ঙ্কর—বিশাল পাকান বজ্রের মত শরীর। প্রহ্লাদ তাহাদের কাছে যেন সরিষার বীজ—হাত দিয়াই মুণ্ডু আলাদা করিয়া দিতে পারে, এমন তাহাদের সামর্থ্য। তীক্ষ্ণধার ভারী খড়্গ আনা হইল—যাহাতে ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খড়্গ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তথাপি প্রহ্লাদের অঙ্গে একটা ঈষৎ রেখাপাতও করিতে পারিল না! বরং তাহাদেরই অনেকে কানা, খোঁড়া হইয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতে লাগিল।

খবর হিরণ্যকশিপুর কানে পৌঁছাইল। অবিশ্বাস্য! বলে কি! 'হা মহারাজ, ইহা সব সত্য, প্রহ্লাদ সম্পূর্ণ অক্ষত। বরং ক্ষত—রাক্ষসগণ।' হিরণ্যকশিপুর মনে ভয় ঢুকিল—তাহা হইলে তাহাকে তো সংহার করিতেই হইবে, নতুবা ইহা হইতেই যে দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হইবে! ''যাও, যাও, হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে? অস্ত্রদ্বারা বধ হইল না, তো তাহাতে কি? আগুনে জ্বালাইয়া মার, জলে চুবাইয়া মার, বিষ খাওয়াও, মত্ত হস্তিদ্বারা পদদলিত কর, বিষধর সর্পের গর্ত্তে নিক্ষেপ কর—মরিবে না মানে? নতুবা পাথরে আছড়াইয়া মার, গর্ত্ত খুঁড়িয়া জীবন্ত সমাধি দাও—যেভাবেই হউক, তাহার আমি মৃত্যু চাই। তাহার মৃতদেহ সম্মুখে আনিয়া আমার প্রাণ শীতল কর! ইহাই আমার আদেশ!

জল্লাদগণ পূর্ণ উদ্যমে সকলে মিলিয়া আবার আরম্ভ করিল। প্রাণ লইতে পারিলে 'জল্লাদ'-নাম সার্থক হয়, তাহাদের প্রভুর প্রাণ শীতল হয়, আর অতিরিক্ত—উপহারাদি তো বটেই। তাহারা অক্ষরে অক্ষরে দৈত্যরাজের আদেশ পালন করিল—এক এক করিয়া সকল উপায় খাটাইল। কিন্তু আশ্চর্য্য, কিছুতেই কিছু হইল না। তাহারা নিজেরাই সব ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু প্রহ্লাদ নির্ব্বিকার। তিনি আগুনে পুড়িলেন না, জলে ডুবিলেন না, অনাহারে শুষ্ক হইলেন না, জীবন্ত সমাধিতে রুদ্ধশ্বাস হইলেন না, বিষধর সর্পের দন্ত চূর্ণ হইল, মুখে ঢালিয়া দিলেও বিষ নিষ্ফল হইল, উন্মত্ত হস্তীর পদদলন ব্যর্থ হইল, উচ্চপর্ব্বত হইতে আছাড় কিংবা বড় বড় পাথরের চাঁই-এর নিক্ষেপ—কোনটিই কার্য্যকরী হইল না। প্রহ্লাদের অঙ্গের রূপ-লাবণ্য বরং উথলিয়া পড়িতে লাগিল—তিনি কৃষ্ণনামানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। দৈত্যগণ ক্লান্ত শরীরে বিস্ফারিত নেত্রে অবাক্ হইয়া কেবল তাঁহাকে দেখিতেই থাকিল।

এই হইল—"**রাখে হরি মারে কে?**" গোবিন্দ যাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া আছেন, আগলাইয়া রাখিয়াছেন—"**গোবিন্দ-পরিরম্ভিতঃ**" (ভাঃ ৭।৪।৩৮), তাঁহাকে কে বিনাশ করিবে? প্রহ্লাদ কিন্তু মৃত্যু ভয়ে 'হরি হরি' করেন নাই। 'হরি' তাঁহার স্মৃতিপথে সর্ব্বক্ষণ স্বয়ংই নৃত্য করেন। প্রহ্লাদের 'বিপদ্' বলিয়া কোন বোধই ছিল না—'নিজ' 'পর' বলিয়া যাঁহার কোন বুদ্ধিই নাই, শত্রু বলিয়া যিনি কাহাকেও জ্ঞান করিতেন না, অন্তরে বাহিরে 'হরি' স্ফূর্ত্তিই মাত্র লাভ করিতেন—তাঁহার 'বিপদ্' বলিয়া বিচারই বা কোথায়, আর বিপদের জন্য প্রার্থনাই বা কোথায়! প্রহ্লাদের তাই নিজেকে রক্ষা করিবার চিন্তা সামান্যতম হইত না, বরং হরিই তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। শ্রীহরির যাঁহারা সর্ব্বাত্ম-শরণাগত, তাঁহারা এইরূপে সর্ব্বদা রক্ষিত।

প্রহ্লাদ অবশেষে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন—মৃতদেহ-রূপে নয়, হরিনাম করিতে করিতে। তাই দৈত্যরাজের প্রাণ শীতল হইবে কি, জ্বলিতে লাগিল। বীরপুরুষ এবার প্রহ্লাদকেই বরং ভয় করিতে লাগিলেন,—'কি ব্যাপার, তাহা হইলে সে অমর নাকি? কত তপস্যা করিয়া তবে তাহার এইপ্রকার অমরত্ব লাভ হইয়াছে, আর এই শিশু বিনা তপস্যা, বিনা সাধন, এই সামর্থ্য কিরূপে লাভ করিল!' ঐ দেখ, সে আবার

'হরিবোল' 'হরিবোল' করিতেছে—উহ্, কান যে ফাটিয়া যায়! আশ্চর্য্য, সমগ্র ত্রিভুবন মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিয়াও তিনি কিনা ঐ একরত্তি শিশু, নিজেরই ঔরসজাত সন্তান, তাহার মুখ কোনভাবে বন্ধ করিতে পারিলেন না! সেই চিরশত্রুর নাম তাহাকে অনন্তকাল ধরিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে! উফ্! কি কষ্ট!! কি লজ্জা!!! এখন কি কর্ত্তব্য? ইহার সহিত বিরোধ করিলে না জানি তাহারই মরণ ঘনিয়া আসে—এইপ্রকারে অধোবদন হইয়া হিরণ্যকশিপু সাত-পাঁচ ভাবিতে লাগিলেন।

হরির সহিত শত্রুতা করিয়া, পাল্লা দিয়া কখনও পারা যাইবে? হরির নাম শুনিলে যাহার কানের পর্দা ফাটিবার উপক্রম হয়, মাথায় জ্বালা ধরে, যিনি 'হরিনাম' যাহাতে কেহ না করিতে পারে, তজ্জন্য সমস্ত মন্দিরাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের পূজা-অর্চ্চনাদি বন্ধ করিয়াছেন, ঋষি, মুনিগণের তপস্যাদি মানা করিয়াছেন, হরির আরাধনা বা যাগ-যজ্ঞ সব নিষেধ করিয়াছেন, করিলে মৃত্যু পরওয়ানা জারি করিয়াছেন, শ্রীহরি তাহারই ঘরে, তাহারই ঔরসজাত পুত্ররূপে নিজ পার্ষদকেই পাঠাইয়াছেন। এখন তাঁহাকে চূর্ণ কর দেখি, তাঁহার কীর্ত্তন নিষেধ কর দেখি, মৃত্যু-দণ্ডাদেশ কার্য্যকর কর দেখি। বরং নিজেই জ্বলিতে পুড়িতে থাকিবে। হরির সহিত বিরোধ? দেখ না, আর কত কিছু হইবে!

হিরণ্যকশিপু দুশ্চিন্তায় কাতর। গুরু শুক্রাচার্য্যও নিকটে নাই, যিনি তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন। তাই গুরুপুত্র ষণ্ডামর্কই আগাইয়া আসিলেন, তাঁহাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া চাঙ্গা করিতে,—"মহারাজাধিরাজ! আপনি এই সামান্য ঘটনায় কেন মুষড়িয়া পড়িয়াছেন? আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন, আপনি কে? আপনার ভ্রূভঙ্গিতেই ইন্দ্র, সূর্য্য যম আদি সমস্ত লোকপালগণ থরহরি-কম্প হয়। কাহারও কোন সাহায্যে নয়, একাই আপনি ত্রিলোক জয় করিয়াছেন। আর প্রহ্লাদ, সে তো সামান্য বালক, এবং আপনার পুত্র। একটাই তাহার মাত্র দোষ, নতুবা সে আপনার অনুগত এবং শিষ্ট পুত্র। তাহা ছাড়া সবে সে বালক—বয়স হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। ইহার জন্য খামোকা চিন্তার কারণ দেখি না।"

দৈত্যরাজ বলিলেন,—"সত্য বটে, সত্য বটে, চিন্তার কিছু নাই। কিন্তু ইহাকে লইয়া এখন কি করা যাইবে, বল দেখি।" "মহারাজ! গুরু শুক্রাচার্য্য যতদিন না আসেন, ততদিন ইহাকে নজরে নজরে রাখিতে হইবে—যাহাতে কোথাও ভাগিয়া না যায়। আর আচার্য্য আসিয়া পড়িলে তো চিন্তাই নাই। বয়স হইলে এবং বিশেষ করিয়া আচার্য্যের সঙ্গ করিলে তাহার সে-দুর্ব্বুদ্ধি আপনিই দূর হইয়া যাইবে।" হিরণ্যকশিপু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হউক্। ততদিন তোমরা ইহাকে গৃহস্থ রাজাদের ধর্ম্ম ভালভাবে শিক্ষা করাইয়া ব্যস্ত রাখ, যাহাতে সে ঐসব 'হরি' 'হরি' করিবার অবসর না পায়।"

আবার সেই ছাইভস্ম শিক্ষা! আবার সেই যেন অমেধ্য-ভোজনের দুর্গন্ধ উদ্‌গার! অহো, ইহার অপেক্ষা শরীরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত, মুখে তীব্র কালকূট বিষ, বক্ষে দুর্ব্বহ পাষাণভার—এই সবও যে সহস্রগুণে ভাল ছিল! কিন্তু এইপ্রকার ভগবদ্বিমুখ লোকের সঙ্গ আর তাহাদের অন্তঃসারশূন্য ঐ শিক্ষায় প্রাণরক্ষা করাই যেন প্রহ্লাদের দায় হইয়া উঠিল!

প্রহ্লাদের দৈত্যবালকগণকে শিক্ষাদান

একদিন দুই শিক্ষকই কোন কার্য্যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। আর কথায় আছে—"বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর।" তাই সুযোগ পাইয়া দৈত্যবালকেরা আনন্দে সকলে খেলিতে আরম্ভ করিল—শিশুদের কল-কাকলিতে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গন সহসা মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদকেও তাহারা খেলায় খুব ডাকিতে লাগিল—"প্রহ্লাদ আয়্, খেল্‌বি, আয়্ না, দেখ্‌বি কত মজা!" কিন্তু প্রহ্লাদ তো এমন মজা করিতে জানেই না—তাঁহার মজা তো কেবল শ্রীহরিকে লইয়াই। সহপাঠীদের ডাকাডাকিতে তাহাদের প্রতি প্রহ্লাদের মনে বরং এক প্রবল করুণারই উদ্রেক হইল—'হায় হায়! জীবনের এমন অমূল্য সময়গুলি তাহারা এইপ্রকার বৃথা মজা করিয়াই ব্যয় করিয়া দিতেছে!' তিনি মধুর বাক্যে সকলকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন।

প্রহ্লাদ একে রাজপুত্র, তাহার উপর রূপে, গুণে, বিদ্যায়, গাম্ভীর্য্যে সকলের সেরা—সুতরাং তাঁহার প্রতি সহপাঠীদের এক স্বাভাবিক গৌরব বুদ্ধি ছিল। আর প্রহ্লাদের ব্যক্তিত্বে এমন এক স্নেহাকর্ষণ ছিল, যাহা লঙ্ঘন করা কাহারও সম্ভব হইত না। তাই সেই সরল-হৃদয় বালকেরা প্রহ্লাদের আহ্বানে খেলা ছাড়িয়া তাঁহাকেই চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। শিশুদের নিকট ইহাও একটী খেলা। আর প্রহ্লাদ বন্ধুদেরকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়া হৃদয় উজাড় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আজ আমরা এক নূতন কথা আলোচনা করিব—তোমরা ইহাতে এত মজা পাইবে যে, এইসব খেলাধূলাও ইহার কাছে কিছুই নহে। আমরা সকলে এখন বালক, কেমন তো—তাই বলিয়া ভাবিও না যে, এইসময় কিছু অসার বিদ্যা অর্জ্জন করা আর বাকী সময় খেলা করিয়া সময় কাটানোই আমাদের একমাত্র কাজ। একদম নয়। এই শৈশব কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, তাহা হইলেই জন্ম সার্থক।

যদি বল, 'কেন, বড় হইয়া করিলেও ত' হয়', কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে, মৃত্যুর কোন সময়-অসময় নাই। যদি বল, 'তাহাতে কি, পরজন্মে তাহা করা যাইবে', তাহা হইলে বলি—ভাই, মানবজন্ম লাভ করা কি এতই সহজ? শাস্ত্রে স্পষ্ট বলা আছে,—ইহা বড়ই দুর্ল্লভ।[৬] আর, কথায়ই আছে—'নরতনু ভজনের মূল' অর্থাৎ পরমার্থ লাভ করা একমাত্র মানবজন্মেই সম্ভব—পশুজন্মে কি তাহা হয়, বল দেখি? আর এই শিশুকাল হইতেই এই ধর্ম্ম অভ্যাস না করিলে বড় হইলে করিতে পারিবে, এমন আশা করিও না। কারণ কথায় আছে,—''কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাঁশ-টাঁশ।''

হয়ত বলিবে, ভাগবত-ধর্ম্মটা কি জিনিষ রে ভাই? তা' বলিতেছি, শুন—উহা আর কিছু নয়, ভগবান্ শ্রীহরির নিকট আত্মসমর্পণ—'হে হরি, আমি আজ হইতে তোমার', এইপ্রকার। ভাবিতেছ, সেই 'হরি আবার কে? তিনি আমাদের কি হন?' আরে, তিনিই তো আমাদের সব—তিনি আমাদের প্রিয় আত্মা, আমাদের একমাত্র প্রভু, আবার সখা। এইজন্য তাঁহার শ্রীচরণ ভজন না করিয়া যাহাই কিছু করিবে, তাহাতে বৃথা আয়ু মাত্র ক্ষয় হইবে। যদি বল, কেন বৃথা, তবে শুন,—এই সংসারে সুখ-দুঃখ সবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম-অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। সেই সব সুখ-দুঃখ চেষ্টা করি, কি না করি, আমাদের কাছে আসিবেই আসিবে। সুতরাং তাহার জন্য সত্য বলিতে কি, কোন প্রযত্নেরই প্রয়োজন হয় না। এক শ্রীহরির চরণকমল ভজন করিলেই মাত্র সকলের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।[৭] ইহাতে এত এত মঙ্গল হইয়া থাকে, যে তাহার সামান্য ভাগও অন্য কিছুর দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এইজন্য যিনি ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান, তিনি সংসারের দুঃখে বিচলিত হন না, বরং যতদিন শরীরে সামর্থ্য আছে, আয়ু আছে, ততদিন পর্য্যন্ত হরিভজন করিয়া থাকেন।

আচ্ছা বলতো, কত বৎসর আমাদের আয়ু? শত বৎসর; তাহার মধ্যে কতটুকু কি করি, বিচার করিয়া দেখ। 'খাও, দাও, ফূর্ত্তি কর' বলিয়া যাহারা খুব মজা করে, অবাধে ইন্দ্রিয়তর্পণ করে, তাহাদের আয়ু ঐ পাপেই অর্দ্ধেক হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার মধ্যেও আবার কত সময় কেবল নিদ্রায় কাটিয়া যায়—ভাবিয়া দেখ তো।[৮] জন্মিবার পর শৈশবকালে আমাদের ভাল-মন্দের জ্ঞান উদয় হয় না—এই অবস্থায় অজান্তেই দশ বৎসর চলিয়া যায়। কিশোর হইলে পর খেলাধূলাতেই দশ বৎসর কোথা দিয়া কাটিয়া যায়। এইভাবে বিশ বৎসর তো বিফলেই চলিয়া যায়। আর জীবনের শেষদিকে জরাগ্রস্ত হইয়া বিশ বৎসর রোগ-শোকেই কাটাইতে

৬। কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ। দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ।।(ভাঃ৭।৬।১)

৭। তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্। ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দ-চরণাম্বুজম্ ।। (ভাঃ৭।৬।৪)

৮। পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ। নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ।।

হয়। আর মধ্যের যৌবনকাল? আর কেন বল, গৃহাসক্ত হইয়া দুর্ব্বার কাম ও ভীষণ মোহের ফাঁদে পড়িয়া কি আর প্রকৃত কর্ত্তব্য অনুসন্ধানের অবসর হয়? স্ত্রী-পুত্র পরিজনের প্রতি তখন প্রবল আসক্তির বশে তাহাদের পালন-পোষণই সেসময় একমাত্র কার্য্য বলিয়া মনে হয়। তাহাতেই সে এত নিবিষ্ট হইয়া থাকে যে, ইহাতে যে তাহার নিজ আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে, হরিভজন-রূপ পরমার্থ হইতে যে সে বঞ্চিত হইতেছে, তাহা বুঝিবারও তাহার ফুরসৎ নাই। অথচ এক তুচ্ছ কানাকড়িও হারাইলে তাহার বুক ফাটিয়া যায়। হায়, হায়, লোক কি প্রকার কুটুম্বপাগল দেখ, সংসারে তাহাদের পদে পদে দুঃখ, তথাপি কিনা সংসার-প্রতি বিরক্তি হয় না![৯] তোমরা গুটিপোকার কথা তো জান। বল তো গুটিপোকা কি করে? সে নিজের লালাদ্বারা নিজ ঘর তৈরী করিতে করিতে সেই ঘর হইতে নিজের বাহির হইবার রাস্তাটিও রাখে না। আর ইহাতেই তাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসে। ঠিক সেইপ্রকার এই সংসারাসক্ত লোকেরা।

কি প্রকার সে-কুটুম্বাসক্তি, ভাবিতে পার! চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলে প্রহার, কারাগার ইত্যাদি অনিবার্য্য, আর ধরা না পড়িলেও মৃত্যুর পর যম-যাতনা অবধারিত—এইসব জানিয়া শুনিয়াও কিনা তাহারা সেই কার্য্য হইতে বিরত হয় না! কেবল অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেরাই এইপ্রকার কুটুম্বাসক্ত হইয়া অন্যায় কার্য্য করে, ভাবিতেছ? খুব শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইহা হইতে কিছুমাত্র পিছাইয়া নাই। হরিবিমুখ হইবার কারণে তাহারা সকলেই কামাসক্ত হইয়া স্ত্রীদের অধীন হইয়া পড়ে এবং পুত্র-কন্যা, নাতি-পুতির প্রবল-বন্ধনে জীবন কাটাইতে থাকে। তাই বলিতেছি, শ্রীহরি হইতে বিমুখ হইয়া যতই না কেন শিক্ষা অর্জ্জন কর, উহার দ্বারা শোক-মোহ-ভয় কিছুতেই দূর হয় না। এইজন্য দুঃখেরও শেষ হয় না।

অতএব, সত্য করিয়া বলিতেছি—যদি মঙ্গল চাহ, তবে এইপ্রকার সংসারাসক্ত লোকদের সঙ্গ দূর হইতে ত্যাগ করিয়া আদিদেব শ্রীহরির শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার শরণ লইতে কোন বয়স্কালের অপেক্ষা নাই, আর তাঁহাকে প্রসন্ন করা কষ্টসাধ্যও কিছু নহে।[১১] 'আজ হইতে শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিয়া চলিব',—এইরূপ সঙ্কল্প হইতেই তাঁহার প্রসন্নতা হইতে থাকে। ভাবিতেছ বুঝি, সেই শ্রীহরিকে কোথায় পাই যে প্রসন্ন করিব? তা' শুন—সেই শ্রীহরি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আছেন,—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত উত্তম-অধম যত প্রাণী আছে, সমস্ত প্রাণীতে তিনি

৯। কুটুম্বপোষায় বিয়ন্নিজায়ুর্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ।
সর্ব্বত্র তাপত্রয়-দুঃখিতাত্মা নির্ব্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ॥

১০। ত্যজেত কোশক্ষুদিবেহমানঃ, কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।
ঔপস্থজৈহ্ব্যং বহুমন্যমানঃ, কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ॥ (ভাঃ ৭।৬।১৪, ১৩)

১১। ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥ (৭।৬।১৯)

আছেন। ভূমি-জল-অগ্নি-বায়ু-আকাশ—এই পঞ্চভূতে আছেন, আবার ঘট-পট যত জড়বস্তু আছে, তাহার মধ্যেও আছেন। অর্থাৎ, সকল কিছুর মধ্যেই তিনি থাকেন, অথচ সমস্ত কিছু হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থিত আছেন।

সুতরাং এই আকাশ-বাতাস, নদী-নালা, গাছপালা, ঘর-বাড়ী, মানুষ-পশু, প্রাণী-অপ্রাণী যাহা যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ—সমস্ত কিছুর অন্তর্যামী-রূপে শ্রীহরি অবস্থান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, শ্রীহরি যদি তথায় তথায় না থাকিতেন, তবে কাহারও কোন অস্তিত্বই থাকিত না। অথচ তিনি এই সমস্ত হইতে পৃথক্—এইসব রূপের দ্বারা তাঁহার নিজ রূপের হদিশ্ পাওয়া যাইবে না। তবে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, কেমন জানো? অহো, তিনি কেবল আনন্দ-স্বরূপ, আনন্দই আনন্দ—তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিলে কাহারও আর কোন কষ্ট বলিয়া কিছুই থাকে না। আর, তাঁহার নিজ রূপ, ঐশ্বর্য্য, বৈভব—সকলই আছে, এবং সে-সকলের কোন অন্ত নাই, আর কোন তুলনাও হয় না। তবে তিনি নিজ মায়ার দ্বারা তাহা আমাদের নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। তাঁহার প্রতি ভক্তির দ্বারা যখন এই মায়া অতিক্রম হয়, তখনই মাত্র তাঁহার নিজ রূপ, ঐশ্বর্য্য সব নিজ চোখে দেখিতে পারা যায়।

এইজন্য কাহারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ-ভাব রাখিবে না—এইসকল আসুর-ভাব; ইহা ছাড়িয়া সকলের প্রতি দয়া ও মিত্রতা-ভাব অবলম্বন করিবে, কেমন? তাহা হইলে শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইবেন।[১২] তিনি হইলেন সকলের মূল, সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট হইলে কাহারও কিছু অপ্রাপ্য থাকে না, জানিবে। তাঁহার নাম, তাঁহার গুণগান-কীর্ত্তনে যে কি আনন্দ, তাহা এক মুখে কত বলিব—মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সেস্থলে কি প্রয়োজন? আর, ধর্ম্ম-অর্থ-কামের চর্চ্চা করিয়াই বা কি ফল? আমরা বিদ্যালয়ে এই সব বিষয়েই তো শিক্ষা লাভ করি—কিন্তু ইহাতে কতটুকুই বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? কেবল সাময়িক কিছু সুবিধাই মাত্র লাভ হইয়া থাকে, নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। পক্ষান্তরে পরমপুরুষ শ্রীহরিতে আত্মনিবেদন করিলে নিত্যকালের জন্য সমস্ত মঙ্গল আসিয়া আমাদের সাথী হইবে।

এত সব যে কথা বলিলাম, ভাবিও না যে, আমি কিছু প্রলাপ বকিতেছি। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ—এইসব কথা দেবর্ষি শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন, আর তাঁহার নিকট হইতেই আমি এইসব শুনিয়াছি।

দৈত্যবালকেরা সকলে চুপ করিয়া শুনিতেছিল—প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া তাহাদেরও সরল হৃদয়ে ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু শেষে শ্রীনারদ-ঋষির কথা শুনিয়া তাহারা আর কোন হিসাব মিলাইতে পারিল না, বলিল—"হাঁ রে ভাই প্রহ্লাদ,

১২। তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরত সৌহৃদম্। ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষত্যধোক্ষজঃ ।। (ভাঃ ৭।৬।২৪)

আমাদের শিক্ষক বলিতে ঐ তো দুই গুরুপুত্র—এ ছাড়া ত' আর কেহ নাই। আর তাঁহারাই আমাদের একমাত্র শাসক। তাঁহাদের কড়া শাসনের মধ্যে এই অন্তঃপুরে কি কোন সাধুসঙ্গ পাইবার জো আছে? তাহা হইলে তোমার ভাই কিভাবে সেই ঋষি-মুনির সঙ্গ হইল? সত্য করিয়া বল।"

প্রহ্লাদ তাহাদের চোখে মুখে কৌতূহল দেখিয়া কিভাবে তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে ও পিতা হিরণ্যকশিপু তপস্যায় চলিয়া গেলে ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার মাতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এবং পথিমধ্যে শ্রীনারদ আসিয়া কিভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া নিজ আশ্রমে স্থান দিয়াছিলেন, আর তখন কিভাবেই বা মাতৃগর্ভে থাকিয়াই শ্রীনারদের কাছে তিনি আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, হরিভজনের উপদেশ ও মন্ত্র প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সব খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,—শুন ভাই, প্রকৃত সাধুর সঙ্গ লাভ হওয়ায় অসুর-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি কেমন কৃতার্থ হইয়াছি, দেখিলে তো? যদি আমার কথায় বিশ্বাস হয়, তবে তোমাদেরও শ্রীহরিতে একনিষ্ঠা বুদ্ধি হইবে, আর তাহাতে কিপ্রকার যে কৃতকৃতার্থ হইবে, তাহা নিজেরাই বুঝিতে পারিবে।

যদি জানিতে পার যে, আমরা কে, আর শ্রীহরি কে, তবে এই সংসারে থাকা যে কত বড় ভুল, তাহা উপলব্ধি হইবে। এইজগতে আমরা জন্ম লাভের পর বড় হইতে হইতে এখন 'বালক' হইয়াছি। তাহার পর আরও বড় হইয়া যুবক হইব। কিন্তু ইহার পর? শরীর আর বাড়িতে না পারিয়া প্রৌঢ়-দশা লাভ করিবে। আর তখন হইতেই শরীরের ক্ষয় আরম্ভ হইবে, আরও কিছুকাল গত হইলে—মৃত্যু। তাহার পর কর্ম্মফল-অনুসারে আবার সেই জন্ম, এবং আবার সেই একই চক্র। এমন করিয়াই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে ছয়প্রকার বিকার, তাহার বশীভূত হইয়াই আমরা সকল প্রাণী ঘুরপাক খাইতেছি। কিন্তু ভাই, 'আত্মা' জিনিষটীর ঐরূপ কোন বিকারই নাই। সে এই শরীর মধ্যে রহিয়াও তাহা হইতে পৃথক্—এমনকি মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সকল কিছু হইতেই পৃথক্। এবং এই শরীর ধ্বংস হইলেও সেই আত্মা কিন্তু 'অব্যয়'—তাহার ধ্বংস নাই, মৃত্যু নাই—'আমি' বলিতে এই 'আত্মা'ই বুঝায়। এই জীবাত্মার সহিতই পরমাত্মারূপে শ্রীহরি অন্তর্যামী হইয়া সকলের মধ্যেই অবস্থান করেন—ইহা তো তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ। জীবাত্মা 'জ্ঞান'হারা হইয়া যে শরীরেই থাকে, সেই শরীরকেই 'আমি, আমার' মনে করে, ফলে—নানা দুঃখে হাবুডুবু খাইতে থাকে; কিন্তু পরমাত্মা সেই শরীরে থাকিয়াও নির্লিপ্ত, অনাসক্ত—তিনি কেবল সাক্ষীরূপে জীবের সমস্ত কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করেন, আর নিরপেক্ষ হইয়া তাহার ফল প্রদান করেন।

সেই পরমাত্মাকে না জানিয়া থাকিতেই আমাদের আজ এত দুর্গতি। কিভাবে তাঁহাকে জানা যাইবে, যদি বল, তবে শুন—একটী উদাহরণ দ্বারা বলিলে ইহা স্পষ্ট

হইবে। সোনার খনিতে যে সোনার ঢেলা পাওয়া যায়, তাহাতে সোনা ছাড়াও আরও নানা ধাতু থাকে। সেই ঢেলাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে সোনা পাওয়া যায়। তেমনি এই দেহ-ক্ষেত্রেই আত্মতত্ত্ব-বিচারের দ্বারা পরমাত্মা শ্রীহরির সন্ধান করিতে হইবে। সোনার ঢেলাতে যেমন 'উঁহু, ইহা সোনা নহে—না, উহাও সোনা নহে'—এরূপ করিতে করিতে প্রকৃত সোনাকে পৃথক্ করা হয়, সেইপ্রকার, এই জড়শরীর বা যাবতীয় জড়বস্তু, 'তাহাও পরমাত্মা শ্রীহরি নহেন' জানিয়া তাহাদের প্রতি অনাসক্ত হইতে হইবে। আর, যে-শ্রীহরি সমস্ত কিছুর মধ্যে থাকিয়াও সকলের হইতে পৃথক্ থাকেন, তাঁহার জন্য তৎপর হইতে হইবে।

ইহা এমন কিছু কঠিন নহে। শ্রীহরি আমাদের 'বুদ্ধি' দিয়াছেন। বুদ্ধি-দ্বারা আমরা অনেক কিছু বিচার করিতে পারি। যেমন, দূর হইতে পুষ্পের গন্ধ পাইয়া তাহা আমরা বায়ুর কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারি, যদিও বায়ুকে চোখে দেখা যায় না। সেইপ্রকার, বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিলে শ্রীহরিকে না দেখা গেলেও তাঁহার কার্য্যসকল অনুভব করিতে অসুবিধা হয় না। আবার দেখ—এই সংসার স্বপ্নের মতো। স্বপ্নকালে কেহ বুঝে না—ইহা স্বপ্ন, সত্য বলিয়াই তখন সকলের ধারণা হয়। ঠিক সেই প্রকারই সত্য বলিয়া মনে হইলেও আসলে স্বপ্নের মতোই অসত্য বা ক্ষণিক এই সংসার। আমাদের অবিদ্যার সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, আমরা তখন শ্রীহরির নিজ জগতে নিজেদেরকে দেখিতে পাইব। ইহাও আমরা সেই বুদ্ধিদ্বারাই আবার বিচার করিতে পারি। এইপ্রকারে বিচার করিয়াই আমাদেরকে শ্রীহরির জন্য তৎপর হইতে হইবে।

এখন, কি উপায়ে তৎপর হইতে হইবে, তাহা শুন; সেটি হইল 'ভক্তিযোগ'। যত যত উপায় আছে, সকলের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীহরি নিজেই জানাইয়াছেন। তাহা হইলে আর কিসের চিন্তা? এখন ভক্তিযোগ কি, তাহা শুন—হরির প্রতিনিধি-রূপ যে-শ্রীগুরু—তাঁহার সেবা, সাধুভক্তগণের সঙ্গ, হরিকথায় শ্রদ্ধা, হরির গুণ-কর্ম্মের কীর্ত্তন, তাঁহার চরণকমলের ধ্যান, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-পূজন এবং সমস্ত প্রাণীতে শ্রীহরি বিরাজিত আছেন জানিয়া সকলের প্রতি সাধুভাব—এইসকলের দ্বারা প্রথমে আমাদের 'ষড়্‌রিপু' জয় হইবে। 'ষড়্‌রিপু' কি জান? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য বলিয়া ছয় শত্রু আমাদের সকলের মনের মধ্যে বাস করিয়া মহা উপদ্রব করিয়া থাকে। তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া এই ভক্তিযোগ সাধন করিতেই শ্রীহরির প্রতি আমাদের 'রতি' জাগিয়া উঠিবে।

তখন কি হয় জান? সেইকালে জীব অথাহ আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া যায়, সকল অজ্ঞানতার বীজ নিঃশেষ হইয়া যায়। আর সর্ব্বোপরি, ভগবানের সাক্ষাৎকার হেতু যে-সুখ লাভ হয়, অহো ভাই কি বলিব, জগতের সমস্ত সুখ, এমনকি মুক্তির সুখ সেখানে কি লাগে?

তাই বলিতেছি, সেই শ্রীহরি, যিনি আমাদের পরমবন্ধু, চিরসাথী এবং যাঁহার উপাসনাতেও কোন কষ্ট নাই—তাহা ছাড়িয়া বিষয়ভোগের জন্য ব্যাকুল হওয়া কি বোকামি নয়? এই ধন, স্ত্রী, পুত্র, ঘরবাড়ী, জমিজমা—সকলই তো ক্ষণস্থায়ী সুতরাং ইহার মধ্যে আছে টা কি? আর স্বর্গসুখ? মুখে আনিও না—উহাও কিছুদিনের জন্য, পরে যে কি সেই। কিন্তু হরিভজনের সম্বন্ধে কোন দোষ—না কখনও দেখা যায়, না শুনা যায়। সুতরাং ভাই, সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহরির ভজনা কর।

এজগতে অনেক লোক বহু পড়িয়া শুনিয়াও সংসারে বিষয়সুখ-লাভ করা আর দুঃখনাশ করাই বড় কাজ, বড় ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। সেইজন্য তাহারা লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম—সব কত দক্ষতার সহিতই না করে এবং বারংবার অনুষ্ঠান করিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে কি হয়? কখনও ফল পায়, কখনও পায় না, আবার কখনও বিপরীত ফলও লাভ করে। সর্ব্বদা নিজের অভিলাষ এবং চেষ্টা অনুসারেই যদি ফল মিলিত, তবে জগতে দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিত না। বরং দেখা যায়—যে-পর্য্যন্ত সুখলাভের উদ্দেশ্য না থাকে, সেই পর্য্যন্ত সুখ-লাভ হয়, আর সুখলাভের উদ্দেশ্য লইয়া চেষ্টা করিতেই সদা দুঃখই লাভ হইতে থাকে।[১৩]

যে দেহের জন্য মানুষ এত কিছু যত্ন করে, সেই দেহও লইয়া একদিন কুকুর-শৃগাল টানাটানি করে। নিজের দেহেরই যখন এমন পরিণতি, তখন স্ত্রী-পুত্র, ধন-জনের কি গতি হয়, ভাব দেখি? সুতরাং ইহাদের প্রতি মমতা করিয়া কি লাভটী হইতে পারে? দেখিতে তো ইহাদের 'অর্থ' বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে ইহারা নির্ভেজাল অনর্থ। নিত্যানন্দ-রস-সমুদ্রই যেখানে আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেখানে ঐসব অনর্থের দ্বারা আত্মার কোন্ প্রয়োজন সাধিত হয়, বল দেখি?

আবার দেখ, মানুষ সংসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলেই নানা দুর্ভোগ পোহাইতেছে। সুতরাং আবার সেই কর্ম্মদ্বারা আমাদের কি স্বার্থ সিদ্ধি হইতে পারে? সকলেই কেমন 'কর্ম্ম কর্ম্ম' বলিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দেখ, এই কর্ম্মফলেই জীব সংসারে জন্ম লইতে বাধ্য হয়, তখন আবার নূতন করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ হইতে থাকে। সেই কর্ম্মফলে আবার জন্মগ্রহণ। সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা দুর্ভোগের কোনদিন শেষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, ভাবিতেছ? তাই বলিতেছি, হরিবিমুখ বৃথা এইসব ধর্ম্ম-অর্থ-কামের শিক্ষায় সময় নষ্ট করিও না। বরং আমাদের সকলের যিনি প্রভু, প্রিয় ও আত্মাস্বরূপ, সেই শ্রীহরির ভজন কর; তাহাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ—দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, যিনি হউন, সকলেই সেই কল্যাণের ভাগীদার হইতে পারেন,—সকলের জন্যই শ্রীহরির অবারিত দ্বার।

১৩। যদর্থ ইহ কর্ম্মাণি বিদ্বন্মান্যসকৃন্নরঃ। করোত্যতো বিপর্য্যাসমোঘং বিন্দতে ফলম্॥
সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্ম্মিণঃ। সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ॥ (ভাঃ ৭।৭।৪১,৪২)

ব্রাহ্মণ হইয়া, বা দেবতা হইয়া, অথবা ঋষি হইয়া কিংবা খুব সদাচার পালন করিয়া, কি বহু জ্ঞান-অর্জ্জন করিয়াও শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করা যায় না। অথবা খুব দান, তপস্যা, যজ্ঞ, পবিত্রতা বা ব্রত-অনুষ্ঠান করিয়াও যে তাঁহাকে প্রসন্ন করা যাইবে, তাহাও নহে। উপায়—একমাত্র তাঁহার প্রতি নিষ্কপট শরণাগতি এবং অহৈতুকী ভক্তি; সেই শুদ্ধভক্তিতেই মাত্র তাঁহার প্রীতি—আর অন্যসব মাত্র বিড়ম্বনা।[১৪] সেই ভক্তিযোগে অধিকার কেবল মাত্র সৎকুল-বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই নয়, পরন্তু যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, পশু, পক্ষী সকলেরই সমান অধিকার—"**কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার। যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার॥**" এবং সকলেই এই ভক্তিযোগ-প্রভাবে অচ্যুত শ্রীহরির পার্ষদত্ব লাভ করেন, তখন আর কাহারও কোন পতনের আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং এই সংসারে শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি যাজন করা এবং হরির সম্বন্ধেই সমস্ত জগৎকে দর্শন করা—ভাই, এই পর্য্যন্তই হইতেছে সমস্ত পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র ত্রিসত্য করিয়া সর্ব্বদা ঘোষণা করিতেছেন।[১৫]

এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রহ্লাদ বিরাম লইলেন। কিন্তু দৈত্যবালক হইলেও সেই সহজ সরল শিশুদের হৃদয়ে সেই সব বীর্য্যবতী কথার প্রভাব থামিয়া থাকিল না। সত্যই শুদ্ধভক্তের সঙ্গের কি প্রভাব! তাঁহাদের শ্রীমুখ দিয়া যে-হরিকথা নিঃসৃত হয়, তাহা সাক্ষাৎ শ্রীহরি-স্বরূপ, সুতরাং শ্রীহরির মতোই অমিত তেজঃসম্পন্ন। এইজন্য তাহা যাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তাঁহাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবার বল পাইয়া তাঁহারা মহাবলী হইয়া উঠেন এবং সমস্ত কপটতা ছাড়িয়া শুদ্ধভক্তি যাজন করিবার ঐকান্তিকতা লাভ করেন। দৈত্যবালকদের সেই দশাই হইয়াছে—তাহারা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে হরিভজন করিতে লাগিল। প্রহ্লাদকে ঘিরিয়া তাহারা অকপটে অসঙ্কোচে 'হরি' বলিয়া নাচিতে লাগিল।

১৪। নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরত্বজাঃ। প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা।
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

১৫। এতাবানেব লোকেস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ। একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম॥
(ভাঃ ৭।৭।৫১,৫২,৫৫)

এদিকে ষণ্ডামর্ক ফিরিয়া আসিতেই তাহাদের চক্ষু চড়কগাছ—'সর্ব্বনাশ, একি কাণ্ড!' 'এই চুপ্! চুপ্!'—বলিয়া তাহারা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কিন্তু কে শুনে কাহার কথা—বালকেরা সকলে যে হরিনামে বিভোর। 'দাঁড়াও! ডাণ্ডা লইয়া আসিতেছি, একেবারে ভূত ছাড়াইয়া দিব।' কিন্তু সেকি! কাহারও কোন ভ্রূক্ষেপই নাই। কি আশ্চর্য্য! তাহারা দুইজন এতদিন কত চেষ্টা করিয়া কোমলমতি এইসব বালকের বুদ্ধি কি সুন্দর হরিবিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল—হরির সম্বন্ধে কিছুই তাহাদের টের পাইতে দেয় নাই। আর কতক্ষণ মাত্র ঐ নষ্টের গোড়া প্রহ্লাদের সঙ্গ পাইয়া এত দ্রুত তাহারা পাল্টাইয়া গেল! এখন তাহাদেরকেও কিনা ভয় করিতেছে না! 'হরি' 'হরি' বলিয়া নৃত্য করিতেছে! এই শব্দ মহারাজের কানে পৌঁছাইলে আর রক্ষা আছে? চাকরী তো দূরে থাক্, এখন প্রাণরক্ষা হয় কিনা সন্দেহ!—কাঁপিতে কাঁপিতে দুই জন হিরণ্যকশিপুর নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেলেন।

প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর আক্রমণ ও ভগবান্ শ্রীনরহরির আবির্ভাব

''মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে''—দুই গুরুপুত্র ভয়ে উদ্বেগে হিরণ্যকশিপুর পায়ে আছড়াইয়া পড়িলেন—''এখন প্রহ্লাদ আর একজন নাই। শত শত প্রহ্লাদ গজাইয়া উঠিয়াছে। আমাদের কথায় আর কেহ কর্ণপাত করিতেছে না। প্রহ্লাদের সঙ্গদোষে উহাদের সকলের বুদ্ধি খারাপ হইয়া গিয়াছে—কেহ আর বাকী নাই।'' বলিয়া দৈত্যবালকদের কীর্ত্তন-নর্ত্তন যেমন কি তেমন শুনাইয়া দিলেন।

কি! শুনিয়াই হিরণ্যকশিপুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। হিংস্র সর্পের অঙ্গে আঘাত লাগিলেই যেমন তাহা ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে, ঐপ্রকার সহস্র সর্পের ফোঁস ফোঁস শব্দে তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন—ক্রোধে দুই চোখ দিয়া যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল।

আবার প্রহ্লাদের ডাক পড়িল। শমন পাইয়া প্রহ্লাদ করজোড়ে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—দিব্যকান্তি, শান্ত-সৌম্যমূর্ত্তি, নির্ভয়, নিষ্কম্প। ইহা দেখিয়া দৈত্যরাজ তো আরও ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহার অগ্নিমূর্ত্তির সম্মুখে যদি প্রহ্লাদকে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে দেখা যাইত, তবেই না তাঁহার বিশ্বত্রাস হইবার সার্থকতা! আশ্চর্য্য, ঐ একরত্তি শিশু, তাহার কিনা একটুও ভয়ডর নাই! রাগে গর্‌গর্ করিতে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন,—রে কুলাঙ্গার! রে অধম! তুই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিস্! আজ আর তোর ক্ষমা নাই! তোকে আমি নিজেই আজ যমালয়ে পাঠাইব। দেখি, কে আসিয়া তোকে রক্ষা করে? জানিস্, আমি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবনের কি কথা, লোকপালেরা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, আর তোর কোন ভয়-ডর নাই? কাহার বলে তোর এত সাহস হইয়াছে, যে আমাকে পর্য্যন্ত অমান্য করিস্? বল্!

প্রহ্লাদ যেন স্থির উজ্জ্বল দীপশিখা—এত ওলাহন, এত বাক্যবেগ, এত বজ্রপাত, এত ফোঁস ফোঁস বায়ু-বিলোড়ন, তথাপি তাহাতে কোন কম্পন নাই। তিনি সভামধ্যে দীপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ, আমি যে-বলে বলী, তাহা কি কেবল আমারই বল? আপনি বা আর যত বলবান্ পুরুষ জগতে আছেন, তাঁহারাও কি সেই বলে বলী নহেন? দেখুন, সেই পরমপুরুষ নিজ বলে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন।[১৬] তিনিই হইলেন পরমেশ্বর—তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয়? আমাদের যে ইন্দ্রিয়বল, মনোবল, ধৈর্য্যবল, দেহবল—সে-সকলেরই তো মূল উৎস তিনিই। সুতরাং তাঁহার পরাক্রমের কি শেষ আছে? তিনি নিজ শক্তিদ্বারাই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার সংহার করেন। তিনি সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মার আত্মা। সেই তাঁহার প্রতি কেন যে আপনার এমন আসুরিক ভাব, বুঝা যায় না। হৃদয়ে এইপ্রকার শত্রুমিত্র ভেদভাব না রাখিয়া বরং আপনি সকলের প্রতি সমভাব ধারণ করুন। অবশীভূত মন, বিপথগামী মন অপেক্ষা বড় শত্রু আর কেহ নাই। কাম, ক্রোধ-আদি ছয় শত্রুর দূর্গ তো ঐ মনই। সুতরাং উহাকে জয় না করিয়া 'দশদিক্ জয় করিয়াছি' বলিলে কি তাহা বৃথা আস্ফালন হয় না? আর সেই মনকেই যিনি জয় করিয়াছেন, তাঁহার আর শত্রু কোথা হইতে আসিবে? শত্রু তো কেবল নিজের অজ্ঞান মনের কল্পনা।

'খামোশ্!'—দৈত্যরাজ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কথায় আছে—"**উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।**" আর তাহাই হইল। দৈত্যরাজ শান্ত হইবেন কোথায়, দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন,—আচ্ছা, এখন আমাকেই কিনা উপদেশ আরম্ভ করিয়াছিস্! বাচাল! দাম্ভিক! আমার সামনে দাঁড়াইয়া আমাকেই নিন্দা করিস্! এত সাহস! আর নিজে বড় জিতশত্রু বাহাদুর! তোর, তোর নিশ্চয়ই মরণের সময় ঘনিয়া আসিয়াছে, আর তাই যাহা নয়, তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিস্। বলি, অরে হতভাগা! তোকে তো আমিই জন্ম দিয়াছি, আমিই তোকে খাওয়াইতেছি, পরাইতেছি—আর, আমাকেই বাদ দিয়া কোন্ এক হরি, তাহাকেই বলিস্ ভগবান্? এই তিন লোকে আমি ছাড়া আর কোন্ ভগবান্ আছে? কোথায় থাকে তোর সেই ভগবান্?

প্রহ্লাদের নিষ্কপট উত্তর—"কেন পিতা, তিনি আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে, সকল কিছুর মধ্যে থাকেন।" "বাজে কথা! উঁঃ, সবেতেই থাকেন! তবে এই স্তম্ভের মধ্যে কেন দেখি না? উত্তর দে।" প্রহ্লাদ সেই স্তম্ভের দিকে চাহিতেই দেখেন—শ্রীহরি তাহার মধ্যে হাস্যমুখে দণ্ডায়মান। হাত জোড় করিয়া সাশ্রু নয়নে তিনি গদ্‌গদ-কণ্ঠ হইয়া গেলেন—"কেন দেখিতেছেন না—ঐ তো প্রাণনাথ শ্রীহরি—সাক্ষাৎ বিরাজমান, কি সুন্দর তাঁহার হাসি, তাঁহার রূপ! দেখুন!"

১৬। ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্, স বৈ বলং বলিনাঞ্চাপরেষাম্।
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে, ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ॥ (ভাঃ ৭।৮।৭)

হিরণ্যকশিপুর নিকট কিন্তু শ্রীহরি নিরাকার, নিরেট স্তম্ভমাত্র। তাহার প্রেমনেত্র কোথায়, যে হরির দর্শন পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইবেন? বরং প্রহ্লাদকেই মিথ্যাবাদী, ঠগ্, ভাবিয়া তাহার আর সহন হইল না। গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা, মিথ্যা বলিয়া আর কতদিন চালাইবি রে দুষ্ট? দাঁড়া, তোর মাথাটাই শরীর হইতে আলাদা করি—স্তম্ভ হইতে আসিয়া দেখি, তোর ঐ হরি কেমন আসিয়া রক্ষা করে?" বলিয়াই তড়িৎগতিতে খড়্গ হস্তে সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই, 'স্তম্ভমধ্যে যদি সে হরি থাকেই, তবে তাহাকেই আগে বিনাশ করি' ভাবিয়া সবলে উহার উপর সশব্দে মুষ্ঠাঘাত করিলেন।

তৎক্ষণাৎ স্তম্ভমধ্য হইতে প্রতিশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আর সে শব্দ ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল—যেন এই বুঝি ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ফাটিয়া যায়। কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিয়াও সেই দুর্ব্বিষহ নিনাদ হইতে রক্ষা পাওয়া দায়। ভয়ে সকলেই তখন জড়-সড়। এমনকি ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্থানে ঐ ভীম শব্দে প্রমাদ গণিলেন। অকস্মাৎ সেই বিশাল স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর সেই স্তম্ভমধ্যে অখিল-লোকেশ্বর সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ প্রকাশিত হইলেন। জয় শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব কি জয়! জয় ভক্ত-বৎসল ভগবান্ কি জয়! জয় ভক্তৈকরক্ষক শ্রীনরহরি কি জয়! প্রহ্লাদ যে সত্য সত্যই স্তম্ভমধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি যে সত্যই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, এমনকি নিষ্প্রাণ স্তম্ভমধ্যেও, সুতরাং যে প্রাণীগণের মধ্যেও, ইহা আর কি কথা—ইহা প্রমাণ করিতেই তিনি সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন।[১৭]

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৪।৪৫৫-৪৫৬)[১৮] ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবকাল এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—বৈশাখ-মাসে, শুক্লপক্ষে, চতুর্দ্দশী-মহাতিথিতে, সায়ংকালে

১৭। সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্য-ভাষিতং, ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুত-রূপমুদ্বহন্, স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্॥ (ভাঃ ৭।৮।১৭)

১৮। বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ। সায়ং প্রহ্লাদ-ধিক্কারমসহিষ্ণুঃ পরো হরিঃ॥
সদ্য কটাকটশব্দ-বিস্মাপিত-সভাজনঃ। লীলয়া স্তম্ভগর্ভস্তাদুদ্ভূতঃ শব্দভীষণঃ॥

প্রহ্লাদের প্রতি নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীহরি প্রচণ্ড শব্দে সভামধ্যে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া অনায়াসে স্তম্ভমধ্য হইতে ভীষণ গর্জ্জন সহিত আবির্ভূত হইলেন।

হিরণ্যকশিপু দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ কি অদ্ভুত সৃষ্টি রে বাবা! না সম্পূর্ণ নর, না সম্পূর্ণ সিংহ। ইহা কি ব্রহ্মারই কোন সৃষ্টি? নাকি অন্য কাহারও সৃষ্টি? স্তম্ভ মধ্যেই বা ইহার কিভাবে জন্ম হইল? এইপ্রকার বহু যুক্তি খাটাইয়াও তিনি কিছু ঠাওর করিতে পারিলেন না—ব্যাপারটী কি?

এদিকে ভগবানের উগ্র রূপ কে দেখে! ভক্তের প্রতি দ্রোহাচরণ দেখিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। সিংহ যেমন নিজ সন্তানের প্রতি আক্রমণ হইতে দেখিলে ভীষণ উগ্ররূপ ধারণ করে, তদপেক্ষাও কোটী সিংহের উগ্রতা তখন ভগবান্ শ্রীনরহরির মধ্যে প্রকাশিত হইল—কি ভয়ঙ্কর! প্রাণ হিম হইয়া যায়! তাঁহার দুই চোখের মণি যেন জ্বলন্ত সোনা; খাড়া জটা ও কেশে ভরা বিস্ফারিত মুখ—তাহাতে ওহ্ কি বিকট দন্ত আর লক্‌লক্ করা ক্ষুরধার জিহ্বা! কি ভয়ংকর সে ভ্রূভঙ্গী! তাহার উপর ঊর্দ্ধমুখী দুই কর্ণ। বিশাল সে নাসিকাছিদ্র—যেন পর্ব্বত-গুহা; কি ভীষণ ও বিদীর্ণ তাঁহার চোয়াল! গগন-স্পর্শী তাঁহার দেহ—তাহাতে স্থূল গ্রীবা, বিশাল বক্ষঃস্থল এবং ক্ষীণ কটিদেশ; চন্দ্রের আলোর ন্যায় শুভ্র সব রোমরাজি। সমস্ত দিক্ জুড়িয়া বিস্তৃত তাঁহার শত শত বাহু আর তাহাতে শোভিত বিশাল ধারাল নখ এবং পাষণ্ডদলন যত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বজ্র প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র।

এইপ্রকার ভীষণরূপ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াও অসুররাজের চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। প্রহ্লাদের সহিত বিরোধিতা করিবার ফলে চিত্ত তাহার এমনই বজ্রতুল্য হইয়াছে। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া নিজেকে তিনি 'অমর' বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছেন, আর তাহাতেই তাঁহার যত আস্ফালন। কিন্তু উহা ভঙ্গ করিতেই যে সেই 'অদ্ভুত সৃষ্টি'র উদ্ভব—ইহা তাহাকে কে বুঝাইবে? হিরণ্যকশিপু সিংহনাদ করিতে করিতে গদা লইয়া শ্রীনৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু অগ্নির মধ্যে পতঙ্গের প্রবেশের মতই শ্রীহরির অঙ্গ হইতে প্রকাশিত তীব্র আলোচ্ছটার মধ্যে দৈত্যরাজ হারাইয়া গেলেন।

হিরণ্যকশিপু ক্রোধে গদা লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সজোরে ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিলেন। আর যাইবে কোথায়! গরুড় যেমন মহাসর্পকে গ্রাস করে, সেইভাবে ভগবান্‌ও গদাসহ অসুরটীকে মুষ্টিমধ্যে পাক্‌ড়াইয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে লইয়া খেলিতে লাগিলেন, যেমন করিয়া গরুড় সর্পকে লইয়া নিধন করিবার পূর্ব্বে খেলা করে। সেই খেলার মধ্যে হিরণ্যকশিপু একবার ভগবানের ইচ্ছাকৃত শিথিল হস্ত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দূরে ভাগিয়া গিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন যে, 'ভগবান্‌ই নাকি ভয় পাইয়া গিয়াছেন, তাহার

এমনই যুদ্ধকৌশল!' আর ওদিকে ভগবান্ নৃসিংহ গর্জ্জন করিতে করিতে দ্বারদেশে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দৈত্যরাজ খড়্গ ও ঢাল লইয়া সেই অকুস্থলে ছুটিয়া গেলেন। বিনাশকাল যে তাহার উপস্থিত হইয়াছে, তাই কালের সেই হাতছানিতে তাহার না ছুটিয়াই বা উপায় কি?

হিরণ্যকশিপু বধ

হিরণ্যকশিপু অট্টহাস্যে প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে খড়্গ লইয়া বাজপাখীর মত তীব্রগতিতে কখনও আকাশে, কখনও ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরির নিকট আসিতেই তাঁহার তীব্র তেজচ্ছটায় হিরণ্যকশিপুর চোখ খুলিয়া রাখাই দায় হইয়া উঠিল। তাহার উপর মহামহাবেগশালী সেই শ্রীহরির কাছে হিরণ্যকশিপুর ধার করা সামর্থ্যের ধারই বা কতক্ষণ? গরুড় যেমন সর্পকে নিধন করিতে তাহাকে ধরিয়া আকাশে উঠাইয়া তৎক্ষণাৎ সজোরে ভূপাতিত করে, তেমনই শ্রীনৃহরি হিরণ্যকশিপুকে মুষ্টি মধ্যে ধরিয়া উপর হইতে সবেগে নিজ উরুর উপর ফেলিলেন। উহাতে বিবশ হইয়া দৈত্যরাজের হাত-পা ছুড়াছুড়ি বন্ধ হইয়া গেল—প্রচণ্ড যন্ত্রণায় 'মা রে' 'বাপ রে' শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কাতরকণ্ঠে তখন পিতার সদ্‌গতির জন্য শেষ চেষ্টা করিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—

"মাতস্তাতেতি মা ব্রুহি মরণে সমুপস্থিতে।
বদ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দেতি পুনঃ পুনঃ॥"

(হরিভক্তিসুধোদয়)

মরণ-সময়ে পিতঃ, কেন বিফল বচন?
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' নাম কর উচ্চারণ॥

কিন্তু তাই কি হয়? অপরাধ মুখে প্রাণ-নিষ্ক্রমণ কালে 'গোবিন্দ' নাম বাহির হইবেই বা কেন? হৃদয় যে তাহার বজ্র হইতেও কঠিন! সত্য সত্যই এমনই কঠিন যে, পাষাণ-ভেদী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতেও তাহার চর্ম্মে কোন রেখাপাত হইতে পারিত না। কিন্তু তাহাতেই বা কি? ইনি যে স্বয়ং শ্রীহরি—কালেরও কালস্বরূপ! হিরণ্যকশিপুর সেই বজ্রকঠিন হৃদয় চর্ম্মকোষে ঢাকা থাকিলেও ভগবান্ শ্রীনরসিংহ অনায়াসে তাঁহার ঐ বক্ষমধ্যে ভীষণ নখর একেবারে অন্তরপ্রদেশে চালাইয়া দিলেন ও পরক্ষণেই ফালাফালা করিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ রক্ত-

বিন্দুতে তাঁহার কেশর-শোভিত মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। বীররসে উন্মত্ত হইয়া তিনি নিজ জিহ্বাদ্বারা বিস্ফারিত বদনের প্রান্তভাগ লেহন করিতে থাকিলেন—হস্তী-নিধনে মত্ত সিংহের মত তিনি হিরণ্যকশিপুর উদর হৈতে অন্ত্র টানিয়া টানিয়া গলদেশে মালারূপে ধারণ করিতে লাগিলেন। এবং উহার বক্ষমধ্য হইতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া বিজয়ের গর্জ্জন করিতে থাকিলেন। তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত সেই চক্ষুতে তখন চক্ষু রাখে কাহার সাধ্য?

'অমর' হিরণ্যকশিপু মুহূর্ত্তমধ্যে এইভাবে মৃত্যুর করালগ্রাসে ঢলিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে তিনি কত আঁটসাঁট করিয়াই না বর চাহিয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু শেষ রক্ষা হইল কই? 'ব্রহ্মা-রুদ্র বা কাহারও সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে যেন মরণ না হয়'—কিন্তু ইনি স্বয়ং শ্রীহরি, তিনি কাহারও সৃষ্ট নন, তিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদিরও স্রষ্টা; 'মানুষ বা পশুদ্বারা মৃত্যু না হয়'—কিন্তু ইনি না মানুষ, না পশু, ইনি 'নরসিংহ'; 'ঘরে বা বাহিরে না হয়'—তাই দ্বারদেশে; 'ভূমিতে বা আকাশেও নয়'—উরুর উপরে; 'কোন অস্ত্রে নয়'—নখের দ্বারা; 'দিবসে বা রাত্রেও নয়'—সন্ধ্যাকালে; হিরণ্যকশিপুর কোনপ্রকার চাতুরিই শ্রীহরির নিকট টিকিল না। তাই কথায়ই আছে—''মারে হরি, রাখে কে?'', ''ভগবানের মার, দুনিয়ার বার।'' নাস্তিকগণের আস্ফালন এইরূপেই অকস্মাৎ স্তব্ধীভূত হইয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর-মৈত্রেয়-সংবাদে দেখা যায়—হিরণ্যকশিপু ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবকে এক অদ্ভুত প্রাণী বিশেষ মনে করিয়াছিলেন, 'ইনিই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু' এই বিচার করিতে পারেন নাই। ফলে শ্রীহরির দ্বারা হত হইয়া তিনি পরবর্ত্তী ত্রেতা যুগে 'রাবণ'-জন্মে ত্রিলোকের যাবতীয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সে-জন্মে তিনি কাম-পরবশ হইয়া জনক-নন্দিনীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াও তাঁহাকে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি না করিয়া মনুষ্য-বুদ্ধি মাত্র করিয়াছিলেন। সে-কালে পুনরায় ভগবানের হস্তে মৃত্যুবরণ করিবার সৌভাগ্য-ফলে দ্বাপর-যুগে তাঁহার 'শিশুপাল'-রূপে বিখ্যাত চেদিরাজ-বংশে জন্ম হইয়াছিল ও তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে তিনি 'বিষ্ণু'-জ্ঞান করিতে থাকেন। কিন্তু প্রাচীন অভ্যাস বশে তিনি কৃষ্ণ-প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন—স্নান, ভোজন, শয়ন, স্বপন, ভ্রমণ সর্ব্বাবস্থাতেই কৃষ্ণের প্রতি নিন্দন-তর্জ্জনই ছিল তাঁহার একমাত্র কার্য্য। ফলে অজান্তেও তাঁহার আবেশের সহিত সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ, কৃষ্ণ-রূপ-চিন্তন প্রভৃতি হইতে থাকে। ইহার ফলে তাঁহার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইতে থাকে। সে-কারণে অন্তিমকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিতে যখন সুদর্শন-চক্র নিক্ষেপ করেন, তখনই সেই চক্রের তেজচ্ছটা-মধ্যে তিনি পরব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন

করেন। সেই দর্শন করিতে করিতে তিনি চক্রাঘাতে নিহত হইলে তাঁহার মুক্তি লাভ হইয়াছিল। এইভাবে তিন জন্ম অতিক্রম করিলে পর হিরণ্যকশিপু উদ্ধার লাভ করেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপুর নিধন দেখিয়া অসুর সব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—দল বাধিয়া পঙ্গপালের মত সকলে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ভগবান্‌কে আক্রমণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। ভগবান্ তখন ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর শরীর উরুদেশ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ও গর্জ্জন করিতে করিতে কেবল নখের দ্বারাই তাহাদেরকে দলে দলে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। বীররসের উন্মত্ততায় তিনি মস্তকের জটা, কেশর এরূপভাবে হিলাইতে লাগিলেন যে আকাশের মেঘগুলি সেই জটার আঘাতে এদিক্ ওদিক্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল—তাঁহার নিঃশ্বাসের প্রচণ্ডবেগে সমুদ্র লহরময় হইয়া উঠিল—তাঁহার দৃষ্টিতে গ্রহগুলি ভয়ে নিস্তেজ হইয়া পড়িল—তাঁহার পদভারে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত অসুর নিধন হইলে পর আর যখন কোন প্রতিযোদ্ধার দেখা মিলিল না, তখন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব প্রচণ্ড-মূর্ত্তিতে সভার মধ্যস্থলে রাজার চালে রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। আকাশ হইতে তখন তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবগণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত-লহরীতে আর অপ্সরাগণের নৃত্যতালে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল।

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রহ্লাদের স্তবস্তুতি

এদিকে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি-দেবতাগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধ-বিদ্যাধর-নাগগণ, মনু-প্রজাপতি-গণ, অপ্সরা-গন্ধর্ব্বের গোষ্ঠী, চারণ-যক্ষ-কিন্নর-বেতাল-কিম্পুরুষ-গণ, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ—সকলেই দলে দলে পরমানন্দে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে ভগবানের সম্মুখে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া একে একে নানাভাবে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি ভগবানের সেই উগ্রমূর্ত্তি কিছুতেই শান্ত হইল না। আর তাঁহার নিকট যাইয়া শান্ত করিতেও কাহারও সাহস হইল না—এমনই সে রুদ্রমূর্ত্তি! দেবতাগণ তখন লক্ষ্মীদেবীর শরণাগত হইলেন—''মা, আপনিই নিকটে যাইয়া ভগবানকে শান্ত করুন।'' কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মনোভাব অন্যপ্রকার—প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীহরির যে কি বাৎসল্য, কিপ্রকার কৃপা, তাহা সকলকে জানাইতে হইবে, আর ভগবানের ঐ 'অদ্ভুত'-রস আস্বাদন করিবারও এই সময়। তাই তিনি ভীতা হইবার অভিনয় করিলেন,—'প্রভুর এমন ভয়াল রূপ, ইহা আমিও যে কোনদিন দেখি নাই বা শুনি নাই! তাঁহার নিকটে যাইতে আমারও হৃৎকম্প হইতেছে!'

তখন ব্রহ্মা নিকটে করজোড়ে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদকে বলিলেন,—''বৎস প্রহ্লাদ! তোমার উদ্দেশ্যেই ভগবানের এস্থানে আবির্ভাব। সুতরাং তুমিই যাইয়া প্রভুকে শান্ত

কর।" প্রহ্লাদ যেন সে আদেশেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি সানন্দে "যে-আজ্ঞা" বলিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ প্রহ্লাদকেই একমাত্র নিকটে আকর্ষণ করিবেন বলিয়া এক প্রহ্লাদ ভিন্ন সকলেরই হৃদয়ে প্রবল ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সাহ্লাদে ভগবানের চরণপ্রান্তে যাইয়া ভূ-লণ্ঠিত হইয়া সাষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

প্রহ্লাদকে ভূমিতে প্রণত হইয়া থাকিতে দেখিয়াই ভগবানের উগ্রমূর্ত্তি কোথায় উধাও হইয়া গেল—করুণাময়ের হৃদয়ে করুণার সাগর তখন উথলিয়া উঠিল। বাৎসল্যে গদ্‌গদ হইয়া তিনি অত্যন্ত আদরে ভূমি হইতে উঠাইয়া তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন; বলিলেন,—"বাবা, আমি তো তোমারই জন্য আসিয়াছি, আমার জন্য তোমাকে কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছে। দেরী হইয়া গেল বলিয়া মনে কিছু করিও না।"—বলিয়া নিজ হস্তকমল তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিয়া বুলাইতে লাগিলেন। আবার সিংহ যেমন বাৎসল্যে নিজ শাবকের অঙ্গ লেহন করে, তদ্রূপ লেহনের মতই শ্রীনরসিংহের চোখ-মুখ দিয়া অপার স্নেহ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ভগবানের অঙ্গস্পর্শে প্রহ্লাদের সমগ্র অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রেমভক্তিতে অভিষিক্ত হইয়া তিনি অশ্রু-কম্প-পুলকে জরজর হইতে লাগিলেন। এত নিকটে তাঁহার এত আকাঙ্ক্ষার হৃদয়-দেবতাকে পাইয়া প্রহ্লাদ আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত হৃদয় ও সকল দৃষ্টি একমাত্র ভগবানের শ্রীমুখেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিল, আর জিহ্বা এক দিব্য স্ফূর্ত্তিতে বাঙ্‌ময় হইয়া উঠিল—

"হে দেব! আপনার প্রতি অনন্যমনা যে সত্ত্বগুণের ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ঋষিগণ বা সিদ্ধগণ, সেই তাঁহারাও যাঁহাকে এত সুমধুর বাক্য-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারাও সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, সেই আপনি কি নিতান্তই তামসিক, ঘোর অসুরবংশে জাত আমার বাক্যে তুষ্ট হইবেন? তথাপি ভরসা এই যে, আপনি গজেন্দ্রের প্রতি কেবল ভক্তিদ্বারাই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার এক ভক্তি বিনা কি সম্পদ ছিল? ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, পৌরুষ, প্রতাপ, ইন্দ্রিয়পটুতা, তেজ, দেহবল, বুদ্ধি বা যম-নিয়মাদি যোগ—ইহাদের কোনটীর দ্বারা আপনার সন্তোষ বিধান করা যায় না।[১৯] ঐ দ্বাদশগুণে গুণী হইয়াও কোন ব্রাহ্মণ যদি আপনার প্রতি বিমুখ হন, তবে ঐ ব্রাহ্মণত্বেই বা তাঁহার কি লাভ হইল? তিনি কুলের কি কথা, নিজেকেই পবিত্র করিতে পারেন না। তাঁহার অপেক্ষা চণ্ডালকুলে আবির্ভূত জগৎপাবন এক ভক্ত বরং সমস্তপ্রকারে শ্রেষ্ঠ।[২০] যদি বলেন, ঐরকম সম্মানপূর্ব্বক ভক্তি করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হন, সুতরাং ইহাতে আমার আর কি অধিক বৈশিষ্ট্য? তাহা হইলে বলি, আপনি তো নিজ লাভেই পরিপূর্ণ—আপনার কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রাপ্তির তো অপেক্ষা নাই। তথাপি আপনি যে আমার মত মূর্খ, দীন ব্যক্তিদেরও পর্য্যন্ত পূজা গ্রহণ করেন, তাহা কেবল আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য—এইপ্রকার করুণাই আপনার স্বভাব (যেমন, দরিদ্র সুদামা যে ভাঙ্গা-চিড়া উপহার লইয়া দ্বারকায় শ্রীহরির নিকট গিয়াছিলেন, সেই অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি হরি বলপূর্ব্বক সেই উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহার কি লাভের অপেক্ষা ছিল? প্রকৃতপক্ষে স্বভাবেই তিনি করুণাময়—ইহাই প্রমাণিত হয়)। আপনি পূজাগ্রহণ করিলে তবেই জীব কৃতার্থ হয়—এই কারণেই আপনার পূজাগ্রহণ। লোকে সাজ-সজ্জা করিয়া আয়নার সামনে যে দাঁড়ায়, তাহাতে প্রতিবিম্বকে সুন্দর দেখাইলেও আসলে নিজেই সে সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়। ঠিক সেইপ্রকার।[২১]

সুতরাং ইহাতেই আমি বড় ভরসা পাইতেছি। যদিও আমি অতি নীচ, তথাপি তাহাতে ভয় বা সঙ্কোচের কিছু নাই। আমার যতটুকু বুদ্ধি, সামর্থ্য, তাহার দ্বারা সমস্ত যত্নের সহিত আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিব। আবার আপনার মহিমা-কীর্ত্তনেরও কি মহিমা! ইহাও যদি কেহ শ্রবণ করেন, বা পশ্চাৎ কেহ পাঠ করেন, তাহাতেও সংসারী জীব পবিত্র হইয়া যায়।

১৯। মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজ-, স্তেজঃ-প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধি-যোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো, ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়।।

২০। বিপ্রাদ্দ্বিষড়্-গুণযুতাদরবিন্দনাভ-, পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনো-বচনেহিতার্থ-, প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।।

২১। নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো, মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং, তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ।। (ভাঃ ৭।৯।৯-১১)

হে নাথ, আপনি বিশ্বের মঙ্গল বিধান করিতেই জগতে অবতীর্ণ হইয়া বিভিন্ন লীলাবিস্তার করিয়া থাকেন—কাহারও ভয় উৎপাদনের জন্য নহে। বরং হে নৃসিংহ, লোকেরা ভয় নিবৃত্তির জন্যই আপনার এই ভীষণ নরসিংহ-রূপ স্মরণ করিবে। হে অজিত, আপনার এই করাল-বদন, গলায় অন্ত্রমালা, রক্তাক্ত কেশর ও নখ—এইসকল দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে না। (ইহা তো আপনার ভক্তবাৎসল্য-হেতু অত্যন্ত স্নেহেরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছে)। বরং নিজ কর্ম্মদোষে এই সংসারে নিক্ষিপ্ত হইয়া যে দুঃসহ দুঃখের চক্র দেখিতেছি, তাহা হইতেই ভীত হইতেছি। আপনি কবে প্রসন্ন হইয়া এই সংসার-ভয়নাশক আপনার চরণকমলে ডাকিয়া লইবেন?[২২]

হে ভূমন্, এ-সংসারে জীবের কত দুঃখ! যাহা কিছু প্রিয়, তাহা হইতে বিয়োগ, আর যাহা অপ্রিয়, তাহার সহিত সংযোগ—এইপ্রকারে সকলে শোকের আগুনে জন্ম জন্ম ধরিয়া জ্বলিতেছে। আবার ইহার প্রতীকার-রূপে যাহা কিছু করা যায়, তাহা হইতেও আবার অন্য এক দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়; হে নাথ! প্রকৃত প্রতীকার তো কেবল আপনার দাস্য—সেই দাস্যযোগের কথা আমায় দয়া করিয়া বলুন।[২৩] আসলে সংসারে জীব কিছুতেই বুঝিতে চাহে না যে, প্রকৃতপক্ষে আপনার দ্বারা উপেক্ষিত হইলে মাতাপিতাও বালকের রক্ষক হইতে পারেন না, ঔষধও রোগীর রক্ষা করিতে পারে না, বা সমুদ্রে নৌকা থাকিলেও তাহাতে ডুবন্ত লোকের রক্ষা হয় না, অথবা যে প্রতীকারই লওয়া যাউক না কেন, তাহা কেবল ক্ষণিক মাত্র হয়।[২৪] প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা তো আপনিই। পিতা-মাতা-রূপে, বা ব্রহ্মাদি-দেবতা রূপে বা তাঁহাদের দ্বারা আসলে তো আপনিই রক্ষা কার্য্য করেন; আপনিই 'কর্ত্তা', আপনিই 'কর্ম্ম', আপনিই 'করণ' 'সম্প্রদান' 'অপাদান' 'অধিকরণ'—ইত্যাদি সর্ব্ব'কারক' আপনিই। সুতরাং এস্থলে অন্য কাহারও তো বাহাদুরী দেখিতেছি না।[২৫]

আপনার বহিরঙ্গা শক্তি যে 'মায়া', তাঁহার দ্বারা জীবের অনন্তবাসনাময় দুর্জ্জয় 'লিঙ্গ'-শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। সেস্থলে আপনাকে ভজন না করিয়া কে সেই মায়া-নির্ম্মিত সংসারচক্রকে অতিক্রম করিতে পারে?[২৬] হে বিভো! আমি সেই

২২। ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-, সংসারচক্র-কদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং, প্রীতোঽপবর্গ-শরণং হ্বয়সে কদা নু॥

২৩। যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়-বিয়োগ-সংযোগ-জন্ম-, শোকাগ্নিনা সকল-যোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং, ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্॥

২৪। বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ! নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মুজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-, স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্॥

২৫। যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্-, যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্স্বভাবঃ, সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্॥

২৬। মায়া মনঃ সৃজতি কর্ম্মময়ং বলীয়ঃ, কালেন চোদিত-গুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিত-ষোড়শারং, সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ॥ (ভাঃ ৭।৯।১৬-২১)

সংসারচক্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিক্ষণ নিষ্পেষিত হইতেছি। আপনি এই শরণাগত আমাকে আপনার নিকট আকর্ষণ করিয়া লউন।

হে নাথ, লোকে যে স্বর্গের লোকপালগণের আয়ু, সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য কামনা করে, তাহারই বা কি এমন মহিমা—কারণ, সেইগুলি আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে তাহার ভ্রূকুটীতেই সব তচ্‌নচ্ হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। আর সেই পিতাও যখন আপনার নিকট নিধন হইয়াছেন, তখন এই সব ভোগের পরিণাম যে কি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব ব্রহ্মাদিরও ভোগোপকরণ, আয়ু বা সুখ, সম্পদ, অনিমাদি সিদ্ধি প্রভৃতি লাভের ইচ্ছা করি না। আপনি কেবল আপনার ভৃত্যের পার্শ্বে আমাকে স্থান প্রদান করুন।[২৭]

হে পরমেশ্বর! কোথায় তমোগুণে পূর্ণ অসুরকুলে জাত অধম আমি! আর কোথায় আপনার দয়া! তথাপি ব্রহ্মা, শিব, কিংবা লক্ষ্মীদেবীর মস্তকে যাহা আপনি অর্পণ করেন নাই, সেই পদ্মহস্ত কি না আমার মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন![২৮] ইহা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে, আপনার মধ্যে অন্য সকলের মত উত্তম-অধম বলিয়া কোন ভেদ বিচার নাই। আপনি প্রাণী মাত্রেরই আত্মা এবং বন্ধু। তথাপি সকলের প্রতি যে আপনার একইপ্রকার কৃপা দেখা যায় না, তাহার কারণ, আপনি—কল্পতরু তুল্য। যাহার যেরূপ বাঞ্ছা, কল্পতরু তাহাই দান করে—ইহাতে কল্পতরুর কাহারও প্রতি যেমন ভেদ-ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ। আপনার প্রতি যাহার যেমন ভাব, বা সেবাবৃত্তি, সেই অনুরূপই তাহার ফললাভ—ইহাতে কাহারও প্রতি আপনার কোন উঁচু-নীচু ভেদ-বিচার নাই।[২৯]

হে ভগবন্! ভোগের তাড়নায় বিষয়াসক্তি-ফলে আমি যখন সংসার নয়, যেন বিষধর সর্পকূপেই পতিত হইয়াছিলাম, তখন দেবর্ষি নারদ আসিয়া আমাকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার মন্ত্ররাজ-প্রদানদ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই ভৃত্যানুভৃত্য আমি—কিরূপে আপনার ভৃত্যের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি?[৩০] তজ্জন্যই আমি

২৭। দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিল-ধিষ্ণ্যপানা-, মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যান্ জনোঽয়ম্।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাস-বিজৃম্ভিতভ্রূ-, বিস্ফূর্জ্জিতেন লুলিতা স তু তে নিরস্তঃ॥
তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ, আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ, কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্য-পার্শ্বম্॥ (ভাঃ ৭।৯।২৩-২৪)

২৮। ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেস্মিন্, জাতঃ সুরেতর-কুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া, যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ॥

২৯। নৈষা পরাবর-মতির্ভবতো ননু স্যা-, জ্জন্তোর্যথাত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি।
সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ, সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্॥

৩০। এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে, কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবান্ গৃহীতঃ, সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবান্॥(ভাঃ ৭।৯।২৬-২৮)

আপনার ভৃত্যের পার্শ্বে স্থান প্রার্থনা করি। হে অনন্ত! আমি মনে করি—আপনি নিজের ভৃত্য শ্রীনারদ ঋষির কথা রক্ষা করিতেই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালে আমার জন্য মাতা ঋষির নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, ঋষি যে বলিয়াছিলেন,—'তোমার পুত্রের বিনাশকের বিনাশ হউক্,' সেই বাক্য রক্ষা করিতেই আপনি আমার প্রাণরক্ষা এবং পিতাকে বধ করিয়াছেন।

হে পরমেশ্বর! কারণ-সাগরে আপনি অনন্ত-শয্যায় শায়িত থাকেন; সেই সমাধি হইতে বিরত হইবার সময় আপনার নাভিপদ্ম হইতে এক মহাপদ্মের আবির্ভাব হয়—যে-রূপে সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে বিরাট বটবৃক্ষের উদয় হয়, তদ্রূপ। সেই মহাপদ্মে ব্রহ্মার উদ্ভব হয়; কিন্তু তিনি তখন সেই পদ্ম ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান নাই—এমনকি শতবর্ষ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন থাকিয়া অনুসন্ধান করিয়াও আপনাকে লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি সেই পদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তীব্র তপস্যা-দ্বারা যখন বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি নিজ দেহ-মধ্যেই আপনার দর্শন লাভ করিলেন। সহস্র বদন, সহস্র চরণ, সহস্র মস্তক, সহস্র হস্ত, সহস্র অলঙ্কার, সহস্র অস্ত্রে সুসজ্জিত মহাপুরুষ-রূপে আপনাকে দর্শন করিয়া শ্রীব্রহ্মার আনন্দের সীমা রহিল না। আপনি 'হয়গ্রীব'-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদ-দ্রোহী অত্যন্ত বলবান্ 'মধু' ও 'কৈটভ' নামক দুই অসুরকে বিনাশ করত ব্রহ্মাকে 'বেদ' অর্পণ করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে হে মহাপুরুষ! আপনি কখনও নর, কখনও পশু, কখনও ঋষি, কখনও দেবতা, কখনও মৎস্য প্রভৃতি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগৎদ্রোহীদের বিনাশ করিয়া থাকেন। আপনি প্রতি যুগেই যুগানুরূপ ধর্ম্মের সংরক্ষণ করেন—তবে 'সত্য', 'ত্রেতা' ও 'দ্বাপর'-যুগে যেরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, কলিতে সেরূপে প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদিত-রূপে অবতীর্ণ হন; তাই আপনাকে 'ত্রিযুগ'-নামে বলা হইয়া থাকে।[৩১]

হে বৈকুণ্ঠনাথ! আপনি জগতে বারম্বার অবতীর্ণ হইয়া কতপ্রকারে নিজ রূপ, গুণ, লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, কিন্তু হায়, আমাদের পাপদুষ্ট অসাধু মন—তাহা অত্যন্ত কামাতুর হইয়া শোক-হর্ষ-ভয় ও বিষয়-বাসনায় এরূপ কাতর থাকে যে, আপনার কথায় তাহার প্রীতি হয় না; সুতরাং আপনার তত্ত্ব আমরা কিরূপে বিচার করিব?[৩২] হে অচ্যুত! এক স্বামীর বহু পত্নী থাকিলে তাহারা যেরূপ উক্ত স্বামীকে নিজ নিজ দিকে আকর্ষণ করত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তদ্রূপ আমাকে জিহ্বা একদিকে, চক্ষু

৩১। ইত্থং নৃ-তির্য্যগৃষি-দেব-ঝষাবতারৈ-, র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং, ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।

৩২। নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ, সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষ-শোক-ভয়ৈষণার্ত্তং, তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃষামি দীনঃ।। (ভাঃ ৭।৯।৩৯-৪০)

অন্যদিকে, কর্ণ অপরদিকে এবং এইপ্রকারে নাসিকা, উদর, উপস্থ প্রভৃতি সব নিজ নিজ দিকে আকর্ষণ করিতে থাকায় আমি প্রতিনিয়ত যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছি।[৩৩]

হে ভবপারের কাণ্ডারী, এই সংসার-রূপ বৈতরণীতে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম-অনুসারে হাবুডুবু খাইতেছে। তাহারা মূঢ়তা-বশে সংসারে কিপ্রকার বৃথা শত্রুতা ও প্রীতির জালে আবদ্ধ হইতেছে এবং সর্ব্বদা কতই না উদ্বেগে দিন যাপন করিতেছে! সুতরাং আপনি কৃপাপরবশ হইয়া এইসকল মূঢ়গণকে উদ্ধার করুন![৩৪] হে জগদ্‌গুরু, যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, সেই আপনার নিকট এইসকল লোকের উদ্ধারে কি পরিশ্রম? তাহা ছাড়াও, আপনি তো দীনবন্ধু এবং কত মহান্! সুতরাং মূঢ়দের প্রতি আপনার দয়াই তো স্বাভাবিক। যদি বলেন, 'আমি তো তোমার জন্যই আসিয়াছি' তাহা হইলে বলি, আমি তো আপনার প্রিয়জনের সেবক (অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনের প্রভাবেই আমার উদ্ধার হইয়া গিয়াছে), সুতরাং আমার উদ্ধারে আপনার কি মহিমা?[৩৫]

হে শ্রেষ্ঠ, আপনার গুণ-কথার অমৃত-সাগরে আমার চিত্ত সর্ব্বদাই মগ্ন, তাই দুস্তর 'বৈতরণী' হইতে আমার কোন ভয় নাই। কিন্তু আপনা হইতে বিমুখ এইসব ইন্দ্রিয়সুখ-কাতর, কুটুম্বপাগল, মূর্খদের জন্য আমার খুব দুঃখ হয়।[৩৬] হে দেব, প্রায়ই দেখা যায়, মুনিগণ নিজ মুক্তিকামনায় একাকী মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের অন্যের উদ্ধারে নিষ্ঠা নাই। কিন্তু আমি এই মূঢ় দৈত্যবালকদের পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তি লাভের ইচ্ছা করি না। হে দেব, জীবগণের সংসারে এই আসা-যাওয়া হইতে রক্ষা করিতে এক আপনি বিনা কে আছেন?[৩৭]

যদি বলেন, কেন,—মৌন, ব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, বেদপাঠ, স্বধর্ম্ম, ব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটী মুক্তিলাভের পন্থা বলিয়া তো প্রসিদ্ধই আছে, তবে আমার অপেক্ষা কেন? তাহার উত্তর এই যে, এইগুলি আসলে অজিতেন্দ্রিয়-ব্যক্তিদেরই জীবনধারণের উপায় হইয়া থাকে এবং ইহাতে তাঁহারা

৩৩। জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা, শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-, র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

৩৪। এবং স্বকর্ম্মপতিতং ভববৈতরণ্যা-, মন্যোঽন্য-জন্মমরণাশন-ভীতভীতম্।
পশ্যন্ জনং স্ব-পর-বিগ্রহ-বৈর-মৈত্রং, হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥

৩৫। কো স্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস, উত্তারণেঽস্য ভব-সম্ভব-লোপ-হেতোঃ।
মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আর্ত্তবন্ধো, কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ॥

৩৬। নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়-বৈতরণ্যা-, স্ত্বদ্বীর্য্য-গায়ন-মহামৃত-মগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-, মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥

৩৭। প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্ত-কামা, মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো, নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ (ভাঃ ৭।৯।৪০-৪৪)

কেবল দম্ভে পূর্ণ হইতে থাকেন, ফলে তাঁহাদের কখনও সুবিধা হয়, কখনও হয় না।[৩৮] কিন্তু এ-সবের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আপনাকে পাওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্তিযোগই মাত্র আপনাকে লাভের উপায়। উদাহরণ স্বরূপে বলি,—কাষ্ঠে অগ্নি থাকিলেও যেমন তাহা দেখা যায় না, তদ্রূপ সকল বস্তুর অন্তর্যামী হইলেও আপনাকে অনুভব করা যায় না। তাহার পর ঘর্ষণের দ্বারাই মাত্র যেমন ঐ কাষ্ঠ হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইপ্রকার ভক্তিযোগের দ্বারাই সকল কিছু মধ্যেই আপনার দর্শন হয়—আর অন্য উপায় নাই।[৩৯]

তাহার পর, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ বা মর্ত্ত্য-লোকের প্রাণীগণ—ইহাদের সকলেরই আদি ও অন্ত আছে, সুতরাং তাহারা কেহই আদি-অন্তরহিত আপনাকে জানিতে পারে না। তাহা হইলে সেই জড় ও সীমাযুক্ত মন, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা এবং শাস্ত্র-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি করিয়া আপনাকে কিপ্রকারে জানা যাইবে? সুধীগণ এইরূপ বিচার করিয়া তাই কেবল শাস্ত্র-অনুশীলন হইতে বিরত হইয়া আপনার প্রতি শুদ্ধভক্তি-লাভের জন্যই মাত্র যত্ন করেন।[৪০] হে পূজ্যতম! আপনার প্রতি নমস্কার, আপনার গুণগাঁথা-কীর্ত্তন, আপনাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ, আপনার পূজা, আপনার চরণ-স্মরণ, আপনার কথা শ্রবণ—এই ছয় সাধন ছাড়া পরমহংসগণের প্রাপ্য সেই আপনার প্রতি আর কিভাবে ভক্তিলাভ হইতে পারে?[৪১]

প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনার আদেশ-দ্বারা ভগবানের পরীক্ষা

এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রহ্লাদ বিরত হইলেন। শ্রীভগবান তাঁহার স্তবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বরহস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার স্তবের কারণেই যে প্রসন্নতা, তাহা নয়। আমি তোমার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই প্রসন্ন। আমাকে প্রসন্ন না করিয়া আমার দর্শন কেহ পায় না। আমার সেই দর্শন লাভ হইলে কাহারও কোন কামনা অপূর্ণ থাকে না। এখন তুমি ইচ্ছা মত বর প্রার্থনা করিয়া লহ।" প্রহ্লাদ তাহার উত্তরে বলিলেন—"হে নাথ! জন্মে জন্মে আপনার প্রতি আমার একমাত্র পরম শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তিই মাত্র প্রার্থনা, ইহা ছাড়া আমি অন্য কিছুই চাহি না।" শুনিয়া

৩৮। মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-, ব্যাখ্যা-রহো-জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং, বার্ত্তা ভবন্ত্যত না বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

৩৯। রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে, বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচক্ষন্তে ত্বাং, যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৬, ৪৭)

৪০। নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে, সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-, মেবং বিমৃষ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥

৪১। তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্ম-পূজাঃ, কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং, ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৯,৫০)

ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—''আমাতে তোমার বিশুদ্ধা-ভক্তিই আছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে। তথাপি আমার নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা হয়, বর গ্রহণ কর" (বিষ্ণুপুরাণ)। তিনি আরও বলিলেন (হরিভক্তিসুধোদয়ে)—''হে বৎস, আমার প্রতি তোমার এরূপ সম্ভ্রম ভাব পরিত্যাগ কর। ভক্তগণে এরূপ ভাব দেখিলে আমার প্রীতি হয় না। তুমি স্বাধীনভাবে তোমার প্রণয় প্রকাশ কর দেখি। আমি সদা মুক্ত হইলেও ভক্তগণের স্নেহডোরে বাঁধা থাকি। স্বজনে স্নেহ, ধনে আসক্তি প্রভৃতি ছাড়িয়া যে ব্যক্তি আমাতে ভক্তি করে, তাহার আমি ও সে আমার হয়—আমাদের আর কোন বান্ধব নাই। আমি নিত্যই পূর্ণকাম, তথাপি আমার যে জন্মাদি বিবিধ লীলা, তাহা কেবল ভক্তগণের সুখবিধানের জন্য। সুতরাং তোমার কি প্রিয়, তাহাই বল।"

প্রিয়? ভগবান্ ছাড়া প্রিয় আর কি থাকিতে পারে? তিনি যে আত্মারও আত্মা—তাঁহার মত প্রিয়তম আর কিছুই হইতে পারে না। যাঁহাকে যোগি-মুনিগণ ধ্যানযোগে ক্ষণমাত্র দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হন, বা জ্যোতিঃ মাত্র রূপে দর্শন পাইয়া আনন্দে মগ্ন হন, সেই তিনি সাক্ষাৎরূপে আসিয়া দর্শন দিয়াছেন, অঙ্গে হস্তস্পর্শ প্রদান করিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা পুনরায় আর প্রিয় কি থাকিতে পারে? ভগবান্ উল্লসিত হইয়া বলিলেন,—''সত্যই বলিয়াছ, আমার দর্শন ব্যতীত তোমার প্রিয় কিছু নাই। তাহাতেই তুমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছ। এইজন্য তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এবং আমার প্রতি তোমার এই প্রীতি উত্তরোত্তর বাড়িবে। তথাপি তোমার প্রতি আমার কিছু কৃত্য তো আছে। আমার প্রিয়তার জন্য অন্ততঃ বর প্রার্থনা কর।"

এইরূপে ভগবান্ প্রহ্লাদকে ভক্তি-ভিন্ন অন্য অত্যন্ত দুর্ল্লভ সব বিভূতি বা সিদ্ধি কিংবা মুক্তি, যাহা ব্রহ্মা-শিবাদির নিকট হইতেও লাভ করা কদাপি সম্ভব নহে—এইপ্রকার বর চাহিয়া লইতে বারংবার প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। আর কে করিতেছেন? স্বয়ং পরতত্ত্ব ভগবান্—যিনি সর্ব্বসমর্থ, সর্ব্বারাধ্য এবং পরম গৌরবের বস্তু। এইপ্রকার কেহ মুহুর্মুহুঃ কিছু প্রদান করিবার জন্য জোর করিতে থাকিলে তাহা গ্রহণ না করা বাস্তবে খুবই কঠিন। সে-ক্ষেত্রে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও একপ্রকার বাধ্য হইয়াই তাহা গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তের প্রতি কিপ্রকার পরীক্ষা! ''**কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।।**" (চৈঃ চঃ)। 'ভুক্তি' অর্থাৎ জাগতিক ভোগ, তাহা 'বিভূতি' বা 'সিদ্ধি' যে-প্রকারেই হউক, তাহা প্রাকৃত। 'মুক্তি'ও সেই প্রাকৃত গন্ধযুক্ত। কিন্তু 'ভক্তি' (অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি) সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। সুতরাং সেই শুদ্ধভক্তির পাত্র অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের হৃদয় যে কিপ্রকার অপ্রাকৃত, অর্থাৎ প্রাকৃত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনারহিত, তাহাই মাত্র দৃষ্টান্ত-রূপে জগতে স্থাপন করিতে ভগবানের প্রহ্লাদকে এরূপ প্রলোভন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রহ্লাদের শুদ্ধভক্ত-স্বরূপ প্রকাশ

প্রহ্লাদ তদুত্তরে কহিলেন,—হে ভগবন্, স্বভাবেই আমি অত্যন্ত কামাসক্ত। কামের ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়া শুনিয়া উহা হইতে আমার অত্যন্ত ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য নির্ব্বিণ্ণ হইয়া আপনার চরণাশ্রয় করিয়াছি। এখন পুনরায় সেই কামে আমাকে প্রলোভিত করিবেন না। সংসারের বীজ-স্বরূপ ও বন্ধন-স্বরূপই হইল এই 'কাম', তাহাতে প্ররোচিত করা আপনার নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য নয়—আপনি প্রকৃতপক্ষে আমাকে যাচাই করিয়া লইতেছেন, যে আমি আপনার ভৃত্য হইবার যোগ্য কিনা।[৪২] ভৃত্য কাহাকে বলে? প্রভুর সেবার বিনিময়ে যে সেবা না চাহিয়া নিজ সুখের জন্য অন্য বিষয় চাহিয়া লয়, তাহাকে ভৃত্য না বলিয়া বরং 'বণিক' বলা ভাল। ইহা কখনও ভৃত্য-লক্ষণ নহে।[৪৩] আবার, কাহাকেই বা বলে প্রভু? যিনি নিজের প্রভুত্ব দেখাইতে অর্থাৎ নিজের অধীন করিয়া রাখিতে কাহাকেও ঐশ্বর্য্যাদি বিষয় দান করেন, তিনিও প্রকৃতপক্ষে 'প্রভু' নহেন।[৪৪] এইপ্রকার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ, এইপ্রকার বণিক-বৃত্তি কেবল এই জগতেই মাত্র শোভা পায়—আত্মধর্ম্মের রাজ্যে নহে। সেই রাজ্যে আপনি যে প্রভু, তাঁহার যেমন এইপ্রকার অভিসন্ধি নাই, আর আমিও তদ্রূপ আপনার বণিক ভৃত্য নহি। সুতরাং আমাদের মধ্যে এইরূপ লেন-দেন বিচারের প্রয়োজন নাই।

"যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ (ভাঃ ৭।১০।৭)

'হে বরদরাজ! আপনার এই নাম সার্থক হউক্। যদি আমার অভীষ্টই বরদান করেন, তবে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার হৃদয়ে যেন কখনই কোন কাম-বাসনা না জাগে। কারণ এই কাম-বাসনায় জীবের ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ, স্মৃতি, সত্য—সব নাশ হইয়া যায়। আবার জীব যখন হৃদয়ের কাম-বাসনা পরিত্যাগ করে, তখন আপনার তুল্য ঐশ্বর্য্য-লাভে সমর্থ হয়।'[৪৫] এই বলিয়া তিনি ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন,—

"ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুত-সিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥"

ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্, পরমপুরুষ, বিভু আত্মা, অদ্ভুত সিংহমূর্ত্তি, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা শ্রীহরি—আপনাকে নমস্কার।

৪২। ভৃত্যলক্ষণ-জিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ। ভবান্ সংসার-বীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥

৪৩। নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ। যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥

৪৪। আশাসানো ন বৈ ভৃত্যং স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ। ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥

৪৫। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্ম্মো ধৃতির্মতিঃ। হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা॥
বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্। তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে॥
(ভাঃ ৭।১০।৩-৫,৮,৯)

এই হইলেন ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ—কিপ্রকার পবিত্র হৃদয়! তাঁহার সুদীনতা, পরমসহিষ্ণুতা, অমানীত্ব, মানদত্ব এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার শুদ্ধভক্তির প্রতি অতুল নিষ্ঠা—সকলই 'সাধনভক্তি'-অনুশীলনকারী সাধকগণের জন্য পরম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। তাঁহার পিতা সীমাহীন অত্যাচার করিলেও তিনি কখনও হরিভজন পরিত্যাগ করেন নাই, বা পিতার সহিত তিনি কোন মীমাংসা করিতে যান নাই, বরং প্রতিসময় তিনি নির্ভীক কণ্ঠে অথচ দীনতার সহিত ও যথাযথ সম্মান দান করিয়াই পরম সত্য কথা, ভগবানের কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—ইহা যে তাঁহার কিপ্রকার সহনশীলতা, ভাবা যায় না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কথিত "**তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥**"—এই বাক্যের তিনি হইলেন পরমোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং একই সাথে "**অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্**" সাধনভক্তির এই তটস্থলক্ষণ-অনুশীলনের তিনি পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ, কিভাবে সমস্ত প্রকার ভোগের কামনা ও মুক্তির কামনা শূন্য হইয়া এবং ভক্তির নামে বণিক্‌বৃত্তি-রূপ কপটতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই মাত্র ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে, এবং 'ভক্তি' কিছু সুবিধা-লাভের বা দুঃখ নিবৃত্তির 'সাধন' বিশেষ নয়, ইহা স্বয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য-স্বরূপ, যাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আর কোন 'বর' বা 'সাধ্য' চলিতে পারে না,—তাহাই তিনি সর্ব্ব জগদ্বাসীর নিকট তুলিয়া ধরিলেন। 'নিত্য কৃষ্ণদাস' বলিয়া জীবের যে-শুদ্ধ হরিভক্তিই কেবল 'নিত্যধর্ম্ম', তাহা বদ্ধদশায় নানা ভোগের কামনায় ঢাকা মাত্র পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সব কামনা-রূপ আবরণ দূর করিলেই সেই 'হরিভক্তি'-রূপ মহা মহা ঐশ্বর্য্যের, পরম সাধ্যের সন্ধান পাইয়া জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়—"**ভগবত্ত্বায় কল্পতে**", তাহাই প্রহ্লাদ মহারাজ কোটি কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

ব্রহ্মা-শিবাদি পরম বৈষ্ণব-মহাজনগণ সাক্ষাৎরূপে ভগবান্ ও ভক্তের এইরূপ প্রেমময় কথপোকথন শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। 'অহো, শুদ্ধভক্তের ও শুদ্ধভক্তির এইপ্রকার মহিমা!'—ভাবিয়া তাঁহারা রোমাঞ্চে পূর্ণ হইলেন। স্বয়ং শ্রীশিব শ্রীনারদের নিকট তাহা একসময় কীর্ত্তন করিতে গিয়া কেমন পঞ্চমুখ হইয়াছেন,—"হে নারদ! আমি, তোমার পিতা ব্রহ্মা, গরুড়াদি পার্ষদ, এমনকি মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলিয়া এই জগতে প্রহ্লাদই প্রসিদ্ধ" (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৩।৭৫)। শুধু তাহাই নহে প্রহ্লাদকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি প্রণাম করিলেন,—

পুনঃ পুনর্বরান্-দিৎসুঃ বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥

'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পুনঃ পুনঃ প্রচুর বর দিতে চাহিলেও যিনি মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া কেবল ভক্তিকেই বরণ করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি।'

ব্রহ্মা-শিবাদিরও নমস্য রূপে পরিগণিত শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁহাদের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া 'দ্বাদশ মহাজনে'র একজন-রূপে জগদ্বিখ্যাত হইলেন।

এদিকে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব সমস্তপ্রকার প্রলোভনের উত্তরে প্রহ্লাদের ঐপ্রকার কথা শুনিয়া তাঁহার বুক আনন্দে ভরিয়া গেল—'এই হইল আমার ভক্ত! দেখ, জগদ্বাসী দেখ! সাধে কি বলি,—"**দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ**"—আমার ভক্তগণকে সমস্ত প্রকার ভোগ বা মোক্ষ ঢালিয়া দিলেও এক আমার সেবা ছাড়া তাহারা আর কিছুই গ্রহণ করে না।' প্রহ্লাদ সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাই বলিলেন,—"প্রহ্লাদ, তোমার মত ভক্তের মুখে ইহাই যোগ্য কথা। যথার্থই আমার যাহারা শুদ্ধভক্ত, তাহারা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন সুখই কামনা করে না। এখন আমার কথা রাখ। তুমি এই মন্বন্তর মাত্র দৈত্যগণের অধীশ্বর হইয়া জগতে অবস্থান কর এবং বিষয়সকল উপভোগ কর। তোমার নিকট আমার প্রিয় কথাই তো একমাত্র 'বিষয়'—তাহাই সেবা কর। আর সকল কিছুতেই অবস্থিত এক যজ্ঞেশ্বর আমাকে ভক্তিযোগ-দ্বারা যাজন কর, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে না। এইরূপে সুখে তোমার কীর্ত্তি বিস্তার কর। তোমার কীর্ত্তি দেবতাগণেরও বন্দনীয় হইবে। সময় হইলে এই সমস্ত দায়িত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমার নিকট আসিবে। যে-সকল ব্যক্তি তোমাকে সহ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে তোমার কথিত স্তোত্র ও কথা আলোচনা করিবে, তাহারাও যথাসময়ে সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।"[৪৬]

প্রহ্লাদের দৈত্যরাজ-উদ্ধার প্রার্থনা

ভগবান্ প্রহ্লাদকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত জগদ্বাসীকে এইপ্রকার 'বর' প্রদান করিলে, প্রহ্লাদ আনন্দে আপ্লুত হইলেন। তিনি যে ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, 'সর্ব্বসমর্থ আপনার পক্ষে সংসারের এই মূঢ় লোকদের উদ্ধারে কি পরিশ্রম'—তাহারই উত্তরে ভগবানের এই ব্যবস্থা। তখন তাঁহার পিতার কথা মনে হইল,—'সকলের তো হইল, তাঁহার কি গতি হইবে', ইহা জানিতে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"হে মহেশ্বর, আমি আরও একটী বর চাহিতেছি। তাহা এই—আমার পিতা আপনার দৃষ্টি-মাত্রেই যদিও পবিত্র হইয়াছেন, তথাপি তিনি আপনিই যে ঈশ্বর, তাহা জানিতে পারেন নাই। বরং আপনাকে ভ্রাতৃঘাতক মাত্র জানিয়া কেবল বিরোধিতাই মাত্র করিয়াছেন। আর আমাকে 'আপনার ভক্ত' জানিয়া আমার সহিতও কত দ্রোহাচরণ করিয়াছেন। ভক্তপ্রতি অপরাধ আপনি সহন করেন না। আমার পিতা এই উভয়প্রকার অপরাধে মহা-অপরাধী হইয়াছেন। হে কৃপণবৎসল, আপনি দুস্তর এইসব অপরাধ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করুন—ইহাই একমাত্র নিবেদন।"

৪৬। য এতৎ কীর্ত্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ। ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরন্ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ (৭।১০।১৪)

অহো, বৈষ্ণবগণ কিপ্রকার পরদুঃখ-দুঃখী! ভগবানের মতই তাঁহাদেরও কৃপার কোন সীমা নাই। ক্ষোভের কারণ থাকিলেও ক্ষুভিত না হওয়া, ক্ষমার অযোগ্য হইলেও ক্ষমা করা, আবার তাহারই মঙ্গল প্রার্থনা করা—ইহাই তাঁহাদের তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা ও মহাউদারতা। ভগবানের প্রতি যাহাদের দ্বেষভাব থাকে, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়—ইহাই শাস্ত্রনির্দ্দেশ। উপেক্ষা বলিতে নিরপেক্ষতা বুঝায়। ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হইল—প্রহ্লাদ-মহারাজের নিজ পিতার প্রতি নিরপেক্ষতা (ভক্তিসন্দর্ভ)। অহো, সত্যই কিপ্রকার সে-নিরপেক্ষতা! তাঁহার প্রতি পিতার প্রচুর দ্বেষভাব তিনি দেখিলেও তথাপি তিনি প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহার প্রতি কোন দ্বেষভাব পোষণ করেন নাই বা স্বপ্নেও তাঁহার বিনাশ কামনা করেন নাই। আবার ভগবানকে পিতৃ-নিধন করিতে দেখিয়াও তিনি স্বজন-প্রীতি-বশে তাঁহার সেই নিধনে বাধা দেন নাই; আবার, পিতা নিধন হইলে পর দেবতাগণের মত তিনি উল্লসিতও হন নাই এবং পিতৃবিয়োগ-হেতু দুঃখীও হন নাই। পরিশেষে তিনি পিতার দুস্তর অপরাধ হইতে উদ্ধারের জন্য ভগবানের নিকট বর প্রার্থনা করিয়া দেখাইয়াছেন, যে বৈষ্ণবের এই নিরপেক্ষ-ভাবের মধ্যেও কিপ্রকার করুণা ভরা থাকে, তাহা জড়বস্তুর মত প্রাণহীন কোন নিরপেক্ষতা নয়।

ভগবান্ প্রহ্লাদের প্রতি হাসিয়া বলিলেন,—প্রহ্লাদ, ইহাতে কি তোমার প্রার্থনার অপেক্ষা আছে? ইহা তো এমনিই হইয়া গিয়াছে। তবে শুন,—প্রথমতঃ আমার অঙ্গস্পর্শেই তোমার পিতা পবিত্র হইয়া গিয়াছেন—ইহা তো আমার প্রভাবে হইল। এখন তোমার প্রভাবের কথা শুন,—তোমার মত শুদ্ধভক্ত সাধু যে-কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের পূর্ব্বের ২১ পুরুষ পবিত্র হইয়া যান, সুতরাং তোমার পিতাও ইহাতে বাকী থাকিলেন না। কেবল কুলের কি কথা, যেখানে যেখানে আমার প্রশান্ত, সমদর্শী, সদাচারী, ভক্তগণ বাস করে, সেই সব দেশ যদি অপবিত্রও হয়, তথাপি তাহা পবিত্র হইয়া যায়।[৪৭] প্রহ্লাদ, তোমার কথা কি বলিব,—"**ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্**"—তুমি আমার সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে উপমাস্থল; তোমাকে যাহারা অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহারাও আমার ভক্ত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইবে। সুতরাং আর চিন্তা করিও না, তুমি তোমার পিতার শেষ কার্য্য সম্পাদন কর। ইহার পর পিতার আসনে বসিয়া আমার প্রতি আবিষ্ট-চিত্ত হইয়া যথাশাস্ত্র সমস্ত কার্য্য করিতে থাক। কেমন?"

এই হইল ভগবদ্ভক্তের প্রভাব এবং ভগবানের করুণা। প্রহ্লাদ এই দ্বিতীয় বর চাহিয়া দেখাইলেন যে,—ভগবান্ সকল বাৎসল্যের খনি, তাঁহার নিকট প্রকৃতপক্ষে

৪৭। ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ। যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ।।
যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ।।(৭।১০।১৮,১৯)

কিছুই চাহিবার অপেক্ষা থাকে না; তাঁহার মতো বিচক্ষণ, দয়ালু আর কেহ নাই—তিনি সকলের জন্যই সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পূর্ব্বেই লইয়া থাকেন। এইজন্যই বলা হয়—"**ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥**"

ভগবানের অন্তর্দ্ধান ও প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক

এদিকে ব্রহ্মা সমস্ত দেবতা-পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্‌কে বহু স্তবস্তুতি করিলেন। অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে পদ্মজ, অসুরেরা স্বভাবেই বড় ক্রূর, তাহাদিগকে আর এরূপ বর দিবেন না—ইহা সর্পকে অমৃতদানের মতই হইয়াছে।" অনন্তর তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া সকলের সমক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। জয় প্রহ্লাদেশ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব কি জয়! জয় ভক্তবৎসল ভগবান্ নৃহরি কি জয়! জয় সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনরহরি কি জয়!

ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে পর প্রহ্লাদ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতিগণ ও সমস্ত দেবতাগণকে প্রণাম করিলেন। পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথারীতি সম্পাদন হইলে পর ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মুনিগণের সহিত একত্র হইয়া প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সকলে তাঁহাকে পরমানন্দে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা প্রহ্লাদ-কর্ত্তৃক যথাযোগ্য পূজিত হইয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

যিনি অনায়াসে ভগবানের নিকট হইতে অনন্ত বৈভব লাভের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনিই আবার হাসিমুখে ভগবানের নিকট হইতে তুচ্ছ রাজ্য স্বীকার করিলেন। ইহা কেবল মূঢ় জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইয়া ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন করাইতে। "**নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ**"—'আমি এইসব হতভাগ্য লোকদের ছাড়িয়া একা মুক্তি লাভ করিতে চাহি না'—এইপ্রকার তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা, ভাবা যায়!

প্রহ্লাদের প্রতি ভগবৎকৃপার অপর দৃষ্টান্ত

শ্রীবামন-পুরাণে প্রহ্লাদ-মহারাজের এইপ্রকার সাক্ষাৎরূপে ভগবৎকৃপা লাভের একটী ঘটনা বর্ণিত আছে। 'নৈমিষারণ্যে পীতবসন শ্রীহরি সাক্ষাৎ বিরাজমান'—ইহা শুনিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ একদিন তাঁহার দর্শনের জন্য সেস্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক অদ্ভুত তেজস্বী পুরুষ—তপস্বী অথচ হাতে ধনুর্ব্বাণ—তাঁহার পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। কিছুতেই পথ না ছাড়িলে অবশেষে তাঁহার সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরাজিত না করিলে শ্রীহরির দর্শন পাওয়া যাইবে না,—আবার, তপস্বীর কেন এমন দম্ভ, ইঁহাকে উচিত শিক্ষা দিতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আমি ইহাকে অবশ্যই জয় করিব।' কিন্তু দুর্ভাগ্য, সমগ্র দিবস যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে তিনি হারাইতে পারিলেন না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে প্রহ্লাদ শ্রীহরির পূজা-অর্চ্চন শেষ করিয়া আবার যুদ্ধের জন্য সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই তপস্বীও ধনুর্ব্বাণ লইয়া পথরোধ করিয়া পূর্ব্ববৎ উপস্থিত। কিন্তু নিকটে আসিতেই তিনি চমকিয়া গেলেন—কি আশ্চর্য্য! ভোরে পূজার্চ্চনের সময় তিনি যে-মালা তাঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহের গলদেশে পরাইয়াছিলেন, তাহাই কিনা ঐ তপস্বীর গলদেশে! তাহা হইলে অহো! ইনিই কি সেই পীতবসন শ্রীহরি! প্রহ্লাদ তখন করজোড়ে তাঁহাকে বহু স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। আর ভগবান্‌ও হাসিতে হাসিতে ভক্তকে নিজ কোমল হস্তস্পর্শ দান করিলেন, তাহাতে তাঁহার যুদ্ধশ্রম তৎক্ষণাৎ দূর হইল। কিন্তু প্রহ্লাদের জয়ের প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ হইল না, ইহা নিবেদন করিলে ভগবান্ হাসিয়া উঠিলেন—'তুমি তো আমাকে সর্ব্বদাই জয় করিয়া আছ। সেজন্য অগ্রেই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।'

এই শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজেরই পৌত্র হইলেন—'মহারাজ বলি'। শ্রীবলি প্রহ্লাদ-সঙ্গ-প্রভাবেই হরিভক্তি লাভ করিয়া ভগবানে আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছেন ও ভগবান্ শ্রীবামনদেবের কৃপা লাভ করিয়া তিনি দ্বাদশ-মহাজনের একজন-রূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

প্রহ্লাদের নিত্য শ্রীনৃসিংহ-পূজা

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।৭) অন্যত্র দেখা যায়,—এই ভূ-লোকের জম্বুদ্বীপ-মধ্যে 'হরি'-নামক যে এক 'বর্ষ' আছে, সেস্থানে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ অবস্থান করেন। মহাভাগবত প্রহ্লাদ সেইস্থানে সকলের সহিত অনন্যভক্তি সহকারে এবং নিরন্তর তাঁহার প্রিয়-রূপ শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন। সুতরাং কেবল যে হিরণ্যকশিপু-বধকালেই মাত্র তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি নিত্যই শ্রীনৃসিংহ-উপাসক। তিনি এই মন্ত্রে তাঁহাকে নিত্য উপাসনা করিয়া থাকেন—

পূজামন্ত্র—

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব
বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস
ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি।

(ভাঃ ৫।১৮।৮)

অর্থাৎ, তেজঃ সকলেরও তেজঃস্বরূপ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার; হে বজ্রনখ, বজ্রদংষ্ট্র (বজ্রদন্ত), আপনি প্রকট হউন, প্রকট হউন; আমাদের কর্ম্মবাসনা-সমূহ দাহ করুন, দাহ করুন; অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন, দূর করুন; আমাদের মনে অভয়-অভয় উদিত হউক্—'ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি স্বাহা' (ইহা শ্রীনৃসিংহ-বীজমন্ত্র)।

প্রার্থনা-মন্ত্র—

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং,
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে,
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥

(ভাঃ ৫।১৮।৯)

'হে ভগবন্, নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক্, দুষ্টব্যক্তিগণ ক্রূরতা ত্যাগ করুন, প্রাণিগণ বুদ্ধিদ্বারা পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুন, আমাদের মন বিষয়ে অনাসক্তি ভজনা করুক, এবং মতি নিষ্কাম হইয়া অধোক্ষজ আপনাতে আবিষ্ট হউক।'

মাগার-দারাত্মজ-বিত্ত-বন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ॥

(৫।১৮।১০)

হে প্রভো! কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদের আসক্তি না জন্মে। যদি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না জন্মিয়া ভগবৎপ্রিয় ভক্তগণেই আসক্তি উদিত হয়। যে আত্মবিৎ পুরুষ প্রাণধারণের উপযোগী আহারে মাত্র পরিতুষ্ট থাকেন, তিনি শীঘ্রই কৃতকৃত্য হন, কিন্তু ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রিয় ব্যক্তি কখনও তাহা হইতে পারে না।

জয় জগদ্‌গুরু শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজ কি জয়!

শ্রীনৃসিংহ-তত্ত্ব

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীকৃষ্ণের 'লীলাবতার'-রূপে কথিত হন—"**কেশব-ধৃত-নরহরি-রূপ জয় জগদীশ হরে।**" শ্রীনৃসিংহ-মধ্যে পরিপূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্য, যশঃ, বীর্য্য, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য—এই ছয় 'ভগ' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য অবস্থিত, সেইজন্য শ্রীনৃসিংহ-দেবকে 'পরাবস্থ'-তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে।

"নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্।
পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্ন-দীপবৎ॥"

(শ্রীলঘুভাগবতামৃত-ধৃত পাদ্মবাক্য)

অর্থাৎ,—শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে পরিপূর্ণভাবে ষড়ৈশ্বর্য্য বিদ্যমান। যেমন এক প্রদীপ হইতে অন্যপ্রদীপ উৎপন্ন হইলে মূল প্রদীপের ধর্ম্ম অন্য প্রদীপে সমানভাবেই ব্যক্ত হয়, সেইপ্রকার, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহে পূর্ণরূপে ষড়ৈশ্বর্য্য বিকাশিত হওয়ায় এই তিন বিগ্রহকে 'পরাবস্থ' অর্থাৎ 'সম্পূর্ণাবস্থ' বলা হয়। ইঁহাদের স্থান সর্ব্বোপরি মহাবৈকুণ্ঠে।

পরমহংসকুলগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার বিভিন্ন হরিকথায় শ্রীনৃসিংহদেব সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লেখিত হইল—

নরসিংহ-মূর্ত্তিটী বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব ও অচিন্ত্যশক্তির দ্যোতক (প্রকাশক)। প্রাণীজগতে নরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও পশুজগতে সিংহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। মানবে পশুত্ব ও নরত্ব উভয়ই দেখা যায়। নরত্বের মধ্যে পশুত্বের প্রাবল্যই অসুরত্ব। নৃসিংহদেব সর্ব্বোত্তম পশু ও নরোত্তম-রূপে প্রকটিত হইয়া নরত্বের মধ্যে পশুত্বের বা অসুরত্বের ধ্বংসসাধন করেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম-সেবার পথের বিঘ্ন বা পাষণ্ডতা বিনাশ করেন।

আবার নর ও সিংহ—দুইটী প্রাণী জগতে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধে অবস্থিত। জগতে নর ও সিংহ একস্থানে আলিঙ্গিত থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সমাবেশ 'নরসিংহ'-রূপে প্রকটিত। ইহা দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অচিন্ত্যত্ব প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীনৃসিংহদেবে—'বৎসল'-রতিতে 'বাৎসল্য'-রস। দশটী অবতারের মধ্যে সাতটীতে গৌণরস ও তিনটী অবতারের মধ্যে মুখ্যরস। নৃসিংহদেব 'বৎসল', বামনদেব 'সখ্য'

ও বুদ্ধ 'শান্ত' রস প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধের শান্তরস—জড়ে ভোগবুদ্ধি-রহিত হইয়া যাওয়া; এটী মুখ্যরসের অন্তর্গত হইলেও এই রসের মূর্ত্তি নাই। 'মৎস্যাবতার'—চিন্ময়ী 'জুগুপ্সা'-রতি হইতে জাত 'বীভৎস'-রসের আশ্রয়স্বরূপ; এবং কূর্ম্মদেব—'বিস্ময়'-রতি হইতে জাত 'অদ্ভুত'-রসের আশ্রয়। শ্রীবলদেবের—'হাস'-রতিতে 'হাস্য' রস ও পরশুরামের—'ক্রোধ'-রতিতে 'রৌদ্র'-রস। 'শোক'-রতি হইতে যে 'করুণ'রস, তাহা শ্রীরামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। বরাহদেব—'ভয়'-রতিতে 'ভয়ানক'-রসের প্রকাশমূর্ত্তি এবং কল্কির—'উৎসাহ' রতিতে 'বীর'-রস।

নৃসিংহদেব বিষয়জাতীয় বস্তু; তিনি বৎসলরসের আশ্রয়বিগ্রহের 'বিষয়' না হইয়া বাহ্য আপাতদর্শনে 'আশ্রয়' প্রতিম (আশ্রয়-সদৃশ) কেন হইলেন? (কারণ) নৃসিংহদেব অবতার। কেবল অবতারী কৃষ্ণে এরূপ বিষয়-আশ্রয়ের সুষ্ঠু বিচারের বাধা হয় না। নরসিংহ-ভক্ত, বামন-ভক্ত ও শাক্যসিংহ (বুদ্ধ)-ভক্তগণের মধ্যে আপাতদর্শনে রসবৈষম্য দৃষ্ট হয়। ভগবানের সুখ আশ্রয়জাতীয় সেবক লাভ করিতে পারেন না। আশ্রয়জাতীয়ের যে-ভোগ, সেটীর সুষ্ঠুতা কেবল ভক্তিরসে। অভক্তির দ্বারা ভোগে আশ্রয়াভিমানের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধভক্তি-বিচারপর হওয়ায় প্রহ্লাদের আশ্রয়াভিমান পূর্ণ। 'বৎসল' রতিতে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের অমঙ্গল নিরসন করেন অর্থাৎ ভক্তিপথের বাধা নষ্ট করিয়া দেন।

'হিরণ্য'—মানে সুবর্ণ (সোনা); যাহারা সর্ব্বদা ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত—lucre hunter, তাহারা 'হিরণ্যাক্ষ'। আর হিরণ্যকশিপু' ('হিরণ্য'—কনক, 'কশিপু'—বিছানা অর্থাৎ কামিনী) কনক-কামিনী উভয়ই সংগ্রহে ব্যস্ত। তাহাকে বধ করিবার জন্য নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাহারা ভগবদ্ভজনে প্রয়াসবিশিষ্ট, তাঁহাদের বিঘ্ন-উৎপাদনকারী শুভাশুভ কর্ম্মসকল তিনি বিনাশ করেন—তিনি বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি। 'গণেশ' সাংসারিক অসুবিধা বিনাশ করিয়া জীবের ভগবদ্বিমুখতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন মাত্র। কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের বাৎসল্য এইপ্রকার নহে।

যেমন বিষ্ণুর 'বিকারী'-কল্পনায় 'রুদ্র'-রূপের প্রকাশ; তদ্রূপ নৃসিংহের 'বিকার'-কল্পনায় সিদ্ধিদাতা 'গণেশে'র আবির্ভাব—যিনি শুঁড়দ্বারা বাহ্য অভিজ্ঞান সংগ্রহ ও তাহা পরিত্যাগের আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন। জগতের লোক 'বৈশ্য' স্বভাবসম্পন্ন বণিক্, তাই তাহারা গণেশের পূজাতে নিরত। ইঁহারা নিরন্তর বাহ্য অভিজ্ঞান (অভিজ্ঞতা) সংগ্রহ করিতেছেন ও তাহা পরমুহূর্ত্তে ছাড়িয়া দিয়া অপর নূতন অভিজ্ঞান গ্রহণ করিতেছেন, আবার তাহা ছাড়িয়া দিতেছেন। গণেশের শুণ্ড (শুঁড়) ইহাই প্রকাশ করিতেছে। তাই জগতের লোকের আদর্শ পূজনীয় বস্তু হইয়াছেন গণেশ—যিনি জগতের কামনা শীঘ্র শীঘ্র পূরণ করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ নৃসিংহ-বিকারী গণেশের উপাসক তথা অর্থের উপাসক। গণেশের উপাসনায়

জড়-সবিশেষ বিচার, পরিশেষে নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বে প্রবেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষ-তত্ত্বের প্রকাশবিগ্রহ নৃসিংহদেব পৃথক্ বস্তু। গণাধিপ—leader, জগতে যতরকম leader-ship আছে, সকলের শ্রেষ্ঠ হইতেছেন গণাধিপ (গণেশ); আর নৃসিংহদেব হইতেছেন —গণাধিপাধিপ। জগতের কামনাপ্রিয় জনগণের শ্রেষ্ঠ উচ্চাকাঙ্ক্ষা—'নারায়ণ বা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া',—এসকল ক্ষুদ্র পিপাসায় ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তিগণের সুবিধা করিয়া দেন গণেশ।

কিন্তু চিৎসবিশেষ-বিচারপর প্রহ্লাদ-মহাশয়ে কখনও ঐরূপ কুবাসনার উদয় হয় নাই। এমনকি ভগবান্ প্রচুর বরদান করিতে চাহিলেও তিনি প্রভুর শ্রীচরণে শুদ্ধ-দাসত্বই কেবল প্রার্থনা করেন। বরং ভবিষ্যতে যাহাতে কোনরূপে হৃদয়ে ভোগবাসনার উদয় হইয়া ভগবদ্দাসত্বের ব্যাঘাত উৎপাদন না করে, তাহাও তিনি শ্রীনৃসিংহচরণে সে-প্রার্থনা জানাইয়া নিশ্চিত করেন। ভগবান্—নিত্য প্রভু, জীব—তাঁহার নিত্যদাস; সেই প্রভুর দাসত্ব বিনা অন্য কোনরূপ আত্মতোষণ-কামনা যে কেবল বণিগ্‌বৃত্তি এবং উহা যে পূর্ণবিকশিত-চেতন জীবের নিকট অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপার-বিশেষ, তাহাও শুদ্ধভক্তি-প্রচারক-প্রবর প্রহ্লাদ স্থাপন করেন।

সুতরাং যাহারা নৃসিংহদেবের দ্বারা প্রাকৃত বিঘ্নবিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নৃসিংহ-পূজা পঞ্চোপাসনার অন্যতম দেবতা বিঘ্ন-বিনাশন গণেশের পূজার তুল্য হইয়া পড়ে। শ্রীনৃসিংহদেব সেকালে তাঁহার মায়াদ্বারা তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার বিঘ্নবিনাশ জন্য 'নৃসিংহ'-নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাদিগের সেই বিঘ্ন দূর করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আচার্য্যগণের শ্রীনৃসিংহ-পূজা

শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্যগণ বহু প্রাচীনকাল হইতেই জগতে শ্রীনৃসিংহ-উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন। চারি বৈষ্ণবাচার্য্য মধ্যে যিনি প্রাচীনতম, সেই শ্রীদেবতনু বিষ্ণুস্বামী ও তাঁহার অনুগত জনগণ সকলেই নৃসিংহ-উপাসক। উক্ত 'বিষ্ণুস্বামী'-সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশিষ্ট আচার্য্য শ্রীল শ্রীধরস্বামী—একজন নৃসিংহ-উপাসক। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'ভাবার্থদীপিকা'র মঙ্গলাচরণে ভাগবত-ধর্ম্মপ্রচারের বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণের জন্য সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীনৃসিংহবন্দনা করিয়াছেন,—

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"

অর্থাৎ, 'যাঁহার বদনে বাগ্‌দেবী শ্রীসরস্বতী, বক্ষে লক্ষ্মীদেবী এবং হৃদয়ে সম্বিৎ (জ্ঞান) বিরাজমান, সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি।' এই শ্লোকে তিনি শ্রীনরসিংহকে সরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর পতিরূপে ভজন করিতেছেন। তাঁহার নৃসিংহসেবা-ফলেই আজ জগতে শ্রীভাগবতের যথার্থ অর্থ প্রচার ও ভক্তির মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধা সরস্বতীর সেবকগণের বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই শ্রীনৃসিংহ-পূজা প্রচলিত আছে।

শ্রীব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীনৃসিংহ-পূজার প্রচলন প্রাচীনকাল হইতেই ঐতিহ্য-রূপে বর্ত্তমান। স্বয়ং ব্রহ্মা হইতে শ্রীনৃসিংহ-ভজনের কথা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পরম্পরা-রূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রহ্লাদ-কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহস্তবে দেখা যায়—**"লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চ-গীতাঃ"** (ভাঃ ৭।৯।১৮)। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত আটটী মঠের অন্যতম 'কানূরু'-মঠে 'শ্রীনৃসিংহদেব' সেবিত হইয়া থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য কপাট রুদ্ধ করিয়া একদিন ভগবৎপূজায় মগ্ন থাকিলে তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য কপাটের ছিদ্রদ্বারা তাঁহাকে 'হনুমান্', 'ভীম' ও 'মধ্ব'—এই তিনরূপে দর্শন পাইয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীমধ্বকে বায়ুর অবতাররূপে 'বায়ুস্তুতি' রচনা করিয়া পূজাশেষে শ্রীমধ্বাচার্য্যকে দেখাইলেন। উহাতে কেবল নিজস্তুতি দেখিয়া শ্রীমধ্ব উক্ত স্তুতির পূর্ব্বে শ্রীনরসিংহের নখের বন্দনা করিয়া দুইটী শ্লোক রচনা করিয়া সংযোজন করেন। উহা "নরসিংহ-নখস্তোত্র" নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে।

আবার সত্যযুগে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া 'শ্রীনীলমাধব'-বিগ্রহের দর্শন না পাইয়া ভগবানের আদেশে যখন সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন দেবর্ষি শ্রীনারদের উপদেশ-অনুসারে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াই যজ্ঞারম্ভ হইয়াছিল। সেই শ্রীবিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বিরাজমান।

আদি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জীবনী-মধ্যেও দৃষ্ট হয়, একবার কাপালিকগণ তাঁহাকে ধরিয়া বলি দিতে উদ্যত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীনৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করিয়া "**লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্**"—এইরূপে কীর্ত্তনের মাধ্যমে তাঁহার আরাধনা করিতে থাকেন; তখন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব আসিয়া তাঁহাকে উক্ত কাপালিকগণকে বধ করিয়া উদ্ধার করেন। উক্ত স্তোত্র "**সংকট-নাশন-লক্ষ্মী-নৃসিংহ-স্তোত্রম্**" নামে সকল সম্প্রদায় মধ্যেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

'ছন্নাবতার' ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে অবস্থান-কালে পাষণ্ডীগণের সংকীর্ত্তন-বিরোধিতা দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবদ্‌আবেশে 'নৃসিংহ'-মূর্ত্তি ধারণ করিতেন ও ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিতেন, কখনও বা পাষণ্ডী নিধনেই উদ্যত হইতেন,—

"জ্বলন্ত অনল দেখে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, দেখে চারিভিত॥
দেখে—বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্তসিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥
'সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোর স্তব॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য়)

"নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥" (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ)

শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য-ভূমিকায় অভিনয়-কালে শ্রীনৃসিংহ-উপাসনা প্রচার করত স্বয়ং নৃসিংহ প্রণাম ও স্তবস্তুতি করিতেন। পুরীধামে অবস্থান-কালে—

"বাইশ পহাচ-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক নখালয়ে॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ)

আবার গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-লীলাকালে গুণ্ডিচা-বাড়ীর সন্নিকটে যে পুরাতন নৃসিংহ-মন্দির অবস্থিত আছে, সেই মন্দিরও তিনি নিজ পরিকরগণ লইয়া মার্জ্জন করিতেন,—"**নৃসিংহ-মন্দির ভিতর-বাহির শোধিল**" (চৈঃ চঃ মধ্য ১২/১৩৬)। পুনরায় মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে শ্রীনামপ্রচারে বহির্গত হইয়া প্রসিদ্ধ নৃসিংহ-ক্ষেত্রসমূহে যাইয়া প্রেমাবেশে বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিতেন।

"**জিয়ড়-নৃসিংহ-ক্ষেত্রে** কতদিনে গেলা॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি॥
'শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

"**অহোবল-নৃসিংহেরে** করিলা গমন॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈলা নতি-স্তুতি।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

"**পানা-নৃসিংহে** আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র 'গোপাল' একবার পুরীধামে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুটিয়া পড়েন। তখন শ্রীঅদ্বৈত গোপালকে কোলে তুলিয়া 'নৃসিংহ-মন্ত্র' উচ্চারণ-দ্বারা বালককে চেতন করিবার চেষ্টা করেন—

"**নৃসিংহের মন্ত্র** পড়ি মারে জল ছাঁটি।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সর্ব্বদা শ্রীনৃসিংহ-নামোচ্চারণপূর্ব্বক যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বাল্যকালে ভক্তবৎসল 'নৃসিংহমন্ত্রে' দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণকেও স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক নৃসিংহনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষায় তাঁহার সকল আশ্রিতগণ 'শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী' দিবসে উপবাস সহকারে শ্রীনৃসিংহের বিশেষ আরাধনা করিয়া থাকেন এবং প্রচারকগণ শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারের যাবতীয়

কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি দক্ষিণদেশে শ্রীগৌরবাণী প্রচারে বহির্গত হইয়া গৌরহরি-পঠিত এই 'নৃসিংহ-স্তব' উচ্চারণ করিয়াই সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন,—

"ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥"

অর্থাৎ—'এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, হৃদয়ে নৃসিংহ—সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।' এই মন্ত্রে শ্রীনৃসিংহের বিভুত্ব ও ব্যাপকত্ব এবং শুদ্ধভক্তি-প্রচারকের সর্ব্বত্রই অধোক্ষজ শ্রীনৃসিংহদেবকে নিজ-রক্ষকরূপে দর্শন—প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি সদ্ধর্ম্মসেতু।

শ্রীনৃসিংহ-পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, যিনি যে-রসে যে-বিষ্ণুবিগ্রহেরই আরাধনা করুন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহ-পূজায় তাঁহার সে-আরাধ্যের প্রতি নিষ্ঠায় ব্যাঘাত হয় না। শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধভক্তের বিঘ্ন দূর করিয়া তাঁহার সে আরাধনায় সহায়তা করেন। এইকারণে শুদ্ধভক্তমাত্রই শ্রীনৃসিংহ-আশ্রয়ে নিজ নিজ সাধনে-ভজনে ব্রতী হইয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্রকে 'মন্ত্ররাজ' বলা হইয়া থাকে। 'নৃসিংহ-তাপনী' উপনিষৎ, 'শ্রীনৃসিংহ-পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে নৃসিংহদেবের মহিমা গীত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য 'নৃসিংহ-পরিচর্য্যা'-গ্রন্থে শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চন-বিধি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কথিত শ্রীবৃহৎনারসিংহ-পুরাণ হইতে উদ্ধৃত ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবের বাক্য এই যে—হে প্রহ্লাদ! সংসারে মানবগণ সর্ব্বদাই ভীত—সুতরাং আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাহাদের প্রতি বৎসরে আমার এই গোপনীয় ও শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশী-ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। জানিয়া শুনিয়াও যাহারা এই ব্রত লঙ্ঘন করে, চন্দ্র-সূর্য্য বর্ত্তমান্ থাকা পর্য্যন্ত তাহাদেরকে নরকবাস করিতে হয়। এই ব্রত-পালনে মানব মাত্রেরই অধিকার—আর, আমা-গতপ্রাণ ভক্তগণের ত' কথাই নাই।

এমনকি অজ্ঞানতা-বশেও ঘটনাক্রমে এই ব্রত পালিত হইলে আমার প্রতি তাহার উত্তমা ভক্তি লাভ হইয়া আমার লোকে গতিলাভ হয়। ইহার উদাহরণ স্বয়ং তুমি। পূর্ব্বজন্মে তুমি 'বসুদেব' নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও বেশ্যাসক্ত ছিলে। অজ্ঞাতেও তোমরা উভয়ে আমার এই ব্রত করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমার পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছ।

ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য আমার ব্রত পালন করিয়াছিলেন। দেবতাগণ এই ব্রত-প্রভাবেই স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। মহাদেব এই ব্রতের মহিমাতেই ত্রিপুরাসুরকে নিধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ব্রতরাজ পালন করিলে মানবগণকে শতকোটি কল্পেও সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না।

এই ব্রতপ্রভাবে পুত্রহীনের পুত্রলাভ ও দরিদ্রের কুবেরের ন্যায় ধনলাভ হইয়া থাকে। যাহারা তেজস্বী হইতে চাহেন বা রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, কিংবা আয়ুষ্মান হইতে অভিলাষ করেন, এই ব্রতপ্রভাবে তাহাদের সেই সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এই ব্রতপালন করিলে স্ত্রীগণের সৎপুত্র ও সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহাদিগকে বৈধব্য-দশা বা পুত্রশোক পাইতে হয় না; ধন-ধান্য, পতির প্রিয়ত্ব ও সমস্ত মঙ্গল এমনকি সার্ব্বভৌম সুখ, দিব্যসুখেরও তাঁহারা অধিকারী হন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই ব্রতপ্রভাবে ভুক্তি ও মুক্তিফল লাভ করেন। আর কত বলিব, আমার বা মহাদেবের এই ব্রতের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বলিতে সামর্থ্য নাই। ব্রহ্মা চারিমুখে সারাজীবন তাহা কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না। কিন্তু কলিযুগে পাপপ্রবৃত্তি যে-পরিমাণে হইতে থাকে, আমার ব্রত-পালনকারী ব্যক্তির সংখ্যাও সেইভাবে কমিতে থাকে; কারণ, পাপাত্মাদের স্বাভাবিকভাবেই এই ব্রতে মতি হয় না। এই ব্রতের ফলে সহস্র যে দ্বাদশী-ব্রতের ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা মিথ্যা নহে বা অতিস্তুতিও নহে, জানিবে।

বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে আমার আবির্ভাব-হেতু যত্নপূর্ব্বক উপবাস-দ্বারা ব্রতপালন করিবে। 'স্বাতী'-নক্ষত্র-যোগ, শনিবার এবং দৈবাৎ সিদ্ধিযোগের সম্মিলনে উক্ত ব্রতদ্বারা কোটি হত্যা-জনিত পাপ বিনাশ হইয়া থাকে। যোগের অভাব হইলে শুদ্ধ চতুর্দ্দশী তিথিতেই ব্রত করিতে হইবে। আবার যোগ থাকিলেও যদি তাহা

ত্রয়োদশী তিথি-দ্বারা বিদ্ধা হয়, তবে উক্ত তিথিতে ব্রত করা যাইবে না। আগম-শাস্ত্রানুসারে স্বাতী-নক্ষত্র ও মঙ্গলবার যোগে শুদ্ধ চতুর্দ্দশী তিথিও বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ব্রতপালন-বিধি

ব্রতদিবসের পূর্ব্বদিনে সংযতভাবে থাকিয়া ব্রতদিনে প্রাতঃকালে দন্তধাবন করিয়া মনে মনে শ্রীনৃসিংহদেবকে স্মরণ করিতে করিতে বা শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চা-মূর্ত্তি বা চিত্রপটে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত ব্রতের নিয়ম-মন্ত্র পাঠের দ্বারা সংকল্প করিবেন—

"**শ্রীনৃসিংহ! মহাভীম! দয়াং কুরু মমোপরি।**
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতাং নয়॥"

হে নৃসিংহ! হে মহাভীম (মহা পরাক্রমশালিন্)! আমার প্রতি দয়া করুন; অদ্য আমি আপনার ব্রত আচরণ করিব। কৃপাপূর্ব্বক উহার নির্ব্বিঘ্নতা বিধান করুন।

ব্রতের সঙ্কল্প গ্রহণপূর্ব্বক আহার বর্জ্জন করত তুচ্ছ বিষয়কথা ও পাপীদের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। স্ত্রী-সম্ভাষণ, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সমগ্র দিন শ্রীনৃসিংহ-বিষয়ক কথা আলোচনা করিবেন। অতঃপর মধ্যাহ্নে নদীর নির্ম্মল জলে বা গৃহে অথবা দেব-জলাশয়ে বা অতি শোভন জলাশয়ে বৈদিক-মন্ত্র (বা মহামন্ত্র) সহযোগে স্নান করিবেন। তদনন্তর পবিত্র বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম (ভগবৎমন্ত্রাদি জপ) করিবেন। কীর্ত্তন-মুখে শ্রীনৃসিংহ-স্মরণ করিতে করিতে গোময়দ্বারা পূজামণ্ডপ লেপন করিয়া তাহাতে অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবেন। তাহাতে পুষ্পস্তবক শোভিত করিয়া শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করিয়া সায়ংকালে বসন্ত-কালীয় পুষ্প, পঞ্চামৃত-দ্বারা ষোড়শ-উপচারে পুরাণ-কথিত মন্ত্রযোগে তাঁহার বিশেষ পূজা করিবেন।

শ্রীনৃহরির পূজার পূর্ব্বে যত্ন-সহকারে শ্রীপ্রহ্লাদের পূজা করিতে হইবে। শ্রীপ্রহ্লাদ-প্রণাম-মন্ত্র— **পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।**
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥

অর্থাৎ, শ্রীবিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বর দিতে চাহিলেও যিনি তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া কেবল ভক্তিকেই বরণ করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীপ্রহ্লাদকে প্রণাম করি।

চন্দন-মন্ত্র—**চন্দনং শীতলং দিব্যং চন্দ্রকুঙ্কুম-মিশ্রিতম্।**
দদামি তে প্রতুষ্ট্যর্থং নৃসিংহ পরমেশ্বর॥[১]

পুষ্প-মন্ত্র—**কালোদ্ভবানি পুষ্পানি তুলস্যাদীনি বৈ প্রভো।**
পূজয়ামি নৃসিংহেশ লক্ষ্ম্যা সহ নমোঽস্তু তে॥[২]

ধূপ-মন্ত্র—**কালাগুরুময়ং ধূপং সর্ব্বদেব-সুদুর্ল্লভম্।**
করোমি তে মহাবিষ্ণো সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধয়ে॥[৩]

দীপ-মন্ত্র—**দীপঃ পাপহরঃ প্রোক্তস্তমসাং রাশিনাশনঃ।**
দীপেন লভ্যতে তেজস্তস্মাদ্দীপং দদামি তে॥[৪]

নৈবেদ্য-মন্ত্র—**নৈবেদ্যং সৌখ্যদং চাস্তু ভক্ষ্যভোজ্য-সমন্বিতম্।**
দদামি তে রমাকান্ত সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু॥[৫]
অর্ঘ্য-মন্ত্র—**নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।**
অনেনার্ঘ্য-প্রদানেন সফলাঃ স্যুর্মনোরথাঃ॥[৬]
পূজা-মন্ত্র—**পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহ্লাদ-ভয়নাশকৃৎ।**
যথাভূতার্চ্চনেনাথ যথোক্ত-ফলদো ভব॥[৭]
প্রার্থনা—**মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ।**
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ভবসাগরাৎ॥
পাতকার্ণব-মগ্নস্য ব্যাধি-দুঃখাম্বুরাশিভিঃ।
তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখগতস্য মে॥
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন॥[৮]

তদনন্তর নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি সহ রাত্রি জাগরণ করিবেন এবং পুরাণপাঠ সহযোগে ভগবৎকথা শ্রবণ করিবেন। প্রভাতকালে স্নান করিয়া নিরলসভাবে পূর্ব্বোক্ত বিধানে শ্রীনৃসিংহকে যত্নসহ পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে সবান্ধব ভোজনপূর্ব্বক ব্রতের পারণ করিবে।

পারণ-মন্ত্র—**তব প্রসাদ-স্বীকারাৎ কৃতং যৎ পারণং ময়া।**
ব্রতেনানেন সন্তুষ্টঃ স্বস্তি ভক্তিং প্রযচ্ছ মে॥

---

১) হে পরমেশ্বর শ্রীনৃসিংহ! আপনার সন্তুষ্টির জন্য কর্পূর ও কুঙ্কুম (কেশর) মিশ্রিত শীতল চন্দন দান করিতেছি। ২) হে প্রভু! বসন্ত-কালীয় পুষ্প ও তুলসী-দ্বারা হে ঈশ্বর! হে নৃসিংহ! লক্ষ্মীদেবী সহ আপনার পূজা করিতেছি, আপনাকে নমস্কার। ৩) হে মহাবিষ্ণু! সর্ব্বদেবেরও সুদুর্ল্লভ কাল অগুরুময় ধূপদ্বারা সর্ব্ববাসনা-পূর্ত্তির জন্য আপনার পূজা করিতেছি। ৪) হে নৃসিংহ! দীপ পাপহরণ-কারী ও অন্ধকার-রাশি-নাশকারী বলিয়া কথিত হয়। দীপের দ্বারা আবার তেজ লাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনাকে দীপ দান করিতেছি। ৫) হে রমাকান্ত! ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমন্বিত নৈবেদ্য আপনাকে দিতেছি, ইহা আপনার সুখপ্রদ হউক্। আপনি আমার সমস্ত পাপ ক্ষয় করুন। ৬) হে নৃসিংহ! হে অচ্যুত! হে দেবাধিপতি! হে লক্ষ্মীকান্ত! হে জগন্নাথ! এই অর্ঘ্য প্রদানদ্বারা মনোবাঞ্ছা সফল হউক। ৭) হে পীতাম্বর! হে মহাবিষ্ণু! হে প্রহ্লাদ-ভয়নাশন! যথাসামর্থ্য অর্চ্চন-দ্বারা যথাযথ ফলপ্রদ হউন। ৮) হে দেবেশ! আমার বংশে যে-সকল ব্যক্তি জন্মিয়াছেন এবং যাহারা জন্মিবেন, তাহাদিগকে দুঃসহ ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন। হে শেষশায়িন্! হে জগন্নাথ! পাপসমুদ্রে মগ্ন হইয়া আমি তীব্র ব্যাধি ও দুঃখের জলরাশিদ্বারা যাতনা লাভ করিয়া মহাদুঃখ-মধ্যে নিপতিত হইয়াছি। হে নৃসিংহ, হে লক্ষ্মীকান্ত! হে ভক্তগণের ভয়নাশন! আপনি আমাকে আপনার হস্তাবলম্বন প্রদান করুন।

প্রসিদ্ধ কতিপয়
‘শ্রীনৃসিংহ-ক্ষেত্র’

দেবপল্লী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত এক স্থান—দেবপল্লী। নবদ্বীপ হইতে ‘কৃষ্ণনগর’-অভিমুখে সড়কপথে যাইতে প্রায় ১০ কিঃমিঃ দূরে পথিমধ্যে এই স্থান। সাধারণ-ভাষায় ইহা ‘দে-পাড়া’ নামে কথিত।

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুকে বধের পর শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত এই ‘দেবপল্লী’তে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার নিত্য নিবাস-স্থান। শ্রীগৌরসুন্দর যেমন সর্ব্ব-অবতারের আশ্রয়স্বরূপ, তদ্রূপ তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলেও বিভিন্ন অবতারের স্থান নিত্য বিরাজমান। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের এই বসতিস্থলকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণের জন্য ‘বিশ্বকর্ম্মা’ এইস্থানে মন্দাকিনী-তটে এক এক টিলার উপর এক এক বসতি-স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তাহাতেই এই স্থান দেবতাগণের পল্লী-স্বরূপ হইয়াছিল। তজ্জন্যই এই স্থানের নাম হয় '**দেবপল্লী**'। কিন্তু কালক্রমে 'মন্দাকিনী' এবং দেবতাগণের সে-সকল বসতিস্থান লুপ্ত হইলেও অদ্যাবধি ঐস্থানে (বর্ত্তমানে দৃষ্ট শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে) মন্দাকিনীর খাত ও দেবতাগণের সেই ভজনটীলা—সূর্য্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা, গণেশটীলা প্রভৃতি উচ্চভূমির প্রাচীন নিদর্শন বর্ত্তমান।

দেবপল্লীতে সেবিত শ্রীনৃসিংহদেব

কিংবদন্তী যে, মন্দির-প্রকাশের পূর্ব্বে ঐস্থান ঘনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একটী বিশেষ গাভী প্রতিদিন আসিয়া জঙ্গলে এক নির্দ্দিষ্ট স্থান দুগ্ধধারায় অভিষিক্ত করিয়া যাইত। কোন রাখাল বালক তাহা দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ-গ্রামবাসিগণকে জানাইলে তাঁহারা বিষয়টীকে কৃষ্ণনগর-রাজার কর্ণগোচর করেন। রাজা একদিন লোকজন লইয়া ঐস্থানে খনন করিয়া শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ আবিষ্কার করেন ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহ-সেবা প্রকাশ করেন। সুতরাং শ্রীমন্দিরে ভগবানের যে শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান—তাহা অতি প্রাচীন ও 'স্বয়ম্ভু' অর্থাৎ স্বয়ং প্রকটিত বিগ্রহ। আজও উক্ত মন্দির কৃষ্ণনগর-রাজবাড়ীর সম্পত্তি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালের প্রভাবে (হয়তো সঠিক পরিচর্য্যার অভাবেও) শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ কিছু কিছু করিয়া ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্যতম যে 'কীর্ত্তনাখ্য' 'গোদ্রুম'-দ্বীপ, তাহারই অন্তর্গত এই দেবপল্লী। বস্তুতঃ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন-প্রধান নিগূঢ় ব্রজভক্তির সংরক্ষণকারি-রূপে ও বিঘ্ন-বিনাশকারি-রূপে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব এইস্থানে নিত্য বিরাজমান। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহকে যে স্তব করিয়াছিলেন—"**ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ**" (ভাঃ ৭।৯।৩৮)—সেই বাক্য-অনুসারে বুঝা যায় যে, ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের 'সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম'-রক্ষক-রূপে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে নিজ-ক্ষেত্রে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন।

তজ্জন্যই দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে চাঁদকাজী যখন শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকট মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া সঙ্কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই শ্রীনৃসিংহদেব স্বপ্নমধ্যে কাজীর নিকট গিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে তাঁহার বুকের উপর উঠিয়া বসিলেন। ক্রোধে দন্ত কড়্মড়্ করিতে করিতে কাজীর বক্ষঃস্থলে নখ

বসাইয়া তিনি তাহাকে বলিলেন,—"রে কাজী! তোর মৃদঙ্গ-ভাঙ্গার বদলে এখন তোর বুক ফাঁড়িয়া দিব। আমার কীর্ত্তন তুই মানা করিস্! তোর এত সাহস!" দেখিয়া কাজী ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কাজীকে ভয়কাতর দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন,—'তোকে শিক্ষা দিতেই আসিয়াছি। বেশী উৎপাত করিস্ নাই বলিয়া এইবারের মত ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আবার যদি তা' করিস্, তবে সবংশে তোকে এবং তোর যবন-গোষ্ঠীকে এইভাবে বুক ফাঁড়িয়া নাশ করিব' বলিয়া বুক ফাঁড়িবার অভিনয় করিয়া দেখাইলেন—তাহাতে কাজীর বক্ষঃস্থলে নখচিহ্ন পড়িয়া গেল। স্বপ্নভঙ্গে বক্ষে সেই চিহ্ন সত্য সত্যই বিরাজমান দেখিয়া কাজী বুঝিতে পারিলেন যে, উহা স্বপ্ন মাত্র নহে; ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব সত্য সত্যই তাহার নিকট আসিয়া সতর্ক করিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে তিনি সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধীতার সঙ্কল্প চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনাতেই শ্রীনৃসিংহ-দেবকে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম-রক্ষক-রূপে বুঝিতে পারা যায়—এবং তজ্জন্যই তিনি তাঁহার নিজক্ষেত্র দেবপল্লীতে নিত্য নিবাস করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে 'শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী'—শ্রীনৃসিংহ উপাসক ছিলেন। সেই কারণে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'নৃসিংহানন্দ'-নাম প্রদান করেন। "**শ্রীনৃসিংহ উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তাঁর নাম কৈলা নৃসিংহানন্দ করি॥**" (চৈঃ চঃ আঃ ১০।৩৫); "**যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ**" (চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৮৬); "**সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়**" (চৈঃ ভাঃ অ ৯ম অঃ)। তিনি ধ্যানযোগে মহাপ্রভুর গতিবিধি সব জানিতে পারিতেন। একসময় মহাপ্রভু 'কুলিয়া' হইতে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া মহাপ্রভুর পথ বাঁধিতে থাকেন। কিন্তু 'কানাইর নাটশালা' অতিক্রম করিয়া তাঁহার ধ্যান অগ্রসর না হইতে পারিলে তিনি সকলকে ঘোষণা করেন যে, 'মহাপ্রভু বৃন্দাবন না গিয়া কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।' অন্য একসময়ে তিনি শ্রীশিবানন্দের গৃহে ধ্যানদ্বারা মহাপ্রভুকে পানিহাটী হইতে ঐ স্থানে 'আবির্ভাব' করাইয়া সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাকে নৈবেদ্য ভোজন করাইয়াছিলেন। তিনি এইপ্রকার প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি এই দেবপল্লীতে থাকিয়াই শ্রীনৃসিংহ-ভজন করিতেন। এ-সম্বন্ধে জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—"পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পর কহিলেন,—হে মহাত্মন্! শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি আজকাল শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবপল্লী-গ্রামে শ্রীনৃসিংহ-উপাসনায় মগ্ন।" ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ এইস্থানে সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার সহিত কথপোকথন করিতেন।

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব এই ক্ষেত্রে সুধী ব্যক্তিগণকে আসিয়া শরণাগত হইতে দেখিলে তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে গৌরভজনে অধিকার প্রদান

করেন। ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ এই ক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে কিপ্রকার প্রার্থনা করিবেন, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপে জনাইয়াছেন,—

''নরহরি-ক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া॥
এই দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয়॥
হৃদয় শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ-চরণে মোর এই ত' কামনা॥
কাঁদিয়া নৃসিংহ-পদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল-ভজন॥
ভয়, ভয় পায় যাঁর দর্শনে সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি॥
যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব-প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্ত-জনে ভদ্র অতি॥
কবে বা প্রসন্ন হয়ে সকৃপ-বচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে॥
'স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস, শ্রীগৌরাঙ্গ-ধামে।
যুগলভজন হউ, রতি হউ নামে॥
মম ভক্তকৃপা-বলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধচিত্তে ভজ রাধাকৃষ্ণ-রসপূর॥'
এই বলি' কবে মোর মস্তক-উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর॥
অমনি যুগল-প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহ-দ্বারে॥''

(শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ)

এই দেবপল্লীতে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহাভাগবত নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের দ্বারা স্থাপিত '**শ্রীনৃসিংহ-পল্লী গৌড়ীয় সেবাশ্রম**' আছে। ইহাতে দর্শনার্থীগণের খুবই সুবিধা হইয়াছে।

সিংহাচলম্

দক্ষিণ-ভারতে 'অন্ধ্রপ্রদেশ' রাজ্যে পূর্ব্ব সমুদ্র-উপকূলে 'বিশাখাপত্তনম্' নামক সমৃদ্ধ নগরীর একপ্রান্তে 'সিংহাচলম্' নামক এক প্রসিদ্ধ 'শ্রীনৃসিংহ-ক্ষেত্র' অবস্থিত। 'দক্ষিণপূর্ব' রেলপথে 'সিংহাচলম্'-নামক স্টেশন হইতে উক্ত ক্ষেত্র মাত্র ৪ কিঃমিঃ। কিন্তু এই স্টেশনে সাধারণতঃ দূরগামী ট্রেনের বিরতি নাই বলিয়া বিশাখাপত্তনম্-স্টেশন হইতেই উক্ত স্থানে যাইতে হয়। তথা হইতে প্রায় ১৬ কিঃমিঃ পথ বাসযোগে 'সিংহাচলম্' বা 'সিংহাচলম্-মন্দির' যাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

'সিংহাদ্রি' বা 'সিংহাচল' নামক পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির। পর্ব্বতের উপরে যাইতে বাসযোগে যাইবার সুব্যবস্থা আছে। আবার পদযাত্রীদের জন্য প্রায় ১১০০ ধাপের সুন্দর বাঁধানো সিড়ি আছে। বিচিত্র বৃক্ষলতা-গুল্মে ও ঝর্ণায় পরিপূর্ণ ঐ পর্ব্বতের উপরে অত্যন্ত মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মধ্যে শ্রীমন্দিরটী শোভমান। মন্দিরটী অতি প্রাচীন, বৃহৎ এবং স্থাপত্য-শিল্পের এক বিশেষ নিদর্শন-স্বরূপ। মন্দির হইতে সামান্য দূরে 'গঙ্গাধর'-নামে পবিত্র জলধারা এক গোমুখ হইতে নিরন্তর প্রবাহমান। উক্ত জলধারায় স্নানপূর্ব্বক ভগবদ্দর্শনের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। বিভিন্ন মূল্যের দর্শনী-বিনিময়ে এবং বিনামূল্যেও ভগবর্দ্দনের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীভগবানের সকল সেবাপূজা-কার্য্য সম্পাদিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫২২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণভারত-উদ্ধারের জন্য পুরী হইতে যাত্রা করিয়া 'কূর্ম্মাচল' হইয়া এই স্থানে পদার্পণ করেন। 'শ্রীকূর্ম্মম্' নামে প্রসিদ্ধ উক্তস্থান বিশাখাপত্তনম্ হইতে উত্তরদিকে বাসযোগে মাত্র ২ ঘণ্টার রাস্তা। 'সিকাকুলম্'-নামক স্টেশন হইতেও উক্ত 'শ্রীকূর্ম্মম্' যাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীকূর্ম্মদেবের দর্শন ও কুষ্ঠ 'বাসুদেব-বিপ্রের' উদ্ধার করিয়া সিংহাচলমে উপস্থিত হন।

''জিয়ড়-নৃসিংহ'-ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কেল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ॥
''উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥''
এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্রে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম, ৩-৮)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ মহাপ্রভুর সিংহাচলমে শুভপদার্পণের স্মৃতিচিহ্ন ধরিয়া রাখিতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত পাদপীঠ মন্দিরে প্রবেশের প্রধান সিড়িপথের মুখেই বাম দিকে অবস্থিত।

'জিয়ড়্ নৃসিংহ' বলিয়া শ্রীচরিতামৃত-কথিত নামে শ্রীভগবান্ কিন্তু ঐ-স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। তিনি 'শ্রীবরাহ-নৃসিংহ-স্বামী'-নামেই প্রসিদ্ধ। তবে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী শ্রী-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণের দ্বারা তিনি সেবিত হইয়া আসিতেছেন বলিয়াই হয়ত 'জিয়ড়-নৃসিংহ'-নামের প্রচলন কোন কোন স্থলে হইয়া থাকিবে। 'জিয়ড়' বলিতে উক্ত সম্প্রদায়ে 'ত্রিদণ্ডী', 'তত্ত্বত্রয়ম্' প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

মূলগর্ভ-মন্দির মধ্যে যে ভগবদ্বিগ্রহ বিরাজমান্, তাঁহার শ্রীমুখ 'বরাহ'-আকৃতি হইলেও তিনি মূলতঃ 'শ্রীনৃসিংহ'। উক্ত বিগ্রহে সিংহের ন্যায় লেজ তাঁহার বাম স্কন্ধদেশ অতিক্রম করিয়া বৃত্তাকারে শোভমান; অবশিষ্ট অঙ্গসকল—নরাকার। ভগবানের এই বিশেষ রূপ 'নিজরূপম্'-নামে সেস্থানে প্রসিদ্ধ। তবে এই রূপ সমগ্র বৎসরে কেবল বৈশাখ-মাসে 'অক্ষয়-তৃতীয়া' তিথিতেই মাত্র সর্ব্বলোক-গোচর

হইয়া থাকেন—অবশিষ্ট সময় চন্দন-দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ আবৃত থাকেন, উহা 'নিত্যরূপম্' নামে খ্যাত। দর্শনার্থীগণ এই রূপই সমগ্র বৎসর দর্শন করিয়া থাকেন। বিজয়মূর্ত্তি বা উৎসব-মূর্ত্তি গর্ভ-মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে সেবিত হইয়া থাকেন।

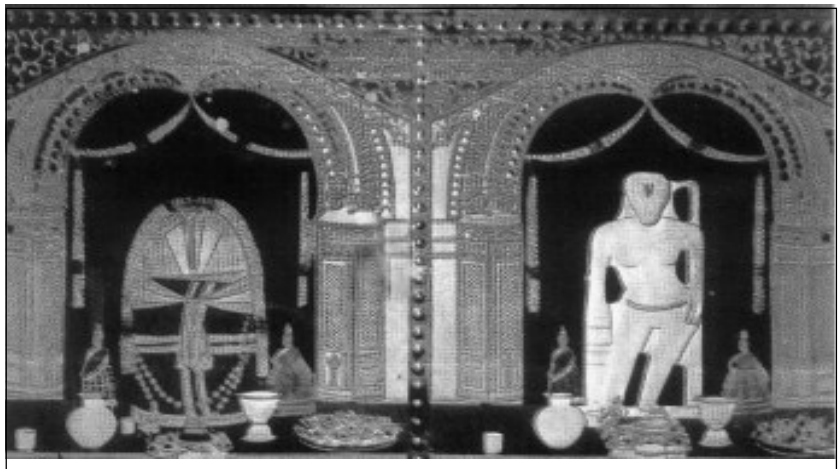

চন্দনাবৃত 'নিত্যরূপম্' চন্দনমুক্ত 'নিজরূপম্'

এই স্থানের ইতিহাস এই যে, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোনরূপে বধ না করিতে পারিলে শেষে তিনি রাক্ষসদিগকে আদেশ করিলেন—প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নক্র-মকরপূর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর বৃহৎ এক পর্ব্বতভার চাপাইয়া দিতে, যাহাতে সে পুনরায় দৈত্যরাজ্যে ফিরিয়া না আসে। রাক্ষসগণ তদনুসারে তাহাই করিল। কিন্তু সমুদ্র ধ্যানস্থ প্রহ্লাদকে পাইয়া ঐ স্থান জলশূন্য করিয়া পর্ব্বতকে জলমধ্যে ভাসাইয়া রাখিলেন। এদিকে শ্রীহরি গরুড়পৃষ্ঠে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ হইতে তীব্রবেগে ঐস্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তড়িৎগতিতে তিনি লম্ফ দিয়া অবতরণ করিয়া প্রথমে পর্ব্বতকে উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং প্রহ্লাদকে উদ্ধার করিয়া ঐ পর্ব্বতোপরি লইয়া তাঁহার সকল ক্লেশ দূর করিলেন। শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শ্রীবরাহ-নৃসিংহ-রূপ দর্শনদ্বারা বরাহ-রূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ-বৃত্তান্ত জানাইয়া নৃসিংহ-রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ-সঙ্কল্প জানাইলেন। এবং প্রহ্লাদ-সম্বন্ধে ঐ স্থানকে চিরশাশ্বত করিয়া রাখিতে তিনি ঐ স্থানে শ্রীবরাহ-নৃসিংহ-রূপে উক্ত পর্ব্বতের উপরে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া পূজিত হইবেন বলিয়া জানাইলেন। সেই হইতে উক্ত পর্ব্বত এবং স্থান 'সিংহাচলম্' নামে খ্যাত হইল।

ইহার পর ভগবৎ আদেশে প্রহ্লাদ পিতৃস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হিরণ্যকশিপু-বধের পর তিনি রাজ্যলাভ করিলেন। সেই রাজ্যশাসন-ভারমুক্ত হইবার পর প্রহ্লাদ

সিংহাচলমে আসিয়া শ্রীহরির উক্ত শ্রীবিগ্রহ সন্ধান করিয়া মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেবাপূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের বৈকুণ্ঠ-যাত্রার পর কালক্রমে সেই মন্দির লুপ্ত হইয়া যায় ও উক্ত ভগবদ্বিগ্রহ পিপীলিকা ঢিপি দ্বারা আবৃত হইয়া যায়। ইহার বহু বৎসর পর একদিন মহারাজ পুরূরবা উর্ব্বশী-সহিত নিজ বিমানে করিয়া উক্ত স্থানের উপর দিয়া যাইবার সময় এক দিব্য আকর্ষণ-বলে সেই পর্ব্বতের উপর অবতরণ করিতে বাধ্য হইলেন। স্বপ্নমধ্যে ভগবৎস্থানের সন্ধান ও নির্দ্দেশ পাইয়া মহারাজ তদনুসারে প্রচুর দুগ্ধবর্ষণদ্বারা শ্রীবিগ্রহ ঢিবি হইতে আবিষ্কার করিলেন; কিন্তু বারম্বার দুগ্ধবর্ষণেও শ্রীচরণ ভূগর্ভ-মধ্যে অদৃশ্য রহিয়া গেলেন—প্রকাশিত হইলেন না। ইহাতে মহারাজ অত্যন্ত দুঃখকাতর হইলে আকাশবাণী হইল—''শ্রীচরণ কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবে না, যেহেতু তাঁহার দর্শনমাত্রেই মহামুক্তি অবধারিত। মহারাজ! তুমি পঞ্চামৃতে স্নানদ্বারা ষোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহের পূজা সম্পাদন কর। তাহার পর সুগন্ধি চন্দনদ্বারা সম্পূর্ণ বিগ্রহ আবৃত কর ওবং এই চন্দনাবৃত অবস্থায়ই প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের পূজা সম্পাদন কর। বৎসরে কেবলমাত্র বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতেই উক্ত চন্দন-উন্মোচন করিবে। সেইকালে তাঁহার দর্শন 'পরমপদ-প্রাপক' হইয়া থাকে। শ্রীবিগ্রহের পঞ্চামৃতে মহা অভিষেক ও মহা-নিবেদন অন্তে পুনরায় চন্দনাবরণ করিতে হইবে।"

মহারাজ পুরূরবা তাহাই করিলেন। ইহার পর তিনি বহু বিখ্যাত স্থপতি-শিল্পী আনাইয়া বৃহৎশ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং আগম-কুশল ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের বাসের সুব্যবস্থা করিলেন। তখন হইতেই বিভিন্ন রাজার পূর্ণ সহযোগিতা-ক্রমে অদ্যাবধি শ্রীবিগ্রহের সেবা যথাপূর্ব্ব চলিয়া আসিতেছে। বিজয়নগরের রাজাগণ গত দুই শতাব্দী ধরিয়া বংশানুক্রমে শ্রীমন্দিরের প্রধান ট্রাস্টিরূপে কার্য্য করিতেছেন।

বিশাখাপত্তনমে মহারাণিপেটা শ্রীকৃষ্ণনগরম্-স্থানে মহাভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী গোস্বামী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠম্' নামে প্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠ অবস্থিত আছে। দর্শনার্থী গৌড়ীয় ভক্তগণের জন্য তাহা এক আশ্রয়স্থল।

মঙ্গলগিরি

'মঙ্গলগিরি' পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সিড়ি পথ

অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর 'বিজয়বাড়া' হইতে প্রায় ১২ কিঃমিঃ দূরে গুণ্টুর অভিমুখে সড়কপথে ও রেলপথে 'মঙ্গলগিরি' বিরাজমান। গুণ্টুর হইতে প্রায় ২১ কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত উক্ত 'মঙ্গলগিরি' স্থান 'শ্রীনৃসিংহ-ক্ষেত্র' বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শ্রীভগবান্ ''পানকল লক্ষ্মী-নৃসিংহ স্বামী'' নামে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণভারত পরিভ্রমণকালে গোদাবরীর পশ্চিমতটে 'বিদ্যাপুরে' গোস্পদ-ঘাটে শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর সহিত দশদিন অবস্থান করিয়া তথা হইতে 'শ্রীপানা-নৃসিংহ'-দর্শনে মঙ্গলগিরি আসিয়াছিলেন। উক্ত 'বিদ্যাপুর' বর্ত্তমানে 'কবুর' নামে পরিচিত এবং তথায় মহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দরায়ের সেই বৈঠকস্থলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ''শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ''—এক বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। কবুর হইতে সড়ক ও রেলপথে প্রায় ৩ ঘণ্টার রাস্তা 'বিজয়বাড়া'। শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'কবুর' হইতে 'মঙ্গলগিরি' গিয়াছিলেন, যদিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা সেই অনুক্রমে বর্ণিত হয় নাই। সে-সম্বন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকারেরও স্বীকারোক্তি—''সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি'' ইত্যাদি। যাহা হউক্ মহাপ্রভুর 'পানা-নৃসিংহ'-দর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা এইপ্রকার—

''স্বপ্রভাবে লোক সবারে করাঞা বিস্ময়।
পানা-নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥''

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৬৬-৬৭)

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই 'মঙ্গলগিরি' পর্ব্বতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উক্ত পাদপীঠ ঐস্থানে পঞ্চচূড়া-বিশিষ্ট মন্দির-মধ্যে বিরাজমান।

'মঙ্গলগিরি' পর্ব্বতের নিম্নে সমতল ভূমিতে এক বিশাল মন্দির দৃষ্ট হয়—এই মন্দিরেও 'শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ' সেব্যমান। এই মন্দির প্রথমে পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত। মঙ্গলগিরি হইতে কিছু দূর 'ইন্দ্রকিল-গিরি'তে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন শিবঠাকুর হইতে পাশুপত-অস্ত্র লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। যাহা হউক্, যুধিষ্ঠির মহারাজের উক্ত মন্দির হইতে পদযোগে ও সড়কপথে উভয়-ভাবেই 'মঙ্গলগিরি' পর্ব্বতের উপরে যাওয়া যায়। উক্ত পর্ব্বত উচ্চ হইলেও শ্রীমন্দিরটী পর্ব্বতের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত—মাত্র ৬০০সিড়ি অতিক্রম করিলেই মূল মন্দির। এই হাঁটিয়া যাইবার পথে যাইতে প্রথমেই বামদিকে দ্বারপালরূপে শ্রীশিবঠাকুরের মন্দির—পশ্চাৎ সিড়ি দিয়া যাইতে প্রায় ১০০ ধাপ অতিক্রমের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ, তাহার কিছু উপর 'শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-মন্দির' এবং সর্ব্বোপরি 'শ্রীপানকল-নৃসিংহ'-মন্দির বিরাজমান। এই মন্দিরের পিছনে ও কিছু উপরে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির, শ্রীবল্লভাচার্য্যের আসন এবং এক সুড়ঙ্গ অবস্থিত—যাহা 'কৃষ্ণা'-নদীর তীরে কোন গুহার সহিত সংযুক্ত বলিয়া কথিত।

মন্দির মধ্যে গর্ভমন্দিরটী প্রকৃতপক্ষে একটী গুহা-স্বরূপ; তন্মধ্যে যে শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান, তিনি কেবল বিস্ফারিত 'সিংহবদন' মাত্র, অপর অঙ্গ—অদৃশ্য। এই বিগ্রহ সাক্ষাৎরূপে ভক্তগণের প্রদত্ত মিশ্রির সরবত বা গুড়ের সরবতের অর্দ্ধেক ভাগ সর্ব্বসমক্ষে পান করেন। ভক্তগণের প্রদত্ত সরবত-পাত্র হইতে পূজারী শঙ্খে করিয়া সরবত ভগবানের শ্রীমুখে ঢালিয়া দিতে থাকেন—যতক্ষণ শ্রীমুখ হইতে সরবত ফিরিয়া না আসে। উক্ত ফিরিয়া আসা সরবত শঙ্খ-মধ্যে ধৃত হইয়া সরবত-পাত্রে ঢালিয়া দিয়া 'মহাপ্রসাদ'-রূপে ভক্তগণকে উপহার প্রদান করা হয়। এইরূপে সমগ্রদিন প্রতি ভক্তের নিকট হইতে ভগবান্ সরবত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই মিশ্রি বা গুড়ের সরবতকেই স্থানীয় ভাষায় 'পানকম্' বলা হয়। তজ্জন্যই শ্রীবিগ্রহ 'পানকল নৃসিংহ' নামে খ্যাত। লক্ষ্যণীয় যে, মন্দিরে সরবতের প্রচুর

ব্যবহার থাকিলেও বিগ্রহের নিকট বা মন্দির-মধ্যে কোথাও কোন পিপীলিকা দেখা যায় না। মন্দির-পরিচালনা-কমিটি হইতেই বিভিন্ন মূল্যে সেই সরবত-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এইস্থানেও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা 'শ্রী'-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

মঙ্গলগিরিতে সেবিত শ্রীবিগ্রহ

এইস্থান সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইতিহাস এইপ্রকার— 'নমুচি'-নামক এক অসুর বহু তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন যে, শুষ্ক বা সিক্ত কোন কিছুর দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হইবে না। বর পাইয়া তিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ তখন ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা বিষ্ণুশক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া অসুর-বাহিনীকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তখন নমুচি মঙ্গলগিরির এক গুহামধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র ভগবানের আদেশে সুদর্শন-চক্রকে সমুদ্রের ফেনা-মধ্যে সিক্ত করিয়া উক্ত গুহা-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ চক্র-মধ্যে ভয়ঙ্কর সিংহবদন-রূপে মাত্র প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত 'সংহার-অগ্নি'তে উক্ত অসুর নিধন হইল। এইজন্য উক্ত 'সিংহবদন'-শ্রীবিগ্রহ 'সুদর্শন নৃসিংহ-স্বামী'-নামেও প্রসিদ্ধ। দেবতাগণ অগ্নিনিঃসরণ-শীল সিংহবদন শ্রীভগবান্‌কে অমৃত পান করাইয়া শান্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া জানাইলেন যে, তিনি ঐরূপে উক্ত গিরিতে ঐ গুহামধ্যে অবস্থিত থাকিবেন এবং সত্যযুগে অমৃত, ত্রেতাযুগে ঘি, দ্বাপরযুগে দুধ এবং কলিযুগে 'পানকম্'-পানদ্বারাই বিশেষ সন্তুষ্ট থাকিবেন। এইজন্য তিনি কলিযুগে ''পানকল নৃসিংহ-স্বামী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

মঙ্গলগিরি হইতে ২১ কিঃ মিঃ দূরবর্ত্তী গুণ্টুর-শহরে পরমপূজনীয় মহাভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ আছে। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয় দর্শনার্থী ভক্তগণের জন্য তাহা এক আশ্রয়স্থল।

অহোবল

'আপার অহোবলে' অবস্থিত মূল অহোবল-নৃসিংহ-মন্দির

এই নৃসিংহ-ক্ষেত্রটীও অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত। গুন্টুর (জংশন) হইতে গুন্টাকল রেলপথে ২৫৮ কিঃমিঃ দূরে স্থিত নন্দয়াল (Nandayal) নামক রেলস্টেশন; তথা হইতে বাসযোগে প্রায় ৫০ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করিয়া আলাগাড্ডা(Alagadda) যাইতে হয়। উক্ত স্থান হইতে পুনরায় বাসযোগে প্রায় ২০কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত এই 'অহোবল' নামক নৃসিংহক্ষেত্র।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মঙ্গলগিরিস্থ 'শ্রীপানা-নৃসিংহ'-দর্শনের পর 'শ্রীশৈলম্'-এ আসিয়া 'মল্লিকার্জ্জুন'-শিব দর্শন করিয়া 'অহোবল'-নৃসিংহক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।

"অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৬, ১৭)।

এইস্থানে মহাপ্রভুর কোন পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এইস্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে,—এই হইল সেই স্থান, যেখানে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভ হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। তৎকালে

তিনি যে শৌর্য্য-বীর্য্য পরাক্রম ও বল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকল দেবতাগণ বিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—

"অহো বীর্য্যম্ অহো শৌর্য্যম্ অহো বাহু-পরাক্রমম্।
নৃসিংহং পরং দৈবম্ 'অহোবলম্' 'অহোবলম্'॥"

অর্থাৎ, সত্যই শ্রীনৃসিংহ শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাঁহার অহো কিপ্রকার বীর্য্য! অহো কি শৌর্য্য! তাঁহার অহো পরাক্রম! অহো বল! অহো বল!—এই কারণে এই বিশেষ স্থানের নাম 'অহোবল' হইয়াছে। ব্রহ্ম-মধ্ব-সম্প্রদায়ে 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য'-রূপে সুবিখ্যাত শ্রীবাদিরাজ তীর্থপাদের রচিত "তীর্থপ্রবন্ধ" গ্রন্থেও এইস্থানকে শ্রীনৃসিংহ-দেবের প্রকটস্থান বলিয়া বর্ণনা আছে এবং তৎসহিত অশেষ মহিমা কথিত হইয়াছে—

"অহোবল-নৃসিংহস্য মহোবলমুপাশ্রিতাঃ।
অসৎতমিস্র-সংমিশ্রাং গণয়ামো ন সংস্থিতম্॥"

অর্থাৎ, 'অহোবল'-ক্ষেত্রস্থিত মহাতেজস্বী শ্রীনৃসিংহের বলকে আশ্রয় করিয়া আমরা এই অসৎ তমিস্র (অন্ধকার)ময় সংসারকে আর গণনা করি না।

উগ্রস্তম্ভ—শ্রীনৃসিংহদেবের প্রকট-স্থল

"যস্তম্ভে প্রকটী বভূব স ময়ি স্তম্ভায়িতেঽপি স্ফুটী-
ভূয়াদ্ যো ভবনাশিনী-তটগতশ্ছিন্দ্যাৎ স মেঽমুং ভবম্।
যোঽপাদ্ বালকমপ্যসৌ নরহরির্মাং বালিশং পাতু যো
রক্ষোঽশিক্ষদসৌ প্রভুঃ খলকুলং শিক্ষত্বরূক্ষপ্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ, যিনি স্তম্ভ-মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিলেন, তিনি স্তম্ভ-সদৃশ জ্ঞানাদিশূন্য আমার মধ্যেও প্রকটিত হউন, যিনি 'ভবনাশিনী' নদীর তটে অবস্থিত হইয়া আছেন, তিনি আমার ভবসংসার নাশ করুন, যিনি বালক শ্রীপ্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীনৃহরি মাদৃশ বালিশকেও রক্ষা করুন, যিনি হিরণ্যকশিপু নামক রাক্ষসকে নিধন করিয়াছিলেন, সেই শান্তপ্রিয় প্রভু সকল দুর্জ্জনকে নাশ করুন।

সত্যযুগে এইস্থানে হিরণ্যকশিপুর রাজ্য ছিল। এইস্থান 'বেদাচল', 'গরুড়াচল' এবং 'বীরক্ষেত্র' নামেও কথিত হয়। অন্যান্য পর্ব্বত অপেক্ষা এইস্থানের পর্ব্বতমালা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় বলিয়া দৃষ্ট হয়। পুরাণের বর্ণনা-অনুসারে ভগবান্ আদিশেষ স্বয়ং 'নল্লমালা' পর্ব্বতমালা-রূপে বিরাজিত আছেন, যাঁহার মস্তকদেশ—তিরুপতি, মধ্যদেশ—অহোবল এবং লেজ-অংশ—শ্রীশৈলম্। অহোবল স্থানটী দুইভাগে বিভক্ত—Upper Ahobal, যাহা পর্ব্বতমালায় অবস্থিত এবং Lower Ahobal, যাহা পর্ব্বতের তটদেশে সমতলভূমিতে অবস্থিত। মোট নয় শ্রীনরসিংহ-মূর্ত্তি পর্ব্বত ও সমতলে বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া বিরাজমান। '**উগ্র নৃসিংহ**', '**জ্বালা নৃসিংহ**', '**মালোলা নৃসিংহ**', '**বরাহ নৃসিংহ**' '**পাবন নৃসিংহ**'—এই পাঁচ শ্রীমূর্ত্তি পর্ব্বতমালায় অবস্থিত এবং '**করঞ্জ নৃসিংহ**', '**ভার্গব নৃসিংহ**' '**যোগানন্দ নৃসিংহ**' ও '**ছত্রবট নৃসিংহ**'—এই চারি শ্রীমূর্ত্তি নীচে সমতল ভূমিতে বিরাজিত। শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্রে কথিত—১) 'উগ্রম্', ২) 'বীরম্', ৩) 'মহাবিষ্ণুম্', ৪) 'জ্বলন্তম্', ৫) 'সর্ব্বতোমুখম্', ৬) 'নৃসিংহম্', ৭) 'ভীষণম্', ৮) 'ভদ্রম্' ও ৯) 'মৃত্যুমৃত্যুম্'—এই নয়টী নাম উক্ত নয় শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ সম্বন্ধেই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আরও যে, এই নয় শ্রীমূর্ত্তি এক এক গ্রহের অধিদেবতা—সুতরাং এই নয় শ্রীবিগ্রহের দর্শনে নবগ্রহের দোষ দূর হইয়া যায়। এই নয় শ্রীনৃসিংহ ছাড়াও 'লোয়ার' অহোবলে ৩ প্রাকার বিশিষ্ট বিশাল নৃসিংহ-মন্দির আছে, তাহাতে 'শ্রীপ্রহ্লাদ-বরদ' নামে শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব বিরাজমান। উক্ত মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথের উপর 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের এক প্রাচীন মঠ আছে। বলা-বাহুল্য উক্ত মঠের অধীনে 'শ্রী'-বৈষ্ণবগণ-দ্বারাই অহোবল-নৃসিংহক্ষেত্রের সকল শ্রীমূর্ত্তির সেবা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইয়া থাকে। নীচে উক্ত নয় নৃসিংহ-মূর্ত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইপ্রকার—

১। **উগ্র নৃসিংহ**—এই শ্রীমূর্ত্তি 'লোয়ার' অহোবল হইতে প্রায় ৮ কিঃমিঃ দূরে 'আপার' অহোবলে অবস্থিত। ইনি 'অহোবল নৃসিংহ স্বামী' ও 'অহোবলেশ্বর' নামেও পরিচিত। এই মন্দির ৯টী নৃসিংহ-মন্দিরের মধ্যে মূল ও আদি মন্দির। ভগবান্ এইস্থলে ভয়ংকর রূপবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার নাম 'উগ্র-নৃসিংহ'—কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে তাঁহার সেই ভয়ংকর রূপ প্রকাশিত নয়। এই মন্দিরটী 'ভবনাশিনী'-নামে নদীর তটে অবস্থিত। নদীটি পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ হইতে আগত একটী ছোট জলধারা রূপে দৃষ্ট হয়।

২। **বরাহ নৃসিংহ**—উক্ত মূল মন্দির হইতে প্রায় ১ কিঃমিঃ দূরে ভবনাশিনী নদী অতিক্রম করিয়া 'বরাহ-নৃসিংহ' মন্দির অবস্থিত। 'বরাহ'-মুখাকৃতি এই নৃসিংহ লক্ষ্মী-দেবীকে বাম স্কন্ধের উপর রাখিয়া বিরাজমান। বরাহের অপর নাম 'ক্রোড' বলিয়া ইনি 'ক্রোডকর' নৃসিংহ-স্বামী নামেও পরিচিত।

৩। **মালোলা নৃসিংহ**—'বরাহ' নৃসিংহ হইতে প্রায় ১ কিঃমিঃ দূরে উচ্চ পর্ব্বতে মালোলা নৃসিংহ অবস্থিত। এস্থলে ভগবান্ লক্ষ্মী সহিত সৌম্য মূর্ত্তিতে বিরাজিত। 'মা' অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং 'লোল'—প্রিয়; শ্রীনৃসিংহ এস্থলে লক্ষ্মীর প্রিয়ত্ব বিধান করিয়াছেন বলিয়া 'মালোলা নৃসিংহ স্বামী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভগবান্ পার্ব্বত্য উপজাতিতে আবির্ভূত শ্রীচঞ্চুলক্ষ্মীকে বিবাহ করায়, লক্ষ্মীদেবী অভিমান করিয়া এইস্থানে একাকিনী অবস্থান করিতে থাকেন, তখন ভগবান্ আসিয়া তাঁহার মানভঙ্গ করিয়া প্রিয়তা সাধন করেন।

৪। **জ্বালা নৃসিংহ**—মূল মন্দির হইতে ৪ কিঃমিঃ দূরে উচ্চ পর্ব্বতে এই মন্দির অবস্থিত। নয়টী মন্দিরের মধ্যে এই মন্দিরটী সর্ব্ব উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানেই ভগবান্ জ্বলন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এই মন্দিরে তিন নৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজমান—স্তম্ভ হইতে প্রকটিত অবস্থায় প্রথম মূর্ত্তি, হিরণ্যকশিপুর পশ্চাৎ ধাবমান অবস্থায় দ্বিতীয় মূর্ত্তি এবং তাঁহাকে উরুর উপর রাখিয়া সংহার অবস্থায় তৃতীয় মূর্ত্তি। মন্দিরের নিকটে 'রক্তকুণ্ড' বিরাজমান,—হিরণ্যকশিপু-বধের পর ভগবান্ উক্ত কুণ্ডে হস্ত ধৌত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই কুণ্ডজল লালাভ দৃষ্ট হয়।

এই মন্দিরে যাইবার পথেই পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত 'উগ্র স্তম্ভ' দেখা যায়—এই স্তম্ভ ভেদ করিয়া ভগবান্ প্রকটিত হইয়াছিলেন। ইহা 'জ্বালা নৃসিংহ' অপেক্ষাও প্রায় ৩ কিঃমিঃ দূরে উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে যাইবার পথ অত্যন্ত খাড়া—বাঁধানো সিড়ি নাই বলিয়া দুর্গম।

৫। পাবন নৃসিংহ—মূল 'অহোবল-মন্দির' হইতে প্রায় ৬ কিঃমিঃ দূরে উচ্চ পর্ব্বতদেশে অবস্থিত। 'পাবন'-নদীর তটে অবস্থিত বলিয়া বিগ্রহের নাম 'পাবন নৃসিংহ স্বামী'। এই মন্দিরে ভগবান্ 'শ্রীচঞ্চু লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিরাজমান। শ্রীচঞ্চুদেবী পার্ব্বত্য উপজাতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বলিয়া ঐস্থানে উপজাতির লোকেরা অদ্যাপি উক্ত 'পাবন-নৃসিংহ স্বামীকে' জামাতা জ্ঞানে বিশেষ আদর করিয়া থাকেন।

৬। **করঞ্জ নৃসিংহ**—মূল 'অহোবল-মন্দির' হইতে প্রায় ১ কিঃমিঃ দূরে 'লোয়ার' অহোবলে যাইবার পথে সমতল ভূমিতে অবস্থিত। 'করঞ্জ' (করমচা) বৃক্ষের নিকট অবস্থিত বলিয়া শ্রীবিগ্রহের নাম 'করঞ্জ নৃসিংহ স্বামী'। ভগবৎপার্ষদ শ্রীহনূমান এস্থানে শ্রীনৃসিংহ দর্শনের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন—তজ্জন্য নিকটে ছোট শ্রীহনূমান-মন্দির বিরাজমান। ভগবান্ শ্রীহনূমানের ইচ্ছা অনুসারে ধনুঃধারণ করিয়া দর্শন দিয়াছিলেন। ভগবান্ এস্থলে 'ত্রিনেত্র' বিশিষ্ট।

৭। **ভার্গব নৃসিংহ**—এই মন্দির 'লোয়ার' অহোবল হইতে ২ কিঃমিঃ দূরে ভার্গব-তীর্থের নিকট একটী পর্ব্বত টিলার উপর অবস্থিত। 'ভার্গব' অর্থাৎ পরশুরাম এস্থানে তপস্যা করিয়া ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন।

৮। **যোগানন্দ নৃসিংহ**—এই মন্দির 'লোয়ার' অহোবলে 'অহোবল মঠ' হইতে প্রায় ২ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, হিরণ্যকশিপুর বধের পর ভগবান্ প্রহ্লাদকে এস্থানে বিভিন্ন যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি এস্থলে 'যোগানন্দ নৃসিংহ স্বামী'-নামে হাস্যময় মূর্ত্তিতে বিরাজমান।

৯। **ছত্রবট নৃসিংহ**—'যোগানন্দ নৃসিংহ' মন্দির হইতে ১/২ কিঃমিঃ পথ। পিপ্পল-বৃক্ষের নীচে অবস্থান হেতু 'ছত্রবট-নৃসিংহ-স্বামী' নাম। গন্ধর্ব্বগণ এইস্থানে ভগবান্‌কে সঙ্গীতদ্বারা আনন্দ বিধান করেন।

এই নয় শ্রীবিগ্রহ ছাড়াও 'প্রহ্লাদ-গুহা' নামে দর্শনীয় স্থান আছে—ইহা 'আপার' অহোবলে এক পর্ব্বতে অবস্থিত। পথ-প্রদর্শকের (Guide) সাহায্যেই এইসকল স্থান-দর্শন সম্ভব। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই অল্পশিক্ষিত বলিয়া স্থানীয় তেলেগু ভাষা ছাড়া অন্য হিন্দী বা ইংরাজী ভাষায় তাহারা বিশেষ আলাপ করিতে পারেন না।

'প্রহ্লাদ-গুহা'

দর্শনার্থীগণ 'আলাগাড্ডা' হইতে বাসযোগে প্রথমে 'লোয়ার' অহোবলে আসিয়া উপস্থিত হন। এইস্থানে 'অহোবল-মঠে'র পরিচালনায় 'মালোলা গেষ্ট হাউস্'-নামে যাত্রীনিবাস আছে। ইহা ছাড়াও 'তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম্' (TTD) পরিচালিত কম খরচায় যাত্রীনিবাস আছে। আবার বাস হইতে নামিয়াই যে-বিশাল মন্দির দৃষ্ট হয়, তাহার নিকট এলাকায়ও কিছু যাত্রীনিবাস আছে। মঠে যাত্রীদের প্রসাদ পাইবার সুব্যবস্থা আছে। আবার 'আপার' অহোবলে মূল মন্দিরের নিকট অবস্থিত ইঁহাদের শাখা মঠেও দর্শনার্থীগণ প্রসাদ পাইয়া থাকেন।

শ্রীনৃসিংহ-স্তুতিঃ

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুত-সিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ১
(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥ ২

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥ ৩
(শ্রীনৃসিংহ-পুরাণম্)

১। ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্, পরমপুরুষ, বিভু আত্মা, অদ্ভুত সিংহমূর্ত্তি, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা শ্রীহরি—আপনাকে নমস্কার।

২। যিনি শ্রীপ্রহ্লাদকে আনন্দ দান করেন, যাঁহার নখশ্রেণী হিরণ্যকশিপুর বক্ষশীলা-বিদারণে টঙ্ক (পাষাণ-ভেদন অস্ত্র) স্বরূপ, সেই শ্রীনরসিংহ-রূপী আপনাকে নমস্কার।

৩। এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, হৃদয়ে নৃসিংহ—সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীনৃসিংহ-নখস্তুতিঃ

[শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিতা]

পান্ত্বস্মান্ পুরহূত-বৈরি-বলবন্মাতঙ্গ-মাদ্যদ্ঘট-
কুম্ভোচ্চাদ্রি-বিপাটনাধিক-পটু-প্রত্যেকং বজ্রায়িতাঃ।
শ্রীমৎকণ্ঠীরবাস্য-প্রতত-সুনখরা দারিতারাতিদূর-
প্রদ্ধস্ত-ধ্বান্ত-শান্ত-প্রবিতত-মনসা ভাবিতা ভূরিভাগৈঃ॥১॥

লক্ষ্মীকান্ত সমন্ততোঽপিকলয়ন্ নৈবেশিতুঃ তে সমং
পশ্যাম্যুত্তমবস্তু-দূরতরতোঽপাস্তং রসো যোঽষ্টমঃ।
যদ্রোষোৎকর-দক্ষ-নেত্রকুটিল-প্রান্তোত্থিতাগ্নি-স্ফুরৎ-
খদ্যোতোপম-বিস্ফুলিঙ্গ-ভসিতা ব্রহ্মেশ-শক্রোৎকরাঃ॥২॥

১। শ্রীলক্ষ্মী-সমন্বিত সিংহবদন শ্রীহরির সর্ব্বত্র বিস্তৃত সুন্দর নখর-রাজি, যাঁহার প্রতিটি নখ উচ্চ পর্ব্বত-বিদারণকারী 'বজ্রে'র ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রারি দৈত্যগণ-রূপ বলবান্ উন্মত্ত হস্তীগণের মস্তকের কুম্ভ-বিদারণ-কার্য্যে অতি সমর্থ—যাঁহার প্রভাবে ষড়্রিপু নাশ হয় এবং চিত্তের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস হয়, সুতরাং সেই শান্ত সমাহিত চিত্তদ্বারা পরম সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণ যাঁহার ধ্যান করেন, সেই শ্রীভগবানের নখররাজি আমাদের পালন করুন।

২। হে লক্ষ্মীকান্ত! সমস্তপ্রকারে বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, ঈশ্বর আপনার সমান কিছুই নাই; (ব্রহ্মাণ্ডের সকল) উত্তম বস্তুও দূর হইতেই দূরীভূত হইয়া যায় (অর্থাৎ সেস্থলে আপনার সহিত তুলনার কোন ক্ষেত্রই নাই), এমনকি অষ্টম রস যে-'ভয়ানক', তাহাও আপনার হইতে দূরীভূত হয় (অর্থাৎ ভয় আপনাকে ভয় পায়)—দহনে সমর্থ যাঁহার রোষপূর্ণ নেত্রের কুটিল প্রান্তভাগ হইতে উত্থিত অগ্নির এক খদ্যোত (জোনাকী)-সম বিস্ফুলিঙ্গে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবতাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যান (সেই আপনার সহিত কাহার তুলনা?)।

নরহর্য্যষ্টকম্

[যতিরাজ শ্রীবাদিরাজ তীর্থ এই অষ্টকটীর রচয়িতা।
তিনি মধ্ব-সম্প্রদায়ে 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' নামে প্রসিদ্ধ।]

যদ্ধিতং তব ভক্তানামস্মাকং নৃহরে হরে।
তদাশু কার্য্যং কার্য্যজ্ঞ প্রলয়ার্কাযুত-প্রভ॥১॥

রটৎসটোগ্র ভ্রুকুটী-কঠোর-কুটিলেক্ষণ।
নৃপঞ্চাস্য জ্বলজ্জ্বালোজ্জ্বলাস্যারীন্ হরে হর॥২॥

উন্নদ্ধ-কর্ণ-বিন্যাস বিবৃতানন ভীষণ।
গতদূষণ মে শত্রূন্ হরে নরহরে হর॥৩॥

হরে শিখিশিখোদ্ভাস্বদুরঃ ক্রূরনখোৎকর।
অরীন্ সংহর দংষ্ট্রোগ্র স্ফুরজ্জিহ্ব নৃসিংহ মে॥৪॥

জঠরস্থ-জগজ্জাল করকোট্যুদ্যতায়ুধ।
কটিকল্প-তড়িৎকল্প-বসনারীন্ হরে হর॥৫॥

রক্ষোঽধ্যক্ষ-বৃহদ্বক্ষো-রূক্ষকুক্ষি-বিদারণ।
নরহর্য্যক্ষ মে শত্রুপক্ষ-কক্ষং হরে দহ॥৬॥

১। হে শ্রীহরি! হে শ্রীনৃসিংহ! হে অযুত প্রলয়-সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট! হে সর্ব্ব কার্য্যজ্ঞাতা! তোমার ভক্তগণ এই আমাদের জন্য যাহা হিতকর, তুমি সেই কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন কর।

২। হে নৃসিংহ! শব্দায়মান তোমার উগ্র কেশর, ভ্রুকুটী সহিত কঠোর ক্রূর দৃষ্টি, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল-বদন হে শ্রীহরি! তুমি শত্রুগণকে হরণ কর।

৩। হে নৃহরি! উদ্ধত-রূপে বিন্যস্ত তোমার কর্ণ, বিস্ফারিত মুখ, হে ভয়ঙ্কর! হে সর্ব্বদোষমুক্ত! হে শ্রীহরি! তুমি আমার শত্রুগণকে হরণ কর।

৪। হে শ্রীহরি! অগ্নিশিখায় উদ্দীপিত তোমার বক্ষঃস্থল, অতি ক্রূর তোমার নখরসমূহ, উগ্রদন্ত, কম্পমান জিহ্বা, হে নৃসিংহ! আমার শত্রুগণকে সংহার কর।

৫। তোমার জঠর- মধ্যে সমস্ত জগন্মণ্ডল, কোটী হস্তে বিরাজিত উদ্যত সব অস্ত্রসমূহ (অথবা তোমার করাগ্রভাগ অর্থাৎ নখরসমূহই উদ্যত অস্ত্র), কটিদেশে শোভিত বিদ্যুদ্বর্ণ বসন, হে হরি! তুমি শত্রুগণকে হরণ কর।

৬। হে রক্ষঃপতি-হিরণ্যকশিপুর বিশাল বক্ষ ও কঠোর উদর বিদারণকারী! হে নরসিংহ! তুমি আমার শত্রুপক্ষ-রূপ বন দহন কর।

বিধি-মারুত-শর্ব্বেন্দ্র-পূর্ব্বগীর্ব্বাণ-পুঙ্গবৈঃ।
সদা নতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বারীন্ নরসিংহ হরে হর॥৭॥

ভয়ঙ্করোর্ব্বলঙ্কার বরহুঙ্কার-গর্জ্জিত।
হরে নরহরে শত্রূন্ মম সংহর সংহর॥৮॥

বাদিরাজ-যতি-প্রোক্তং নরহর্য্যষ্টকং নবম্।
পঠন্ নৃসিংহ-কৃপয়া রিপূন্ সংহরতি ক্ষণাৎ॥৯॥

৭। ব্রহ্মা, বায়ু, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দেবগণের দ্বারা সদা প্রণত তোমার পদযুগল, হে নরসিংহ! হে হরি! তুমি শত্রুগণকে হরণ কর।

৮। হে ভয়ঙ্কর! হে প্রচুর অলঙ্কার-শোভিত! হে ভীষণ হুঙ্কার-নাদে গর্জ্জনশীল! হে নরসিংহ! তুমি আমার শত্রুগণকে সংহার কর, সংহার কর।

৯। যতিরাজ শ্রীবাদিরাজ তীর্থ-কথিত এই নরহরি-অষ্টক স্তব পাঠ করিলে উহা (উক্ত স্তব) নৃসিংহ-কৃপায় ক্ষণমধ্যে শত্রুগণকে সংহার করেন।

★ ★ ★

বিশেষ দ্রষ্টব্য— এস্থলে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট 'আমার শত্রুগণকে সংহার কর' বলিয়া যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহাতে শত্রুগণ বলিতে কাম-ক্রোধাদি ছয় শত্রু লক্ষিত হইয়াছে। "**আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ**" (গী ৬।৫)—মনই জীবের বন্ধু, আবার মনই জীবের শত্রু। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন—'কেহ কেহ নিজের মধ্যেই অবস্থিত কামাদি শত্রুগুলিকে জয় না করিয়া দশ দিক্ জয় করিয়াছি বলিয়া অভিমান করেন; কিন্তু যিনি নিজের মনকে জয় করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে অবিদ্যা-কল্পিত শত্রু কিরূপে সম্ভব?' (ভাঃ ৭।৮।১০)। সুতরাং এস্থলে অষ্টক-রচয়িতা নিশ্চয়ই বদ্ধজীবের অবিদ্যা-কল্পিত শত্রুগণকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট কামাদি ছয় শত্রুগুলিকে সংহারের জন্যই প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্য করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তদ্রূপ উপদেশ করিয়াছেন—"**এই দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়। কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয়॥ হৃদয় শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা। নৃসিংহ-চরণে মোর এই ত' কামনা॥**" (শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ)।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-স্তবঃ

[শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদ-কৃত-'ভাবার্থদীপিকা' হইতে উদ্ধৃত]

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥ ১

প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যা-বিদারণম্।
শরদিন্দু-রুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্॥ ২

পুণ্যারণ্যে নৃসিংহৈক-নামসিংহো বিরাজতে।
যন্নাদতঃ পলায়ন্তে মহাকল্মষ-কুঞ্জরাঃ॥ ৩

স্বভক্ত-পক্ষপাতেন তদ্বিপক্ষ-বিদারণম্।
নৃসিংহমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দ-বিগ্রহম্॥ ৪

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥ ৫

নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি, শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং, দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ॥ ৬

উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ।
হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে॥ ৭

ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃত-বন্ধনম্।
ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্ত্তয়॥ ৮

---

১) যাঁহার বদনে বাগ্‌দেবী (সরস্বতী), বক্ষে লক্ষ্মীদেবী এবং হৃদয়ে 'সম্বিৎ' বিরাজমান, সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি। ২) যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়স্থিত আহ্লাদ-স্বরূপ, ভক্তের অবিদ্যা-বিদারণকারী, শরৎকালীয় চন্দ্রের ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট, সেই সিংহবদন শ্রীহরিকে বন্দনা করি। ৩) পুণ্য (ভক্তি)-অরণ্যে 'নৃসিংহ'-নামক শ্রীনাম-সিংহ বিরাজ করেন, যাঁহার গর্জ্জনে মহাকল্মষ-রূপ হস্তীগণ পলায়ন করে। ৪) নিজ ভক্তগণের পক্ষপাত-পূর্ব্বক যিনি ভক্তের বিপক্ষকে বিদারণ করেন, সেই পরমানন্দ-বিগ্রহ অদ্ভুত শ্রীনৃসিংহদেবকে বন্দনা করি। ৫) শ্রীনৃসিংহ উগ্র-স্বভাব হইলেও নিজ ভক্তগণের নিকট অনুগ্র থাকেন, অর্থাৎ সেস্থানে তাঁহার উগ্রভাব প্রকাশ পায় না—যেমন, এক সিংহ নিজ সন্তানগণের নিকট বাৎসল্য প্রকাশ করে, কিন্তু অন্য প্রাণিগণের নিকট উগ্রবিক্রম হইয়া পড়ে। ৬) হে নৃসিংহদেব! যদি নরতনু লাভ করিয়া জীব শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি দ্বারা আপনার ভজনা না করে, তবে মানবগণের এই শ্বাস-প্রশ্বাস ভস্ত্রার ন্যায় নিষ্ফল। ৭) যোগপথে উদর প্রভৃতি স্থানস্থিত পদ্মসকলে ধ্যাত হইয়া যে নৃসিংহদেব যোগিগণের

ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥ ৯
ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ।
কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি॥ ১০
চরণস্মরণং প্রেম্না তব দেব সুদুর্ল্লভম্।
যথা কথঞ্চিন্নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশম্॥ ১১
কাহং বুদ্ধ্যাদি-সংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্ মহস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ॥ ১২
তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥ ১৩
অন্তর্যন্তা সর্ব্বলোকস্য গীতঃ, শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ।
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্নৃসিংহঃ, শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে॥ ১৪
সংসারচক্র-ক্রকচৈর্বিদীর্ণ-, মুদীর্ণ-নানা-ভবতাপ-তপ্তম্।
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং, ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্॥ ১৫

মৃত্যুভয় নাশ করেন, হৃদয়স্থিত সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে আমরা উপাসনা করি। ৮) হে ঈশ্বর! হে পরানন্দ! আপনার চরণযুগলের সেবা প্রদানপূর্ব্বক আপনার বিভিন্নাংশ-স্বরূপ আমার উপর আপনার মায়া-রচিত যে বন্ধন সক্রিয় হইয়া আছে, তাহা আপনি করুণাবশতঃ নিবৃত করুন। ৯) আপনার কথামৃত-সাগরে বিহরণশীল মহানন্দী কোন কোন কৃতিব্যক্তি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ- রূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। ১০) আমার আত্মার আত্মা-স্বরূপ আপনি যে জগন্নাথ, সেই আপনাতে আমার মন এই জন্মেই নিবিষ্ট হউক্; অহো কবে আমার এইপ্রকার নিবিষ্টতাময় মনুষ্যজন্ম লাভ হইবে? ১১) হে শ্রীনৃসিংহ! প্রেমের সহিত আপনার শ্রীচরণ-স্মরণ অতি দুর্ল্লভ; তথাপি হে দেব! যে-কোনপ্রকারে সেইরূপ প্রেমের সহিত চরণস্মরণ দিবারাত্র আমার যেন লাভ হয়। ১২) হে ভূমন্! কোথায় আমি জড়বুদ্ধি-অহংকার প্রভৃতি দ্বারা সম্যক্ বদ্ধ জীব আমি এবং কোথায় আপনার মহিমা! হে নৃসিংহ! হে দীনবন্ধু! হে দয়ার সাগর! আমাকে আপনার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রদান করুন। ১৩) কেহ তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুপ্রকার তপস্যা করুন, বা কেহ পর্ব্বত হইতে পতনের অনুষ্ঠান করুন, কিংবা কেহ বহু বহু তীর্থ ভ্রমণ করুন, বা কেহ সকল শাস্ত্র পাঠ করুন, অথবা কেহ বহু বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করুন, বা অপর কেহ তার্কিক হইয়া বাদ-বিসম্বাদ করুন, কিন্তু হরিস্মরণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ১৪) শ্রুতিতে যিনি সর্ব্বলোকের অন্তর্যামি-রূপে খ্যাত এবং যুক্তিদ্বারাও যাঁহাকে এইরূপে জানা যায়, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনৃসিংহদেব; শ্রীলক্ষ্মী-

যদা পরানন্দ-গুরো ভবৎপদে, পদং মনো মে ভগবঁল্লভেত।
তদা নিরস্তাখিল-সাধনশ্রমঃ, শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ॥ ১৬

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিদ্ঘনঃ।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছ-দার-সুতাদিভিঃ॥ ১৭

মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গ-সঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্।
নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাদ্ বিগলিত-ত্বৎপুণ্যগাথামৃত-
স্রোতঃ-সংপ্লব-সংপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ॥ ১৮

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গন-গতা কাল-স্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্।
মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সম্মর্দ্দয়ন্ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে ত্বমেব তাং বারয়॥ ১৯

সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-নীরাজিত-পদাম্বুজম্।
ভোগযোগপ্রদং বন্দে মাধবং কর্ম্মি-নম্রয়োঃ॥ ২০

সহিত সেই তাঁহাকে আমার চিত্তদ্বারা অবলম্বন করি। **১৫)** হে শ্রীনৃসিংহ! সংসার-চক্র-রূপ করাৎদ্বারা বিদীর্ণ, নানাপ্রকার ভবতাপে তপ্ত এবং কোন না কোনপ্রকারে বিপদ্গ্রস্ত এই শরণাগত নরগণকে আপনি উদ্ধার করুন। **১৬)** হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মে আমার মন যখন আশ্রয় লাভ করিবে, তখন হে পরানন্দ-গুরু! আপনার অশেষ কৃপায় নিখিল সাধন-শ্রম নিরস্ত হইয়া আমি পরমসুখ লাভ করিব। **১৭)** হরিভজনকারী ব্যক্তির নিকট আপনি সাক্ষাৎ পরম চিদ্ঘনানন্দ বিভু আত্মস্বরূপ; অতএব তুচ্ছ স্ত্রীপুত্রাদিতে কি প্রয়োজন? **১৮)** হে নৃসিংহ! সেই স্ত্রীপুত্রাদির অঙ্গসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর আপনাকেই চিন্তা করিতে করিতে মদাদিশূন্য সাধুগণ যে-যে-স্থানে বাস করেন, সেই সকল আশ্রমসমূহে আমি অবস্থান করত তাঁহাদের মুখপদ্ম-বিগলিত আপনার পবিত্র কথামৃত-স্রোতে স্নাত হইয়া আমি পুনরায় আর জড়দেহ-ধারী হইব না। **১৯)** আপনার দৃষ্টিতে শক্তি-সঞ্চারিতা হইয়া নৃত্যরতা মায়াদেবী কাল-স্বভাবাদি-দ্বারা সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণময় নানা ভাব প্রকাশপূর্ব্বক এই আতুর জীব আমাকে আক্রমণ করত আমার মস্তকে নিষ্ঠুরভাবে পদদ্বারা সম্মর্দ্দন করিতেছে। হে নৃসিংহ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আমার প্রতি আপনার উক্ত মায়ার প্রভাব কৃপাপূর্ব্বক নিবারণ করুন। **২০)** কর্ম্মী ও ভক্তের পক্ষে যথাক্রমে ভোগ ও ভক্তিযোগ-প্রদাতা যাঁহার পাদপদ্ম নিখিল-শ্রুতি-শিরোরত্ন-দ্বারা নীরাজিত হয়, সেই শ্রীমাধবকে আমি বন্দনা করি।

সংকট-নাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্

[শ্রীমৎশংকরাচার্য্য-বিরচিত]

শ্রীমৎপয়োনিধি-নিকেতন চক্রপাণে
ভোগীন্দ্র-ভোগমণি-রঞ্জিত-পুণ্যমূর্ত্তে।
যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১
ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্র-মরুদর্ক-কিরীট-কোটি-
সংঘট্টিতাঙ্ঘ্রিকমলামল-কান্তিকান্ত।
লক্ষ্মী-লসৎকুচ-সরোরুহ-রাজহংস
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ২
সংসার-ঘোর-গহনে চরতো মুরারে
মারোগ্র-ভীকর-মৃগ-প্রবরার্দিতস্য।
আর্ত্তস্য মৎসর-নিদাঘ-নিপীড়িতস্য
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৩
সংসার-কূপমতি-ঘোরমগাধ-মূলং
সংপ্রাপ্য দুঃখশত-সর্প-সমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৪

---

১) ক্ষীরসমুদ্র যাঁহার নিবাসস্থল, যাঁহার হস্তে সুদর্শন-চক্র বিরাজমান, নাগশ্রেষ্ঠ অনন্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে যে-পুণ্যবিগ্রহ রঞ্জিত, যিনি যোগীশ্বর, সনাতন, সকলের শরণ্য, ভবসাগরের নৌকা, সেই হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান করুন, অর্থাৎ হস্ত প্রসারণ করিয়া অনুগ্রহ করুন। ২) যে-চরণকমল ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুদ্ (বায়ু) ও আদিত্যগণের কোটী কিরীট (মুকুট) দ্বারা প্রণমিত, যিনি অমল কান্তি-হেতু কমনীয়, যিনি লক্ষ্মীর কুচ-সরোবরে বিহাররত রাজহংস-স্বরূপ, সেই হে লক্ষ্মীসহ শ্রীনৃসিংহদেব! আপনি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ৩) হে মুরারে! আমি সংসার-রূপ ঘোর গহন বনে বিচরণ করিতেছি, সেখানে আমি কাম-রূপ উগ্র পশুরাজ-দ্বারা তাড়িত হইতেছি এবং মৎসরতা-রূপ গ্রীষ্ম-তাপে পীড়িত হইয়া দুঃখকাতর হইতেছি, হে লক্ষ্মী- নৃসিংহ! আপনি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ৪) হে দেব! আমি অতি ঘোর অতলস্পর্শ ভবকূপে পতিত হইয়া শত শত দুঃখরূপ সর্পে পরিবৃত হইয়াছি। হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! এই দীন এবং নিতান্ত ক্লেশকর অবস্থায় পতিত আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন

সংসার-সাগর-বিশাল-করাল-কাল-
নক্র-গ্রহ-গ্রসন-নিগ্রহ-বিগ্রহস্য।
ব্যগ্রস্য রাগ-রসনোর্ম্মি-নিপীড়িতস্য
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৫
সংসার-বৃক্ষমঘ-বীজমনন্ত-কর্ম্ম-
শাখাশতং করণ-পত্রমনঙ্গ-পুষ্পম্।
আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৬
সংসার-সর্প-ঘনবক্ত্র-ভয়োগ্রতীব্র-
দংষ্ট্রাকরাল-বিষদগ্ধ-বিনষ্টমূর্ত্তেঃ।
নাগারিবাহন সুধাব্ধি-নিবাস শৌরে
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৭
সংসার-দাব-দহনাতুর-ভীকরোরু-
জ্বালাবলীভি-রতিদগ্ধ-তনূরুহস্য।
ত্বৎপাদপদ্ম-সরসী-শরণাগতস্য
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৮
সংসার-জাল-পতিতস্য জগন্নিবাস
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থ-বড়িশার্থ-ঝষোপমস্য।
প্রোৎখণ্ডিত-প্রচুর-তালুক-মস্তকস্য
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৯

প্রদান করুন। ৫) সংসার-সাগরে পতিত আমি রাগ-রসনার (লোভের) তরঙ্গে পড়িয়া নিপীড়িত হইতেছি এবং বিশাল করাল কাল-রূপ নক্র-মকরের গ্রাসে পিষ্ট-শরীর আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছি, হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ৬) হে কৃপাময়! সংসার-বৃক্ষ—যাহার পাপবীজ হইতে উৎপত্তি, যাহার অনন্ত কর্ম্ম-রূপ শত শত শাখা, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার পত্র, 'কাম' যাহার পুষ্প, আমি সেই সংসার-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফলরূপে দুঃখই মাত্র পাইয়া পতিত হইয়াছি, হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ৭) হে শৌরে! ভয়ঙ্কর বিস্ফারিত-মুখ করাল-দংষ্ট্রা সংসার-সর্পের উগ্র তীব্র বিষের দহনে বিনষ্ট-মূর্ত্তি আমি। হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! সর্পশত্রু গরুড় আপনার বাহন, অমৃতসাগর আপনার নিবাস-স্থল, সুতরাং আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ৮) সংসার-রূপ ভয়ঙ্কর দাবানলের দহনে আতুর আমার সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রচণ্ড অগ্নিশিখা-সমূহে অত্যন্ত দগ্ধীভূত হইতেছে। হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনার পাদপদ্ম-রূপ সরোবরে শরণাগত এই আমাকে আপনি নিজ

সংসার-ভীকর-করীন্দ্র-করাভিঘাত-
নিষ্পিষ্ট-মর্ম্ম-বপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ।
প্রাণ-প্রয়াণ-ভবভীতি-সমাকুলস্য
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১০
অন্ধস্য মে হৃতবিবেক-মহাধনস্য
চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়-নামধেয়ৈঃ।
মোহান্ধ-কূপকুহরে বিনিপাতিতস্য
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১১
বদ্ধা গলে যমভটা বহু-তর্জ্জয়ন্তঃ
কর্ষন্তি যত্র ভবপাশ-শতৈর্যুতং মাম্।
একাকিনং পরবশং চকিতং দয়ালো
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১২
লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো
বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ।
ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১৩
একেন চক্রমপরেণ করেণ শঙ্খ-
মন্যেন সিন্ধুতনয়ামবলম্ব্য তিষ্ঠন্।

হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ৯) হে জগন্নিবাস! ইন্দ্রিয়ভোগ্য 'বিষয়'-রূপ বড়শি-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যাহার মস্তকের তালু প্রচুর-রূপে খণ্ডিত হইতেছে, এইরূপ সংসার-জালে পতিত মৎস্যের ন্যায় আমাকে হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ১০) হে সকল দুঃখ-নাশক! সংসার-রূপ ভীষণ হস্তীর শুণ্ডের আঘাতে আমার দেহের মর্ম্মস্থল নিষ্পিষ্ট হইয়াছে—এমতাবস্থায় মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল আমাকে হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ১১) হে প্রভো! আমি অজ্ঞান-অন্ধ; 'ইন্দ্রিয়' নামক বলবান্ চোরেরা আমার বিবেক-রূপ মহাধন হরণ করিয়া 'মোহ'-রূপ অন্ধকূপের গর্ত্ত-মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছে। সুতরাং হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ১২) হে দয়াময়! শত সংসার-পাশদ্বারা বদ্ধ, পরাধীন ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় একাকী আমাকে যমদূতগণ গলায় বাধিয়া বহু তর্জ্জন করিতে করিতে নরকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। ১৩) হে লক্ষ্মীকান্ত! হে কমলনাভ! হে দেবতাগণের আরাধ্য! হে বিষ্ণু! হে বৈকুণ্ঠ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে পদ্মলোচন, হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! হে বাসুদেব! হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন।

বামেতরেণ বরদাভয়-পদ্মচিহ্নং
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১৪
সংসার-সাগর-নিমজ্জন-মুহ্যমানং
দীনং বিলোকয় বিভো করুণানিধে মাম্।
প্রহ্লাদ-খেদ-পরিহার-পরাবতার
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১৫
প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাদি-ভাগবত-পুঙ্গব-হৃন্নিবাস।
ভক্তানুরক্ত-পরিপালন-পারিজাত
লক্ষ্মী-নৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১৬
লক্ষ্মী-নৃসিংহ-চরণাব্জ-মধুব্রতেন
স্তোত্রং কৃতং শুভকরং ভুবি শংকরেন।
যে তৎপঠন্তি মনুজা হরিভক্তিযুক্তাঃ
তে যান্তি তৎপদ-সরোজমখণ্ডরূপম্॥ ১৭

---

১৪) হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনার একহস্তে সুদর্শন-চক্র, অন্য হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে সিন্ধুকন্যা লক্ষ্মীদেবীকে অবলম্বন করিয়া বিরাজমান, এবং দক্ষিণ হস্তে আপনার 'বরদ' ও 'অভয়'-রূপ পদ্মচিহ্ন; হে নাথ! আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। **১৫)** হে বিভু! হে করুণাসাগর! সংসার-সাগরে নিমগ্ন, মুহ্যমান ও দীন আমার প্রতি দয়া করিয়া দৃষ্টিপাত করুন; প্রহ্লাদের দুঃখ দূর করিতে অবতীর্ণ হে পরাবতার লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। **১৬)** হে লক্ষ্মী-নৃসিংহ! আপনি প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণের হৃদয়-নিবাসী—আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুরক্তি-হেতু তাঁহাদের পরিপালনে 'পারিজাত'-রূপ সুরতরু-বিশেষ; সুতরাং আপনি আমাকে নিজ হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। **১৭)** শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ-চরণকমলের ভ্রমর-স্বরূপ শঙ্কর (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) এই ধরাতলে পরম মঙ্গলকর এই স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। হরিভক্তি-যুক্ত যে-সকল মানব তাহা পাঠ করেন, তাঁহারা অবিনশ্বর সেই চরণকমল লাভ করেন।

শ্রীনৃসিংহাষ্টোত্তরশত-নামস্তোত্রম্

রুদ্রাদ্যা ঊচুঃ

ওঁ নমো নারসিংহায় তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় তে নমঃ।
নমো বজ্রনখায়ৈব বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ॥ ১
সর্ব্ববীজায় সত্যায় সর্ব্বচৈতন্য-রূপিণে।
সর্ব্বধারায় সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বগায় নমো নমঃ॥ ২
বিশ্বস্মৈ বিশ্ববন্দ্যায় বিরিঞ্চি-জনকায় চ।
বাগীশ্বরায় বেদ্যায় বেধসে বেদমৌলয়ে॥ ৩
নমো রুদ্রায় ভদ্রায় মঙ্গলায় মহাত্মনে।
কারণায় তুরীয়ায় শিবায় পরমাত্মনে॥ ৪
হিরণ্যকশিপু-প্রাণহরণায় নমো নমঃ।
প্রহ্লাদ-ধ্যেয়মানায় প্রহ্লাদার্ত্তি-হরায় চ॥ ৫

১। ওঁ নারসিংহায় নমঃ।
২। ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় নমঃ।
৩। ওঁ বজ্রনখায় নমঃ।
৪। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
৫। ওঁ জিষ্ণবে নমঃ।
৬। ওঁ সর্ব্ববীজায় নমঃ।
৭। ওঁ সত্যায় নমঃ।
৮। ওঁ সর্ব্বচৈতন্য-রূপিণে নমঃ।
৯। ওঁ সর্ব্বাধারায় নমঃ।
১০। ওঁ সর্ব্বস্মৈ নমঃ।
১১। ওঁ সর্ব্বগায় নমঃ।
১২। ওঁ বিশ্বস্মৈ নমঃ।
১৩। ওঁ বিশ্ববন্দ্যায় নমঃ।
১৪। ওঁ বিরিঞ্চি-জনকায় নমঃ।
১৫। ওঁ বাগীশ্বরায় নমঃ।
১৬। ওঁ বেদ্যায় নমঃ।
১৭। ওঁ বেধসে নমঃ।
১৮। ওঁ বেদমৌলয়ে নমঃ।
১৯। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।
২০। ওঁ ভদ্রায় নমঃ।
২১। ওঁ মঙ্গলায় নমঃ।
২২। ওঁ মহাত্মনে নমঃ।
২৩। ওঁ কারণায় নমঃ।
২৪। ওঁ তুরীয়ায় নমঃ।
২৫। ওঁ শিবায় নমঃ।
২৬। ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।
২৭। ওঁ হিরণ্যকশিপু-প্রাণহরণায় নমঃ।
২৮। ওঁ প্রহ্লাদ-ধ্যেয়মানায় নমঃ।
২৯। ওঁ প্রহ্লাদার্ত্তি-হরায় নমঃ।

★ ★ ★ ★

প্রহ্লাদ-স্থিরসাম্রাজ্য-দায়কায় নমো নমঃ।
দৈত্য-বক্ষো-বিদলন-ব্যগ্র-বজ্রনখায় চ॥ ৬
আন্ত্রমালা-বিভূষায় মহারৌদ্রায় তে নমঃ।
নম উগ্রায় বীরায় জ্বলতে ভীষণায় চ॥ ৭
সর্ব্বতোমুখ-দুর্ব্বার-তেজো-বিক্রমশালিনে।
নরসিংহায় রৌদ্রায় নমস্তে মৃত্যুমৃত্যবে॥ ৮
মৎস্যাদ্যনন্ত-কল্যাণ-লীলা-বৈভবকারিণে।
নমো ব্যূহচতুষ্কায় দিব্যার্চ্চা-রূপধারিণে॥ ৯
পরস্মৈ পাঞ্চজন্যাদি-পঞ্চদিব্যায়ুধায় চ।
ত্রিসান্নে চ ত্রিধান্নে চ ত্রিগুণাতীত-মূর্ত্তয়ে॥ ১০
যোগারূঢ়ায় লক্ষ্যায় মায়াতীতায় মায়িনে।
মন্ত্ররাজায় দুর্দোষ-শমনায়েষ্টদায় চ॥ ১১

৩০। ওঁ প্রহ্লাদ-স্থিরসাম্রাজ্য-দায়কায় নমঃ।
৩১। ওঁ দৈত্য-বক্ষো-বিদলন-ব্যগ্র-বজ্রনখায় নমঃ।
৩২। ওঁ আন্ত্রমালা-বিভূষণায় নমঃ।
৩৩। ওঁ মহারৌদ্রায় নমঃ।
৩৪। ওঁ উগ্রায় নমঃ।
৩৫। ওঁ বীরায় নমঃ।
৩৬। ওঁ জ্বলতে নমঃ।
৩৭। ওঁ ভীষণায় নমঃ।
৩৮। ওঁ সর্ব্বতোমুখ-দুর্ব্বার-তেজোবিক্রম-শালিনে নমঃ।
৩৯। ওঁ নরসিংহায় নমঃ।
৪০। ওঁ রৌদ্রায় নমঃ।
৪১। ওঁ মৃত্যুমৃত্যবে নমঃ।
৪২। ওঁ মৎস্যাদ্যনন্ত-কল্যাণ-লীলাবৈভব-কারিণে নমঃ।
৪৩। ওঁ ব্যূহচতুষ্কায় নমঃ।
৪৪। ওঁ দিব্যার্চ্চা-রূপধারিণে নমঃ।
৪৫। ওঁ পরস্মৈ নমঃ।
৪৬। ওঁ পাঞ্চজন্যাদি-পঞ্চদিব্যায়ুধায় নমঃ।
৪৭। ওঁ ত্রিসান্নে নমঃ।
৪৮। ওঁ ত্রিধান্নে নমঃ।
৪৯। ওঁ ত্রিগুণাতীত-মূর্ত্তয়ে নমঃ।
৫০। ওঁ যোগারূঢ়ায় নমঃ।
৫১। ওঁ লক্ষ্যায় নমঃ।
৫২। ওঁ মায়াতীতায় নমঃ।
৫৩। ওঁ মায়িনে নমঃ।
৫৪। ওঁ মন্ত্ররাজায় নমঃ।
৫৫। ওঁ দুর্দোষ-শমনায় নমঃ।
৫৬। ওঁ ইষ্টদায় নমঃ।

★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★

নমঃ কিরীট-হারাদি-দিব্যাভরণ-ধারিণে।
সর্ব্বালঙ্কার-যুক্তায় লক্ষ্মীলোলায় তে নমঃ॥ ১২
আকণ্ঠ-হরিরূপায় চাকণ্ঠ-নররূপিণে।
চিত্রায় চিত্ররূপায় জগচ্চিত্রকরায় চ॥ ১৩
সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসত্তময়ায় চ।
সর্ব্ব-মন্ত্রাধিদেবায় স্তম্ভ-ডিম্ভায় শম্ভবে॥ ১৪
নমোঽস্ত্বনন্ত-কল্যাণগুণ-রত্নাকরায় চ।
ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যায় বাগতীতায় তে নমঃ॥ ১৫
কালরূপায় কল্যায় সর্ব্বজ্ঞায়াঘহারিণে।
গুরবে সর্ব্বসৎকর্ম্ম-ফলদায় নমো নমঃ॥ ১৬
অশেষ-দোষদূরায় সুবর্ণায়াত্মদর্শিনে।
বৈকুণ্ঠপদ-নাথায় নমো নারায়ণায় চ॥ ১৭
কেশবাদি-চতুর্বিংশত্যবতার-স্বরূপিণে।
জীবেশায় স্বতন্ত্রায় মৃগেন্দ্রায় নমো নমঃ॥ ১৮

৫৭। ওঁ কিরীট-হারাদি-দিব্যাভরণ-ধারিণে নমঃ।
৫৮। ওঁ সর্ব্বালঙ্কার-যুক্তায় নমঃ।
৫৯। ওঁ লক্ষ্মীলোলায় নমঃ।
৬০। ওঁ আকণ্ঠ-হরিরূপায় নমঃ।
৬১। ওঁ আকণ্ঠ-নররূপিণে নমঃ।
৬২। ওঁ চিত্রায় নমঃ।
৬৩। ওঁ চিত্ররূপায় নমঃ।
৬৪। ওঁ জগচ্চিত্রকরায় নমঃ।
৬৫। ওঁ সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসত্তময়ায় নমঃ।
৬৬। ওঁ সর্ব্বমন্ত্রাধিদেবায় নমঃ।
৬৭। ওঁ স্তম্ভ-ডিম্ভায় নমঃ।
৬৮। ওঁ শম্ভবে নমঃ।
৬৯। ওঁ অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-রত্নাকরায় নমঃ।
৭০। ওঁ ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যায় নমঃ।
৭১। ওঁ বাগতীতায় নমঃ।
৭২। ওঁ কালরূপায় নমঃ।
৭৩। ওঁ কল্যায় নমঃ।
৭৪। ওঁ সর্ব্বজ্ঞায় নমঃ।
৭৫। ওঁ অঘহারিণে নমঃ।
৭৬। ওঁ গুরবে নমঃ।
৭৭। ওঁ সর্ব্বসৎকর্ম্ম-ফলদায় নমঃ।
৭৮। ওঁ অশেষ-দোষ-দূরায় নমঃ।
৭৯। ওঁ সুবর্ণায় নমঃ।
৮০। ওঁ আত্মদর্শিনে নমঃ।
৮১। ওঁ বৈকুণ্ঠপদ-নাথায় নমঃ।
৮২। ওঁ নারায়ণায় নমঃ।
৮৩। ওঁ কেশবাদি-চতুর্বিংশত্যবতার-স্বরূপিণে নমঃ।
৮৪। ওঁ জীবেশায় নমঃ।
৮৫। ওঁ স্বতন্ত্রায় নমঃ।
৮৬। ওঁ মৃগেন্দ্রায় নমঃ।

ব্রহ্মরাক্ষস-ভূতাদি-নানাভয়-বিনাশিনে।
অখণ্ডানন্দ-রূপায় নমস্তে মন্ত্রমূর্ত্তয়ে।। ১৯
সিদ্ধয়ে সিদ্ধিবীজায় সর্ব্বদেবাত্মকায় চ।
সর্ব্বপ্রপঞ্চ-জন্মাদি-নিমিত্তায় নমো নমঃ।। ২০
শঙ্করায় শরণ্যায় নমস্তে শাস্ত্রযোনয়ে।
জ্যোতিষে জীবরূপায় নির্ভেদায় নমো নমঃ।। ২১
নিত্যভাগবতারাধ্য-সত্যলীলা-বিভূতয়ে।
নরকেসরিতাব্যক্ত-সদসন্ময়-মূর্ত্তয়ে।। ২২
সত্তামাত্র-স্বরূপায় স্বাধিষ্ঠানাত্মকায় চ।
সংশয়-গ্রন্থি-ভেদায় সম্যজ্‌জ্ঞান-স্বরূপিণে।। ২৩
সর্ব্বোত্তমোত্তমেশায় পুরাণ-পুরুষায় চ।
পুরুষোত্তম-রূপায় সাষ্টাঙ্গ-প্রণতোঽস্ম্যহম্।। ২৪
নাম্নামষ্টোত্তরশতং শ্রীনৃসিংহস্য যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বেষ্টার্থানবাপ্নুয়াৎ।। ২৫

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে নৃসিংহাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রং সংপূর্ণম্।

৮৭। ওঁ ব্রহ্মরাক্ষস-ভূতাদি-নানাভয়-বিনাশিনে নমঃ।
৮৮। ওঁ অখণ্ডানন্দ-রূপায় নমঃ।
৮৯। ওঁ মন্ত্রমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৯০। ওঁ সিদ্ধয়ে নমঃ।
৯১। ওঁ সিদ্ধিবীজায় নমঃ।
৯২। ওঁ সর্ব্বদেবাত্মকায় নমঃ।
৯৩। ওঁ সর্ব্বপ্রপঞ্চ-জন্মাদি-নিমিত্তায় নমঃ।
৯৪। ওঁ শঙ্করায় নমঃ।
৯৫। ওঁ শরণ্যায় নমঃ।
৯৬। ওঁ শাস্ত্রযোনয়ে নমঃ।
৯৭। ওঁ জ্যোতিষে নমঃ।
৯৮। ওঁ জীবরূপায় নমঃ।
৯৯। ওঁ নির্ভেদায় নমঃ।
১০০। ওঁ নিত্যভাগবতারাধ্য-সত্যলীলা-বিভূতয়ে নমঃ।
১০১। ওঁ নরকেসরিতাব্যক্ত-সদসন্ময়-মূর্ত্তয়ে নমঃ।
১০২। ওঁ সত্তামাত্র-রূপায় নমঃ।
১০৩। ওঁ স্বাধিষ্ঠানাত্মকায় নমঃ।
১০৪। ওঁ সংশয়গ্রন্থি-ভেদায় নমঃ।
১০৫। ওঁ সম্যজ্‌জ্ঞান-স্বরূপিণে নমঃ।
১০৬। ওঁ সর্ব্বোত্তমোত্তমেশায় নমঃ।
১০৭। ওঁ পুরাণ-পুরুষায় নমঃ।
১০৮। ওঁ পুরুষোত্তম-রূপায় নমঃ।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-কবচম্

নৃসিংহ-কবচং বক্ষ্যে প্রহ্লাদেনোদিতং পুরা।
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্॥১॥
সর্ব্বসম্পৎকরং চৈব স্বর্গমোক্ষ-প্রদায়কম্।
ধ্যাত্বা নৃসিংহং দেবেশং হেম-সিংহাসন-স্থিতম্॥২॥
বিবৃতাস্যং ত্রিনয়নং শরদিন্দু-সম-প্রভম্।
লক্ষ্ম্যালিঙ্গিত-বামাঙ্গং বিভূতিভিরুপাশ্রিতম্॥৩॥
চতুর্ভুজং কোমলাঙ্গং স্বর্ণকুণ্ডল-শোভিতম্।
সরোজ-শোভিতোরস্কং রত্নকেয়ূর-মুদ্রিতম্॥৪॥
তপ্তকাঞ্চন-সঙ্কাশং পীত-নির্ম্মল-বাসসম্।
ইন্দ্রাদি-সুরমৌলিস্থ-স্ফুরন্মাণিক্য-দীপ্তিভিঃ॥৫॥
বিরাজিত-পদদ্বন্দ্বং শঙ্খচক্রাদি-হেতিভিঃ।
গরুত্মতা চ বিনয়াৎ স্তূয়মানং মুদান্বিতম্॥৬॥
স্ব-হৃৎকমল-সংবাসং কৃত্বা তু কবচং পঠেৎ।
নৃসিংহো মে শিরঃ পাতু লোকরক্ষার্থ-সম্ভবঃ॥৭॥
সর্ব্বগোঽপি স্তম্ভাবাসঃ ফলং মে রক্ষতু ধ্বনিম্।
নৃসিংহো মে দৃশৌ পাতু সোম-সূর্য্যাগ্নি-লোচনঃ॥৮॥
স্মৃতিং মে পাতু নৃহরির্মুনিবর্য্য-স্তুতিপ্রিয়ঃ।
নাসে মে সিংহনাসস্তু মুখং লক্ষ্মীমুখপ্রিয়ঃ॥৯॥
সর্ব্ববিদ্যাধিপঃ পাতু নৃসিংহো রসনাং মম।
বক্ত্রং পাত্বিন্দুবদনঃ সদা প্রহ্লাদ-বন্দিতঃ॥১০॥
নৃসিংহঃ পাতু মে কণ্ঠং স্কন্ধৌ ভূভৃদনন্তকৃৎ।
দিব্যাস্ত্র-শোভিত-ভুজঃ নৃসিংহঃ পাতু মে ভুজৌ॥১১॥
করৌ মে দেব-বরদো নৃসিংহঃ পাতু সর্ব্বতঃ।
হৃদয়ং যোগি-সাধ্যশ্চ নিবাসং পাতু মে হরিঃ॥১২॥
মধ্যং পাতু হিরণ্যাক্ষ-বক্ষঃকুক্ষি-বিদারণঃ।
নাভিং মে পাতু নৃহরিঃ স্বনাভি-ব্রহ্ম-সংস্তুতঃ॥১৩॥
ব্রহ্মাণ্ড-কোটয়ঃ কট্যাং যস্যাসৌ পাতু মে কটিম্।
গুহ্যং মে পাতু গুহ্যানাং মন্ত্রাণাং গুহ্য-রূপদৃক্॥১৪॥
ঊরু মনোভবঃ পাতু জানুনী নররূপদৃক্।
জংঘে পাতু ধরাভার-হর্ত্তা যোঽসৌ নৃকেশরী॥১৫॥

সুর-রাজ্যপ্রদঃ পাতু পাদৌ মে নৃহরীশ্বরঃ।
সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ পাতু মে সর্ব্বশস্তনুম্॥১৬॥
মহোগ্রঃ পূর্ব্বতঃ পাতু মহাবীরাগ্রজোঽগ্নিতঃ।
মহাবিষ্ণুর্দক্ষিণে তু মহাজ্বালস্তু নৈর্ঋতঃ॥১৭॥
পশ্চিমে পাতু সর্ব্বেশো দিশি মে সর্ব্বতোমুখঃ।
নৃসিংহঃ পাতু বায়ব্যাং সৌম্যাং ভূষণবিগ্রহঃ॥১৮॥
ঈশান্যাং পাতু ভদ্রো মে সর্ব্বমঙ্গল-দায়কঃ।
সংসারভয়তঃ পাতু মৃত্যোর্মৃত্যুর্নৃকেশরী॥১৯॥
ইদং নৃসিংহ-কবচং প্রহ্লাদ-মুখ-মণ্ডিতম্।
ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥২০॥
পুত্রবান্ ধনবান্ লোকে দীর্ঘায়ুরুপজায়তে।
কাময়তে যং যং কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥২১॥
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
ভূম্যন্তরীক্ষ-দিব্যানাং গ্রহাণাং বিনিবারণম্॥২২॥
বৃশ্চিকোরগ-সম্ভূত-বিষাপহরণং পরম্।
ব্রহ্ম-রাক্ষস-যক্ষাণাং দূরোৎসারণ-কারণম্॥২৩॥
ভূর্জ্জে বা তালপত্রে বা কবচং লিখিতং শুভম্।
করমূলে ধৃত যেন সিধ্যেয়ুঃ কর্ম্মসিদ্ধয়ঃ॥২৪॥
দেবাসুর-মনুষ্যেষু স্বং স্বমেব জয়ং লভেৎ।
একসন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যং বা যঃ পঠেন্নিয়তো নরঃ॥২৫॥
সর্ব্বমঙ্গল-মাঙ্গল্যং ভুক্তিং মুক্তিং চ বিন্দতি।
দ্বাত্রিংশতি-সহস্রাণি পঠেৎ শুদ্ধাত্মনাং নৃণাম্॥২৬॥
কবচস্যাস্য মন্ত্রস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
অনেন মন্ত্ররাজেন কৃত্বা ভস্মাভিমন্ত্রিতম্॥২৭॥
তিলকং বিন্যসেদ্ যস্তু তস্য গ্রহভয়ং হরেৎ।
ত্রিবারং জপমানস্তু দত্তং বার্য্যাঽভিমন্ত্র্য চ॥২৮॥
প্রাশয়েদ্ যো নরো মন্ত্রং নৃসিংহ-ধ্যানমাচরেৎ।
তস্য রোগঃ প্রণশ্যন্তি যে চ স্যুঃ কুক্ষিসম্ভবাঃ॥২৯॥
গর্জ্জন্তং গার্জ্জয়ন্তং নিজভুজ-পটলং স্ফোটয়ন্তং হঠন্তং
রূপ্যন্তং তাপয়ন্তং দিবি ভুবি দিতিজং ক্ষেপয়ন্তং ক্ষিপন্তম্।
ক্রন্দন্তং রোষয়ন্তং দিশি দিশি সততং সংহরন্তং ভরন্তং
বীক্ষন্তং পূর্ণয়ন্তং করনিকর-শতৈর্দিব্যসিংহং নমামি॥৩০॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রহ্লাদোক্তং শ্রীশ্রীনৃসিংহ-কবচং সম্পূর্ণম্।

শ্রীনৃসিংহ-বন্দনা

"শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ॥"
"জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত, নৃসিংহ মুরারী।
মঙ্গল-নিলয় প্রভু, অমঙ্গল-হারী॥"

জয় ঈশ! নরসিংহ! অনন্ত শকতি।
ত্রিভুবন-পরিত্রাতা অখিলের গতি॥
সিংহ যথা দুষ্ট প্রতি জ্বলন্ত অনল।
নিজ জনে বাৎসল্যাতি কুসুম-কোমল॥
মৃত্যুর মৃত্যু, মহাভয়-দুরিত-ভঞ্জন।
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥১॥

পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তি, 'শ্রী'-'ভূ'-'লীলা'-পতি।
কোটী পূর্ণ শরৎচন্দ্র জিনি' অঙ্গ-জ্যোতি॥
হৃদয়ে, বদনে—দিব্য 'সম্বিৎ', 'সরস্বতী'।
ভক্তের অবিদ্যা-বিদারণে মহাব্রতী॥
লক্ষ্মী-বক্ষঃ-সরোবরে হংস-নারায়ণ।
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥২॥

সব ঠাঞি আছ প্রভু—জগত-নিবাস!
তবু নহ দৃশ্য, বিনা ভকতি-প্রয়াস॥
প্রেম-লোচন প্রহ্লাদ—মহামতিমান।
সর্ব্বত্র দেখয়ে তোমা—স্তম্ভে বিদ্যমান॥
মিথ্যা নহে, বুঝাইতে স্তম্ভে প্রকটন।
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥৩॥

ভক্তপ্রতি দ্রোহ কভু না কর সহন।
সেই লাগি' ধর তুমি মূরতি ভীষণ॥
বিদারিলে রক্ষঃপতি-বক্ষঃ-কুক্ষিস্থল।
বিস্ময়ে দেবতা সবে বলে—অহো বল!!

অহো শৌর্য্য, অহো বীর্য্য, অহো পরাক্রম!
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥৪॥

প্রহ্লাদ-পার্ষদ-দ্বারে শিখাহ জগতে।
শুদ্ধ-'ভক্তি'-'ভক্ত'-রূপ হয়েন কেমতে॥
ভক্তি-বিনিময়ে কভু 'ভুক্তি', 'মুক্তি' নয়।
করিলে বঞ্চনা মাত্র—বণিক্‌গিরি হয়॥
ভক্তি লাগি' মাত্র বাঞ্ছা, অন্য বিসর্জ্জন।
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥৫॥

দৈত্যার্দ্দন! নাথ! তব পদে নিবেদন।—
'ভোগ'-'ত্যাগ'-বাঞ্ছা-দৈত্য করহ দলন॥
এই দুষ্ট হৃদয়ে, কাম আদি রিপু ছয়।
শোধিয়া হৃদয় কর শুদ্ধ-ভক্তিময়॥
গৌরচন্দ্রে মতি হউ, যুগল-ভজন।
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥৬॥

তোমার ঈক্ষণে মায়া হৈয়া বলবতী।
মোহিত করিয়া জীবে পিষে দিবা-রাতি॥
এবে শ্রীচরণে দেব! লৈলাম শরণ।
দুরত্যয়া মায়া তব, কর নিবারণ॥
ভক্তিবিঘ্ন দূর হউ ভজনাস্বাদন।
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥৭॥

এক হস্তে চক্র তব, শঙ্খ-হস্ত অন্য।
দক্ষিণ হস্তে বরদাভয়-পদ্ম-চিহ্ন॥
সৌম্য স্মিত তব বামে ঊরূপরি রমা।
শেষাসনে রাজ' তুমি, শিরে ছত্র ফণা॥
নিকটে প্রহ্লাদ তোমা করয়ে স্তবন।
শ্রীনৃসিংহ! দেহ' মোরে করাবলম্বন॥৮॥

শ্রীনৃসিংহ-আরতি

জয় লক্ষ্মী-নরহরি দিব্য নীরাজন।
মন্দাকিনী-তটে 'দেবপল্লী' সুদর্শন॥ ১

কুসুমিত বনরাজি, গুঞ্জে অলিবৃন্দ।
প্রপূরিত কলগীত, সমীর সুগন্ধ॥ ২

মণিময় মন্দির তঁহি রত্ন-সিংহাসন।
শ্রীনৃহরি তদুপরি—সৌম্য স্মিতানন॥ ৩

অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে কোটী সুধাকর।
ত্রিলোক তিমির নাশে, দীপ্ত চরাচর॥ ৪

কিরীট কনক কেয়ূর কৌস্তুভ কুণ্ডল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল॥ ৫

করে শোভে বরাভয়, শিরে শেষ ফণা।
বামে রমা ঊরূপরি—নাহিক তুলনা॥ ৬

ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র সবে প্রেমে জরজর।
আরতি করেন সুখে হইয়া বিভোর॥ ৭

প্রহ্লাদ আহ্লাদে করে কীর্ত্তন স্তবন।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কর্ণরসায়ণ॥ ৮

যতেক গৌড়ীয় সব, রোয়ে প্রণিপাত।
''হে নৃহরি! দোষ হরি' কর গৌরে নাথ॥'' ৯